সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Weekly Bangladesh | Vol. 28 • Issue 08 • Thursday, 31 July 2025 • ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২, ০৬ সফর ১৪৪৭

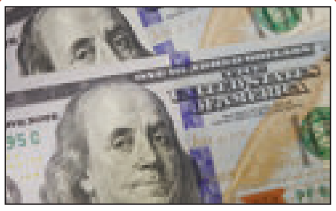

ডলারের দাম যে তিন ঝুঁকিতে কমাচ্ছে না

ঢাকা : এখনই ডলারের দাম কমালে দেশের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ায় বাংলাদেশ শীর্ষে

ঢাকা : ইতালি নিয়ে ভালো কাজ দেবে বলে প্রলোভন (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

এনসিপি নতুন বাংলাদেশের ইশতেহার ঘোষণা করবে ৩ আগস্ট

জুলাই সনদ ঘিরে রাজনীতিতে নতুন সংকট

নরসিংদীর জনসভায় বক্তব্য রাখছেন নাহিদ ইসলাম।

ঢাকা: জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পেরিয়ে গেলেও ঐক্য আর অনৈক্যের দোলাচলে দুলছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের 'জুলাই সনদ'। প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংবিধান, (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

গণঅভ্যুত্থান বেহাত হতে দেওয়া যাবেনা

ডা. ওয়াজেদ খান : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচার পতনের বর্ষপূতি পাঁচ আগস্ট। এই দিবসকে সামনে রেখে নাশকতার বহুমুখী ষড়যন্ত্র চলছে। পতিত স্বৈরাচার ও তার শাসনামলের সুবিধাভোগীরা দেশ বিদেশে নানা ফন্দি আঁটছে ড. ইউনুসের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

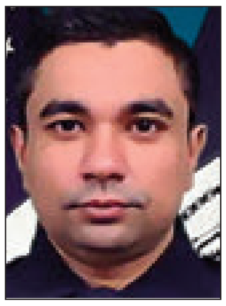

পুলিশ অফিসার দিদার বাংলাদেশিদের গর্ব

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের সেন্ট্রাল ম্যানহাটানে এক বন্দুকধারীর গুলিতে নিউইয়র্ক পুলিশে কর্মরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত অফিসার দিদারুল ইসলাম (৩৬)সহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

কঠিন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের পরীক্ষা

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসনের নিয়ম আরও কঠোর করার পরিকল্পনা করছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এর অংশ হিসেবে নাগরিকত্ব পরীক্ষাকে আরও কঠিন করার পাশাপাশি এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে উচ্চ বেতনের চাকরিদাতাদের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

জোহরান মামদানির বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্ব বেড়েছে ফিলিস্তিনের

মিডল ইস্ট আই : ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র পদে দলীয় প্রাথমিক বাছাই নির্বাচনে জোহরান মামদানি শুধু গত কয়েক বছরের মধ্যে অন্যতম বড় রাজনৈতিক অপ্রত্যাশিত বিজয় অর্জন করেননি; বরং তিনি নগরের ইতিহাসে প্রাথমিক বাছাইয়ে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন। গত ২৯ জুলাই প্রকাশিত এক নতুন জরিপে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি বোয়িং বিমান কিনবে বাংলাদেশ

ঢাকা : দেশটির সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়োজাহাজ কিনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশটি থেকে ২৫টি বোয়িং কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

MN Safety Consulting
OSHA/SST/SCAFFOLDING/RIGGING TRAINING
এখানে কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিরাপদে কাজের জন্য সবধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অত্যন্ত দক্ষ ও অনুমোদিত প্রশিক্ষক দ্বারা।
Defensive Driving
NYC SST
৪০/৬২
ঘন্টা ট্রেনিং
OSHA
ফ্লেগার ট্রেনিং
১৬/৩২ ঘন্টা
রিগিং/স্কাফল্ডিং ট্রেনিং
NYC
TRAINING CONNECT
আমরা বিল্ডিং এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি
৬ ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং এবং নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ
718-535-0336
www.mncnt.com
86-47 164TH STREET, SUITE BG, JAMAICA, NY 11432

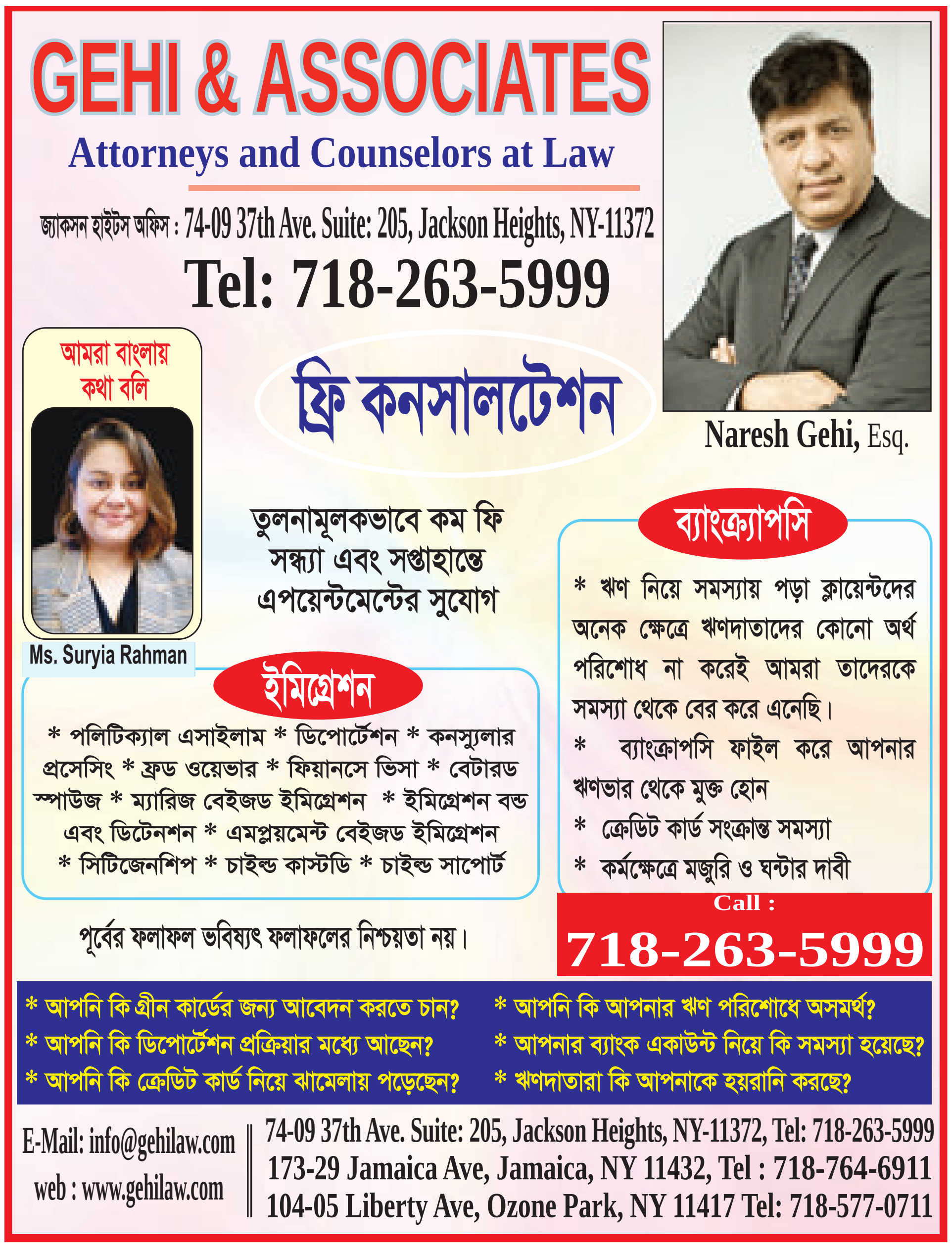
GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস: 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999
Naresh Gehi, Esq.
আমরা বাংলায় কথা বলি
Ms. Suryia Rahman
ফ্রি কনসালটেশন
তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট
পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।
ব্যাংক্র্যাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী
Call :
718-263-5999
* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?
E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস
ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH
আমাদের সেবা সমূহ ঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে
* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃশ্চিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা
* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।
87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

জুলাই সনদ ঘোষণা ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন

চব্বিশের ফ্যাসিবাদবিরোধী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় আগ্রাসনমুক্ত বাংলাদেশে সবাই সত্যিকার স্বাধীনতা ও নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছে। ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কূটকৌশলে ২০০৮ সালে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে দিল্লি নিজের অভিলাষ কায়েমে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। শেখ হাসিনা এক এক করে ভারতের প্রতিটি চাহিদা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ক্ষমতায় আসার দুই মাসের মাথায় জিঘ-াংসা বাস্তবায়নে বিডিআর সদরে সাতান্ন জন সেনা অফিসারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার হীন উদ্দেশ্যে ভারতীয় পরিকল্পনায় দেশপ্রেমিক ও ইসলামপন্থীদের প্রশাসন ও সব সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়ে সংখ্যালঘু ও দলীয় অযোগ্য ক্যাডার বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। গুম, খুন, লুটপাট করে চিরতরে ভারতের গোলাম বানিয়ে দেশকে কার্যত করদরাজ্যে পরিণত করেন শেখ হাসিনা। সশস্ত্র বাহিনীতে দলী-য়করণ করা হয়। পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সব অঙ্গ সংগঠন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, পরিণত হয় সন্ত্রাসী বাহিনীতে। জঙ্গি নাটকের মাধ্যমে মানুষকে গুম-খুন করার অসংখ্য ঘটনা চলমান থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হয় কসাইখানায়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট করে বিদেশে টাকা পাঠান আওয়ামী লীগ নেতারা। জাতীয় সংসদ রূপান্তরিত হয় ভাঁড়দের আখড়ায়। প্রশাসন লীগ ক্যাডারদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিচার বিভাগের দলীয়করণ হয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পুলিশ ও ছাত্রলীগ যখন নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সামরিক বাহিনী নামানো হয় ঠিক সে সময়ে সামরিক বাহিনীর কিছু দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে ২ আগস্ট '২৪-তে যে ঘোষণাটি পাঠ করেন; তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ঘোষণার কথা ছিল: 'আমরা অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ করছি, সরকার তাদের সাথে কোনোরূপ আলাপ-আলোচনা না করে এ আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য হিংস্র রক্তাক্ত পথ বেছে নেয়। প্রথমে ওবায়দুল কাদের ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীকে নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর লেলিয়ে দেয়। তাদের বর্বরোচিত আক্রমণে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং অসংখ্য আন্দোলনকারীকে গুরুতর আহত ও গুম করা হয়। শুধু তা-ই নয়, এই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতিহত করতে বর্বর বাহিনীর সাথে যুক্ত হয় আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত বিজিবি, র‍্যাব, আনসার ও পুলিশের নির্বিচার আক্রমণ; ব্যবহার করা হয় হেলিকপ্টার ও স্নাইপার, যা যুদ্ধক্ষেত্রেও সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। এ আক্রমণ এতটাই বর্বর ও নৃশংস ছিল যে, হত্যার শিকার প্রতিটি মানুষের শরীর বুলেটে ঝাঁজরা হয়ে যায়, অন্ধ করা হয় বহু ব্যক্তিকে। আন্দোলন দমাবার জন্য সরকার কারফিউ জারি করে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে নামায় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতীক দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনীকে। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দেশের গৌরব আমাদের এ প্রাণের সেনাবাহিনী। সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বর্তমান প্রজন্ম আমাদের অনুজ, আমাদের ছোট ভাইবোন ও সন্তান। তারা ইউনিফর্ম পরিধান করে বিধায় অনেক কিছুই খোলাখুলি বলতে পারে না। তাই অগ্রজ হিসেবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব তাদের গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা। সুতরাং আমরা জনগণের বিরুদ্ধে এসব হীন কাজ থেকে সামরিক বাহিনীকে বিরত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানাই।' এত অল্প সময়ে নিজ দেশের মানুষের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় অর্থে লালিত বাহিনীগুলোর মাধ্যমে বিশাল এ হতাহতের নজির বিগত ১০০ বছরের ইতিহাসে এ দেশে তো বটেই, বিশ্বের কোথাও মিলবে না। এমন হত্যাকাণ্ডের নিন্দা বা ধিক্কার ও প্রতিবাদের উপযুক্ত ভাষা আমাদের জানা নেই। বিপুল এ প্রাণহানির দায় অবশ্যই সরকারের। এ ঘোষণা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ৫ আগস্ট ২০২৪ সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয় আসে। ছাত্র-জনতার সাথে সামরিক বাহিনীর যে সমর্থন ও সহযোগিতা- তা এই আন্দোলনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। চব্বিশের ফ্যাসিবাদবিরোধী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় আগ্রাসনমুক্ত বাংলাদেশে সবাই সত্যিকার স্বাধীনতা ও নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে।

নামাজের সময়সূচি

৩১ জুলাই-০৬ আগস্ট ২০২৫ — ০৬-১২ সফর ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
৩১ জুলাই	৪.২৪	৫.৫১	১.০২	৫.৫৬	৮.১১	৯.৪১
০১ আগস্ট	৪.২৫	৫.৫৩	১.০২	৫.৫৬	৮.১১	৯.৪০
০২ আগস্ট	৪.২৬	৫.৫৪	১.০২	৫.৫৬	৮.১০	৯.৩৮
০৩ আগস্ট	৪.২৭	৫.৫৫	১.০২	৫.৫৬	৮.০৯	৯.৩৭
০৪ আগস্ট	৪.২৮	৫.৫৬	১.০২	৫.৫৬	৮.০৮	৯.৩৫
০৫ আগস্ট	৪.২৯	৫.৫৭	১.০২	৫.৫৫	৮.০৭	৯.৩৪
০৬ আগস্ট	৪.৩১	৫.৫৮	১.০২	৫.৫৫	৮.০৫	৯.৩২

উপসম্পাদকীয়

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বাহাস

মহিউদ্দিন আহমদ

সংস্কার নিয়ে তোড়জোড় চলছে। রাষ্ট্রকাঠামো, প্রশাসন, অর্থনীতি, রাজনীতি আর সমষ্টিগত নৈতিকতার সংস্কার খুবই জরুরি। আমরা সমস্যার ভেতরে ঢুকতে চাই না। ওপরে ওপরে একটু মলম লাগিয়ে ক্ষত সারানোর চেষ্টা করি। অনেক সময় অগ্রাধিকার বুঝি না। যেটা সমস্যা, তার সমাধানের দিকে না গিয়ে এমন কিছু বিষয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, যেটা নতুন করে সমস্যা তৈরি করে।

সংবিধানের সংস্কার নিয়ে কথা তো কম হলো না। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে একটা ধারণা দেয় যে তারাই সমাজের মূল স্টেকহোল্ডার, দেশের মালিক। ডান-বাম, আস্তিক-নাস্তিক, ছোট-বড়নির্বিশেষে সবাই জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করার মিশনে নেমেছে।

হাসিনা একটা কথা প্রায়ই বলতেন, 'আমি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই।' এখনো অনেকেই জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের মিশনে আছেন। নেতারা গায়ে-গতরে স্ফীত হচ্ছেন। মানুষ আছে বড় কষ্টে।

মানুষ কী চায়? মানুষ আশা করে না, রাজনীতিবিদেরা তাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। মানুষ নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান করে। তারা চায় এ কাজে রাষ্ট্র সহযোগিতা করুক। যদি না-ও করে, অন্তত যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে। এটুকুই চাওয়া। রাজ-নীতিবিদেরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রতিশ্রুতির যে ফুলঝুরি বইয়ে দেন, মানুষ তা আগের মতো বিশ্বাস করে না। তারা তাঁদের অতীতটা দেখেছে।

শিগগিরই ভোট হবে। যাঁরা মানুষের ভাগ্য বদলানোর জন্য মাতম করছেন, তাঁরা এখন নানান ওয়াদা দিচ্ছেন। দলগুলোর মধ্যে নানা রকমের সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। কে যে কার সঙ্গে জুটি বাঁধে, তা আগাম বলা মুশকিল। ভোটের সম্ভাব্য তারিখ জানানো হলে কিংবা তফসিল ঘোষণার সময় এলে ছবিটা আরেকটু পরিষ্কার হবে। তখন 'রতনে রতন চেনে'র খেলাটা দৃশ্যমান হবে। দেখা যাবে, কাল যে ছিল ত্যাজ্য, আজ সে পরমাত্মীয়। কাল যে ছিল সাধু, আজ সে শয়তান। ডিগবাজি দিতে সুবিধা হয় বলে তাঁরা একটা চমৎকার শ্লোক আবিষ্কার করেছেন: রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই।

সংবিধান নামে একটা কেতাব আছে, সেটি পড়ে দেখা তো দূরের কথা, বেশির ভাগ লোক চোখেও দেখেনি। সেটির ঘষামাজা চলছে। অনেক বিষয়ে দলগুলো একমত। কিছু জায়গায় এসে তারা আটকে আছে। এ সময়ের 'গর্ডিয়ান নট' (জটপাকানো সমস্যা) হলো আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি। এই গিঁট খুলতে গিয়ে সংস্কার কমিশন গলদঘর্ম হচ্ছে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি, যেখানে আসন বণ্টন হয় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে পিআর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হলেও তাতে একমত হয়নি রাজনৈতিক দলগুলো। বিএনপি পিআর পদ্ধতির প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে। অন্যদিকে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, এনসিপি, গণ অধিকার পরিষদসহ কয়েকটি দল পিআর পদ্ধতির পক্ষে মত দিয়েছে। এ নিয়ে যদি অচলাবস্থা তৈরি হয়, তাহলে নির্বাচন যথাসময়ে না-ও হতে পারে বলে কারও কারও আশঙ্কা। বিএনপি নেতারা মনে করেন, নির্বাচন বিলম্বিত করার 'ষড়যন্ত্র ও কৌশল' হিসেবেই এসব ইস্যু তোলা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, 'নির্বাচনে বিএনপির সম্ভাব্য বড় জয়' ঠেকানোর জন্যই এই প্রস্তাব সামনে আনা হচ্ছে। আনুপাতিক পদ্ধতির যৌক্তিকতা কোথায়, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধরুন, একটা আসনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পেলেন। তিনি নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন। তিনি হয়তো ভোট পেয়েছেন ৩৫ শতাংশ। বাকি ৬৫ শতাংশ ভোট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন অন্যান্য ১০ প্রার্থী। তাঁদের কেউ হয়তো পেয়েছেন ৩২ শতাংশ, কেউ ২৫ শতাংশ, কেউ কেউ ১ শতাংশের কম। সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া ব্যক্তিটি যদি ৫১ শতাংশ ভোট পেতেন, তাহলে তাঁর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু তিনি ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জনপ্রতিনিধিত্বের যে দাবি করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬৫ শতাংশ ভোটারের ইচ্ছার প্রতিফলন কোথায়? ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে দুটি বড় দলের মধ্যে ভোটের ব্যবধান ছিল নগণ্য। কিন্তু সংসদে প্রতিনিধির সংখ্যায় ছিল বিরাট পার্থক্য।

তা সত্ত্বেও এ নিয়ে দাবি কিংবা বিরোধিতা হচ্ছে কেন? এই ইস্যুকে ঘিরে যে বিতর্ক হচ্ছে, তার মূল্য উদ্দেশ্য দলীয় স্বার্থ ও ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্ন। দলগুলো নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী অবস্থান নিয়েছে। আসন-ভিত্তিক সর্বোচ্চ ভোট পাবেন বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা এর বিরোধিতা করছেন। আনু-পাতিক ভোট হলে যাঁরা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবেন, তাঁরা এই পদ্ধতির পক্ষে। পক্ষ-বিপক্ষ সবাই যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে যুক্তি তুলে ধরছেন। 'অন্তর্বর্তী সরকারের ঘাড়ে বন্দুক রেখে যারা নিজেদের ফায়দা হাসিল করতে চায়, তারাই জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে বাধা সৃষ্টি করছে' বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ২১ জুলাই ঢাকায় বিএনপিসমর্থিত পেশাজীবী পরিষদের এক সমাবেশে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি বলেছেন, 'বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বলছে, অন্তর্বর্তী সরকারের ঘাড়ে বন্দুক রেখে নিজেদের খবরদারি বহাল রাখতে চায় কিংবা প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্নভাবে ফায়দা হাসিল বা নিজেদের আখের গোছাতে চায়, তাদেরকেই আমরা দেখছি, জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানকে সুকৌশলে বাধা সৃষ্টি করছে।' এটা তো গুরুতর অভিযোগ। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি বিএন-পির এই অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেছে।

এ ছাড়া দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রস্তাব নিয়েও টানাপোড়েন আছে। একটা ফেডারেল কাঠামোর রাষ্ট্রে সচরাচর এই ব্যবস্থা দেখা যায়। আমাদের তো এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এখানে 'উচ্চকক্ষের' যৌক্তিকতা কী? যৌক্তিকতা হলো 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্স'। এখন প্রশ্ন হলো, উচ্চকক্ষে কারা যাবেন? প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে নিম্নকক্ষ আর উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে কোনো গুণগত পরিবর্তন হবে না। তাহলে আলাদা একটা কক্ষ বানিয়ে তাতে শ দুয়েক লোককে এনে পাবলিকের টাকায় বেতন-ভাতা আর গাড়িবাড়ি দিয়ে পোষার কী যুক্তি থাকতে পারে?

উচ্চকক্ষ সমর্থন করা যায়, যদি রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ হয়। সে ক্ষেত্রে একটা মিশ্র প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যায়। দেশ কয়েকটা প্রদেশে ভাগ হলে প্রদেশের প্রতিনিধিরা উচ্চকক্ষে আসবেন। সেখানে পেশাজীবীদের প্রতিনিধিরা থাকবেন। আর থাকবেন নিম্নকক্ষে আনু-পাতিক ভোটের ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রতিনিধিরা। একই সঙ্গে সেখানে নারী এবং সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকা দরকার। সে ক্ষেত্রে দলগুলোকে আগেভাগেই প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে, সংখ্যালঘুদের নিয়ে কোনো আলোচনা নেই।

এখন যে সংসদ, সেখানে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করা হবে বলে জানা গেছে। আমি এই কোটাপ্রথা নীতিগতভাবে সমর্থন করি না। যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নারী গুনতে হয় অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে, নির্বাচন কমিশন আইন করেও দলের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে নারীর সংখ্যা বাড়াতে পারেনি, তাই আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সংরক্ষিত নারী আসন থাকা দরকার। কিন্তু তাঁদের নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। শুধু নারী নয়, নারীপুরুষ-নির্বিশেষে সবার ভোটেই তাঁদের নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে, যেমনটি হয় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে। সে জন্য আগেভাগেই তাঁদের নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এখন যে ব্যবস্থা, সেখানে নির্বাচিত ৩০০ সদস্য তাঁদের মনোনয়ন দেন। সেখানে অবশ্য আনুপাতিক ব্যবস্থা চালু আছে। অর্থাৎ দলগুলো সংসদে তাদের আসন অনুপাতে নারী সদস্যদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এটি গ্রহণযোগ্য নয়। সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে। সেটি আরেক দিন আলোচনা করা যাবে।

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 25900 Greenfield Rd, Suite # 203, Oak Park, MI 48237

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ

* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan,MD

মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।

আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নির্বাচনের সময় : তিনটি রাজনৈতিক দলের তথ্য এবং জুলাই সনদের বাস্তবতা

মোবায়েদুর রহমান

অবশেষে ইলেকশনের আওয়াজ পাওয়া গেলো। তবে অনেক দূর থেকে। এই দূরাগত আওয়াজটি ছিলো অত্যন্ত ক্ষীণ। আসলে এই ইলেকশন তথা ইলেকশন টাইমিং নিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে বেশ বড় দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিলো। এর আগের একটি পোস্টে আমি বলেছি যে, লন্ডনে তারেক রহমানের সাথে ড. ইউনূসের বৈঠকের পর এই দূরত্ব অনেক কমে যায়। সেটি ছিলো জুন মাসের ১২ তারিখ। তারপর দেড় মাস পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে আবার পারস্পারিক আস্থার জায়গায় কিছুটা হলেও ফাটল ধরেছিলো। মিটফোর্ড হত্যাকা-কে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং এনসিপি ও জামায়াতের মধ্যে বাকযুদ্ধ হয়। সেই বাকযুদ্ধ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের বিভিন্ন হলে ছাত্ররা বিএনপি বিরোধী স্লোগান দেয়। এরপর ছাত্রদলও ওদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় এবং মিছিল করে। কক্সবাজারের চকোরিয়ায় এনসিপির পদযাত্রাকালে একটি পথসভায় এনসিপি নেতা নাসিরউদ্দীন পাটয়ারী নাম না ধরলেও বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দিন আহমেদকে ইঙ্গিত করে তার নামে চাঁদাবাজি ও দখলবাজির অভিযোগ তোলেন। এর পাল্টা অ্যাকশন হিসাবে সালাহউদ্দিন আহমেদ সমর্থকরা এন-সিপির জন্য নির্মিত সভামঞ্চে হামলা করে এবং মঞ্চ ভেঙে দেয়। এই সবকিছুর সাকূল্য প্রভাব সরকার তথা ড. ইউনূসের ওপরও পড়ে।

এর মধ্যে ঘটে যায় দুটি বড় ঘটনা। একটি গোপালগঞ্জে এনসিপি নেতৃবৃন্দের ওপর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের হামলা এবং বড় ধরনের বিক্ষোভ। ছাত্রদেরকে বাঁচাতে গিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। ফলে ৫ ব্যক্তি নিহত হয়। এই দিকে ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি জঙ্গি বিমান বিধ্বস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনু-যায়ী ৩৫ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে অন্তত ২৬ জনই শৈশব উত্তীর্ণ করে কৈশরে পা দিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ স্কুলে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমকে ৯ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়।

সরকারের দুই উপদেষ্টা এবং প্রেস সচিব যখন মাইলস্টোনে অবরুদ্ধ তখন সচিবালয়ে দুপুর বেলা একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক মাইলস্টোনের ছাত্র পরিচয়ে পাঁ-াচিল টপকে সচিবালয়ে ঢুকে পড়ে এবং গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটায়। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অ্যাকশনে যায় এবং ঐ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদেরকে সচিবালয় থেকে বের করে দেয়। বের হয়ে ঐ যুবকরা জিরো পয়েন্টের দক্ষিণে অবস্থান নেয় এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রতি বিরামহীনভাবে ইস্টক বর্ষণ করে। দৈনিক ইনকিলাবসহ বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে রিপোর্ট করা হয় যে, সচিবালয়ের ভেতরে এবং বাইরে তা-বসৃষ্টিকারীদের অধিকাংশই ছিল যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের কর্মী।

এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারের সাথে বিএনপির পুনরায় কিছুটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ২১ জুলাই মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনার দিনেই রাত ৯টায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস দেশের ৪টি প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। দলগুলি হলো বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও এনসিপি। এর পরদিন এবং গত ২৬ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা দেশের
অবশিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির সাথে পর পর দুইদিন বৈঠক করেন। প্রতিটি বৈঠকেই ড. ইউনূস রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জানান যে, আসন্ন সংসদ নির্বাচন ভন্ডুল করার জন্য পতিত শক্তি গন্ডগোল পাকাচ্ছে। পতিত ও পরাজিত ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার জন্য ড. ইউনূস সবগুলি রাজনৈতিক দলকে আহবান জানান।

॥দুই॥ : ২৬ জানুয়ারি ড. ইউনূসের সাথে ১৪ দলের বৈঠকের পর জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার সাংবাদিকদের বলেন যে, আগামী ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করবেন। মোস্তফা জামাল হায়দারের বক্তব্যের সূত্র ধরে একাধিক জাতীয় বাংলা দৈনিক ২৭ জুলাই তাদের পত্রিকাসমূহের প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান সংবাদে উল্লেখ করে যে, আগস্ট মাসের শুরুতেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন প্রধান উপদেষ্টা। পতিত আওয়ামী লীগ সরকার পতনের বর্ষপূর্তির আগেই জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ উল্লেখ করবেন। এক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারির *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে সমাধান কী হতে পারে

মাসুম খলিলী

বাংলাদেশের জন্য প্রচলিত এফপিটিপি বা বেশি ভোট পেয়ে জয়ী, নাকি আনুপাতিক বা পিআর নির্বাচন পদ্ধতি বেশি উপযোগী সেই বিষয়টির মীমাংসা করা যায়নি। এই প্রশ্নটি নিয়ে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিতর্ক রয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদবিরোধী বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি সংসদের উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষ অথবা নারী আসন- কোথায়ও প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছে না। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও অধিকাংশ দল সংসদের সব কক্ষে সব আসনে আনুপাতিক নির্বাচন চাইছে। এন-সিপি উচ্চকক্ষ আর নারী আসনে আনুপাতিক নির্বাচন আর নিম্নকক্ষে প্রচলিত নির্বাচনব্যবস্থা বহাল রাখতে চাইছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে যে ঐকমত্যের প্রস্তাব তৈরি করেছে তাতে নিম্নকক্ষে পিআরের কোনো প্রস্তাব নেই। তাতে উচ্চকক্ষ ও নারী আসনে পিআরের প্রস্তাব করা হয়েছে। এনসিপি শেষ পর্যন্ত ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবকেই সমর্থন করেছে। বাস্তবতা হলো- ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ৩৮টির মতো রাজনৈতিক দলের প্রায় সবাই অভিন্ন মত দেয়ার পরও বড় তিন দল ভিন্ন মত দিলে কমিশনের পক্ষে সেটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা কঠিন। যদিও কিছু প্রস্তাবের সু-পারিশকে সিদ্ধান্ত আকারে নিয়ে ভিন্ন মত উল্লেখ করার ব্যবস্থা কমিশন রেখেছে।

এফপিটিপি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা : প্রচলিত এই পদ্ধতিতে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পায়, সে জয়লাভ করে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, অধিকতম ভোট পেলেই জয় নিশ্চিত হয়। বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, এই ব্যবস্থায় দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২৭ শতাংশ ভোট পেয়ে একক আর ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ, ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাড়ে ১৮ শতাংশ পেয়ে একক আর পৌনে ২৩ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ এবং চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোয়া ১৩ শতাংশ পেয়ে একক আর সাড়ে ১৭ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন সম্ভব। বাংলাদেশে এর আগে ৩০ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আর প্রায় সমসংখ্যক ভোট পেয়ে অর্ধেকের মতো আসন পাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার সূতিকাগার যুক্তরাজ্যেও এই পদ্ধতির নির্বাচন সংস্কারের দাবি উঠেছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় যে যুক্তি নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য দেয়া হচ্ছে, সেটি হলো- প্রচলিত পদ্ধতি ফ্যাসিবাদের বিকাশ ঘটানোর জন্য অনুকূল ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ১৫ বছরে তিনটি নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে না পারার পেছনে এই নির্বাচন পদ্ধতির বড় অবদান রয়েছে।

আনুপাতিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা : প্রচলিত পদ্ধতির মতো আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যদিও বিশ্বের প্রায় ৯০টির মতো দেশে আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। এই পদ্ধতির বড় দুর্বলতা হলো- এখানে জনগণ দল বেছে নিতে পারেন, ব্যক্তি নয়। অথচ কোন দল ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করবে তার পাশাপাশি কোন ব্যক্তি তার প্রতিনিধি হবেন- সেটি বাছাই করার অধিকারও তার রয়েছে।

এই সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে তুরস্কসহ কয়েকটি দেশে ব্যালটে দলের পাশাপাশি মনোনীত ব্যক্তিরও নাম রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। আসনহীন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন থেকে সরে এসে অনেক দেশ মিশ্র পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। জার্মানি, নিউজিল্যান্ড বা এশিয়ার নেপালে সংসদের কিছু আসন এফপিটিপি এবং কিছু আসন পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে। যদিও তিন দেশের নির্বাচন পদ্ধতিতে বেশ পার্থক্যও রয়েছে।

কোনটি ভালো কোনটি মন্দ : সংসদীয় আসনগুলো সরাসরি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হলে গণনা ও ফলাফল প্রকাশ দ্রুত হয়। এতে স্থিতিশীল সরকার হয়। সাধারণত একটি বড় দল সরকার গঠন করে, জোট সরকারের প্রয়োজন কম হয়। এতে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় : জনগণের সাথে সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এতে অসুবিধা হলো- সব ভোটের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় না। একটি বেশি ভোট পেলেও জয়ী হয় এবং বেশির ভাগ মানুষ অপ্রতিনিধিত্বশীল থাকে। যেমন- ৩৫-৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও কেউ জয় পায়, বাকি ৬০-৬৫ শতাংশ মানুষের মতের কোনো দাম থাকে না। ছোট দল ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কম : বড় দলগুলোই সুবিধা পায়। আসন-বিন্যাসে পক্ষপাত হতে পারে।

পিআর পদ্ধতিতে দলগুলো মোট ভোটের ভিত্তিতে আসন পায়। ভোটাররা দলকে ভোট দেন, পরে দল তালিকা অনুযায়ী প্রতিনিধি *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Mohd Mozibur Rahman, MD
ইন্টারনাল মেডিসিন ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ Board Certified
Tahera Aktar
Certified Practitioner
Deepa Shrestha, NP
Certified Nurse Practitioner
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
85-38 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সংশ্লিষ্টতা

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

বড় ধরণের সামরিক বিরোধ যা সংঘর্ষে পরিণত হতে তেমন বিলম্ব হয়নি এমন ঘটনার সংখ্যা ১৮৪ টি । এর মধ্যে কংগ্রেস অনুমোদিত যুদ্ধের সংখ্যা পাঁচটি । আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের এ তালিকায় ১৮১২ সালে যুক্তরাজ্যের বিরদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। পরবরতিতে মেক্সিকান-আমেরিকান ওয়ার, স্পেনিস-আমেরিকান ওয়ার, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধঃ প্রতিপক্ষ- জার্মানি, অষ্ট্রিয়া- হাঙ্গেরি), এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ (প্রতিপক্ষঃ জার্মানি , জাপান, ইতালি, বুলগেরিয়া, হাঙ্গারি এবং রুমানিয়া । দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর কোল্ড ওয়ারের যুগ শুরু হয় । পৃথিবী আদর্শিক দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় ।বলা হয় শীতল যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সহিংসতা যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছে । আধিপত্য বিস্তার এবং মিত্রদের সহায়তা করার কথা বলা হয়, তবে যুদ্ধ বা সে রকম পরিস্থিতি বিরাজমান না থাকলে অস্ত্র ব্যবসা রমরমা ভাবে চলে না, এ সত্যটি তেমন ফলাও করে জনসমক্ষে প্রচারিত হয়না । মিত্র দেশ আক্রান্ত হলে বৃহৎ শক্তিগুলো লম্ফ জম্প করে মাঠে নামে প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তার নাম করে কিন্ত বাস্তবে আক্রমনকারী এবং আক্রান্ত দু পক্ষের কাছেই অস্ত্র বেঁচে নানান কায়দায়। সামরিক সরঞ্জামাদির কাটতির পরিবেশ সৃষ্টি হয় এহেন প্রেক্ষাপটেই।

যুক্তরাষ্ট্র ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল বা এখনো আছে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করলে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসন সময়ের ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা সর্বপ্রথমেই আসে। জনসনের প্রেসিডেন্সি পতনের জ্ন্য দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ দায়ী ছিল। আদর্শ সমুন্নত রাখতে এবং সমাজতন্ত এবং রাশিয়ান আধিপত্য রুখতে প্রচার করা হলেও ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামের কার্যকারিতা পরিক্ষা নিরিক্ষার সুযোগ এনে দেয় দুশিবিরের জন্যই। উল্লেখ করা এতে পারে যে কোরিয়ান ওয়ার, ভিয়েতনাম জুদ্ধ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা ওয়ার অন টেরর (উদাহরণ, আফগানিস্তান এবং ইরাকও ইরান যুদ্ধ, ইয়ামেনি সিভিল ওয়ার এবং সোমালি সিভিল ওয়ার। অতি সম্প্রতি সিরিয়ান সিভিল ওয়ার হয়ে গেল। হাফেজ আল আসাদ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলেন। এতেও যুক্তরাষ্ট্র জড়িত ছিল। মধ্য প্রাচের গাজা, ইসরায়েল -হিজবুল্লাহ বিরোধ, লেবাননে ইরান ইসরায়েলের দন্ধের কারনে অস্তিরতা এর সবকয়টিতে ট্রাম্প নির্বাহী আদেশ বলে চালিয়ে যাচ্ছেদ প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন ব্যতিরেকেই। ইরানের আনবিক স্থাপনা ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত ও ছিল নির্বাহী আদেশে। ইরানের সাথে ইসরায়েলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য মিত্র হওয়ার সুবাদে ইরান ইসরায়েলের মধ্যে গত জুনে (২)২০২৫ এ যে ১২ দিনের যুদ্ধ হয় তাতে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন ভাবে ইসরায়েলকে সহায়তা প্রধান করে। ইয়ামেনের হুতি বাহিনির লোহিত সাগরে বানিজ্য তরি আক্রমণ ঠেকাতে আমেরিকা সক্রিয় ভুমিকা পালন করে আসছে। ইরানের এই মিত্র টেরর দলটিকে কোণঠাসা করে দুর্বিপাকে নিপতিত করে ফেলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাত রেজা শাহ পাহলভি আয়াতুল্লাহ খমেনি এবং তার মোল্লা গোষ্ঠীর সফল অভ্যুদয়ের ফলশ্রুতিতে দেশ ছেড়ে পলায়ন করলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে যে নতুন সমিকরন শুরু হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা হয়। তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধনকুবের রথচাইল্ড একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে আর্থিক সহাহতা প্রদানের প্রতিজ্ঞা থেকে উৎসারিত। যুক্তরাষ্ট্র এবং বেশ্রী ভাগ ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলো প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছে। ইসরায়েলের বিরোধিতায় ইরান এবং তার মিত্ররা একজোট হয়েও সুবিধা করতে পারছেনা ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাতকঠিন সমর্থনের কারণে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যেকার শিয়া-সুন্নি বিভক্তি, ঐতিহাসিক আন্ত:কোন্দল নিজেদের উদ্যোগে যে কোন সমস্যা সমাধান অসম্ভব করে তুলছে । ইরানের পারমাণবিক চুল্লি ধ্বংস করার যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের যে পণ তার উপর নির্ভর করে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তি ও স্তিতাবস্থা।

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহঃ
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেষ্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

এমন ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি রোধে চাই বাস্তব পদক্ষেপ

ড. মাহবুব উল্লাহ্

গত ২১ জুলাই সোমবার ২০২৫ ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি শোকাবহ দিন। নানা কারণে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে এক ট্র্যাজেডিক দেশ। এখানে মারি-মন্বন্তরে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, রাজনৈতিক বিক্ষোভ-আন্দোলনে, সড়ক দুর্ঘটনায় ও খুন-খারাবিতে মানুষের জীবনপ্রদীপ নিভে যায় বেশুমার। দেশটির অনুন্নতি ও অনগ্রসরতা এসব ট্র্যাজেডির মূল কারণ। দেশটিতে যদি শিক্ষা সংস্কৃতিতে উন্নতি ঘটত, রাজনীতি হতো খাঁটি গণতন্ত্রসম্মত, নাগরিকদের শ্রেয়বোধ যদি উন্নত হতো, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে দেশটি যদি অগ্রসরমান হতো তাহলে ঘটে যাওয়া ট্র্যাজেডি সর্বাংশে না হলেও অনেকটাই কমে আসত। গত সোমবারের ঘটনাটি অন্যসব ট্র্যাজেডিক ঘটনা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হলে মঙ্গলবারের পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী নিহত হয়েছেন ২০, এর মধ্যে শিক্ষার্থী ১৭, শনাক্ত হয়নি ৭ লাশ এবং আহত ও দগ্ধ হয়েছেন ১৭১। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অনেকে। এই ট্র্যাজেডিক ঘটনায় ২২ জুলাই মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হয়েছে। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩২। আল্লাহ না করুন, নিহতের এই সংখ্যা যেন আর বৃদ্ধি না পায়।

দৈনিক সমকালের প্রতিবেদক লিখেছেন, 'স্কুল ছুটির আনন্দে মশগুল শিশুরা। আছড়ে পড়া যুদ্ধবিমান। পুড়ে যাওয়া কচিমুখ। মায়ের আর্তনাদ। বাবার নির্বাক ছোটাছুটি। স্বজনের মাতম। উদ্ধার কর্মীদের প্রাণান্তকর লড়াই। রাস্তায় রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন। হাসপাতালে ডাক্তার নার্সদের ছোটাছুটি। রক্তের জন্য আবেদন...দুগ্ধদের ২৫ জনের অবস্থান আশঙ্কাজনক।...সোমবার, বেদনায় ভরা একদিন। রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন কলেজ অ্যান্ড স্কুল প্রাঙ্গণে ওঠা শিশুদের আর্তনাদে ভারি হলো পুরো শহর, দেশ।'

স্কুলের শিক্ষিকা পূর্ণিমা দাশ ফেসবুকে লিখেছেন, স্কুল ছুটি হয় দুপুর একটায়। এরপর ২ ঘণ্টা কোচিং। তাই কিছু ছাত্রছাত্রী স্কুলে ছিল। আর যাদের অভিভাবক তখনো শিশুদের নিতে আসেননি, তারাই কেবল অপেক্ষায় ছিলেন। ততক্ষণে ৮০ ভাগ বাচ্চা বাড়ি চলে গেছে।

পূর্ণিমা দাশ লিখেছেন, দুপুর ১টা ১০ কী ১৫ মিনিট হবে। একটি বিমান (বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান) এসে আছড়ে পড়ে স্কুলের হায়দার আলী ভবনে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। ওই ভবনে বাংলা ভার্সনের তৃতীয় থেকে পঞ্চম এবং ইংরেজি ভার্সনের ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বাচ্চাদের ক্লাশ হয়। আমিও ওখানে ক্লাশ নেই। ক্লাশ শেষ করে ঠিক যেখানে বিমান আঘাত করেছে ওই করিডর পার হয়ে শিক্ষকদের কক্ষে গেছি। তখনই ভয়ানক শব্দ। কিছু বোঝার আগেই দেখি ছোট ছোট বাচ্চা দৌড়ে আসছে। তাদের সারা গায়ে আগুন। সরেজমিন জানা গেছে, ভবনটির ১তলায় যেসব শিশু ও শিক্ষকরা ছিলেন, বিধ্বস্ত বিমানের আগুন শুরুতেই তাদের গ্রাস করেছিল। নিহতদের মধ্যে বিমানটির পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ তৌকির ইসলামও রয়েছেন। ছিল তার একক উড্ডয়ন। যুদ্ধবিমান নিয়ে একক উড্ডয়নের স্তরে আসতে বিমানবাহিনীর পাইলটদের কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এ পর্যায় পর্যন্ত যেসব পাইলট পৌঁছাতে পারেন তাদের সংখ্যা খুব কম। প্রশিক্ষণের সময় কো-পাইলট অথবা প্রশিক্ষক বিমানে থাকেন। কিন্তু সলো ফ্লাইটের সময় ধরে নেওয়া হয় পাইলট যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠেছেন এবং তিনি এককভাবেই যুদ্ধবিমান চালাতে সক্ষম। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম বিমানটিকে ঢাকা নগরীর ঘনবসতি এলাকা থেকে জনবিরল এলাকায় নিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। সংস্থাটি বলেছে, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি এফটি-৭ বিজিআই যুদ্ধবিমান নিয়মিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে

গত সোমবার দুপুর ১টা ৬ মিনিটে ঢাকা কুর্মিটোলার বিমানবাহিনী ঘাঁটি একে খন্দকার থেকে উড্ডয়নের পর যান্ত্রিক ক্রটির সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগযোগ করলে তৌকিরকে ইজেক্ট করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু তৌকির চেষ্টায় ছিলেন বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে যুদ্ধবিমানটিকে জনবিরল এলাকায় নিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী ১টা ১৮ মিনিটে, অর্থাৎ উড্ডয়নের ১২ মিনিট পর যুদ্ধবিমানটি মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে আছড়ে পড়ে এবং এর মধ্য দিয়েই গত সোমবারের বিশাল ট্র্যাজেডিক ঘটনাটি ঘটে। এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনার সময় শিশুদের রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষিকা মাহেরীন চৌধুরী (৪৬)। বিমান বিধ্বস্তের সময় তিনি দূরে ছিলেন। আগুন দেখে ছুটে এসে শিক্ষার্থীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ১৫-২০ জন শিক্ষার্থীকে একাই বের করে নিয়ে আসেন এই শিক্ষিকা। এতে তার শরীর পুরোটাই পুড়ে যায়। শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়ে মারা গেছেন। জীবনদায়ী এ শিক্ষিকা। গত সোমবার রাতে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন শিক্ষক জাতির মধ্যে অনন্য। মায়ের মমতায় ভালোবেসেছিলেন কচি শিক্ষার্থীদের। তাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন মহৎপ্রাণ এই শিক্ষিকা। বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ এমন একজন শিক্ষিকাকে পেয়ে শত দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও গর্ববোধ করতে পারে। এমন মাহেরীন চৌধুরীর জন্ম হয় শতাব্দীতে একজন কী দুজন। মাহেরীন চৌধুরী ছিলেন এক ক্ষণজন্মা নারী। আল্লাহ তাকে বেহেস্ত নসিব করুন।

তৌকির ইসলামের মতো প্রতিশ্রুতিবান পাইলটকে কেন জীবন দিতে হলো? এর জন্য কি কারও দায় আছে? দেশে এফ-৭ বিমান বিধ্বস্তের এটি ৪র্থ ঘটনা। এর আগে এ সিরিজের আরও ৩টি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছিল। প্রতিটিই ঢাকার বাইরে বিধ্বস্ত হয় এবং পাইলটরা নিহত হন। পুরোনো নকশার এয়ার ফ্রেম, সীমিত নিরাপত্তা ও আধুনিক ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ঘাটতির কারণে বিশ্বব্যাপী এ ধরনের জেট বিমানের দুর্ঘটনার হার বেশি বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক অ্যারোস্পেস গ্লোবাল নিউজ (এজিএন)। এভিয়েশনভিত্তিক ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য অনুযায়ী, এফ-৭ জেট সারা বিশ্বেই আকাশ প্রতিরক্ষা, বহুমুখী অভিযান ও পাইলটদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার হয়। তবে এটি কম স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় দ্রুতগতিতে এবং স্বল্প উচ্চতায় প্রশিক্ষণের সময় পাইলটদের বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন হয়। এভিয়েশনভিত্তিক ওয়েবসাইট এয়ারফোর্স টেকনোলজির ২০20 সালের জুলাইয়ের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী চীনের কাছ থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ১৬টি এফ-৭ এম বি, ১৬টি এফ-৭ বিজি এবং ৮টি এফটি-৭ বি প্রশিক্ষণ বিমান কিনেছিল। পরে এফ-৭ এমবি বিমানগুলোর বদলে ধাপে ধাপে ১০০টি এফ-৭ বিজি জেট বহরে যুক্ত হয়। তথ্য বিচারে প্রতীয়মান হয় এফ-৭ বিমানগুলো ১৫ বছরের পুরোনো। জানা গেছে, চীনের পক্ষ থেকে এগুলোর ব্যবহার বাতিলের অনুরোধ করা হয়েছিল। তবে এই তথ্য যাচাই বাছাই করার সুযোগ হয়নি। এটি নিশ্চিত যে, এই জেট বিমানগুলোর অনেক বয়স হয়েছিল এবং এগুলো অনেক আগেই বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এটি আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরাট ঘাটতি বলে বিবেচিত *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

কামাল আহমেদ

মানবাধিকার লঙ্ঘন আড়াল না করলে দপ্তরে আপত্তি কেন

বাংলাদেশের রাজনীতির এ এক অদ্ভুত প্রকৃতি। যাদের সহায়তা গত ২৭ জুলাই অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছে, আজ তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে অবিশ্বাস্য সব ষড়যন্ত্রতত্ত্বের পেছনে ছোটা। দীর্ঘ দেড় দশকের স্বৈরশাসনের আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনায় যাদের সমর্থনের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকতে দেখা যেত কিংবা যাদের বিবৃতি উদ্ধৃত করে বলা হতো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের দুঃশাসনকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এখন সেই জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের (ওএইচসিএইচআর) উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

বাম ও ডানপন্থী, ধর্মবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষড়বিপরীতমুখী রাজনৈতিক দলগুলো যেন একই মোহনায় মিলিত হচ্ছে। আরও দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, ছাত্র ও গণ-অভ্যুত্থানের নেতারাও এ থেকে মুক্ত হতে পারছেন না।

হেফাজতে ইসলাম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা ঢাকায় জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার দপ্তর খোলার পেছনে 'গভীর ষড়যন্ত্র' খুঁজে পেয়েছেন।

ডয়চে ভেলে হেফাজতের নায়েবে আমির মাওলানা মহিউদ্দিন রাব্বানীকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, 'তারা এখানে অফিস করলে সমকামিতা উৎসাহিত হবে। তাহলে তো সভ্যতা থাকবে না। তারা কাদিয়ানি (আহমদিয়া), সংখ্যালঘু, পাহাড়ি, নানা ইস্যু তৈরি করবে। খ্রিষ্টানদের প্রভাব বেড়ে যাবে। আর নারী স্বাধীনতার নামে তারা নারীদের ইসলামের বিধিবিধানের বাইরে নিয়ে যেতে কাজ করবে।' সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স একই সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'বাংলাদেশ তো এমন কোনো দীর্ঘ মেয়াদে সংকটে পড়ে নাই যে তাদের অফিস লাগবে।' তিনি বরং অভিযোগ করেছেন, 'জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় নিরপেক্ষ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছেড়এমন কোনো প্রমাণ নেই। তারা সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদীর স্বার্থ রক্ষা করছে।' এনসিপি দলীয়ভাবে কিছু না বললেও দলটির উত্তরাঞ্চলের

মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম সমঝোতা স্মারক নিয়ে ফেসবুকে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। এতে তিনি ওএইচসিএইচআরের ভূমিকাকে পক্ষপাতমূলক ও সাম্রাজ্যবাদ-সমর্থক অভিহিত করে ওই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যক্রমের কিছু বাংলাদেশে হোক, এটা না চাওয়ার কারণ হিসেবে যা পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলোর সমঅধিকারের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বিরোধিতার কারণ বলে মনে হচ্ছে। বিরোধিতার আরেকটি বিষয় হচ্ছে নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটি, যা প্রধানত উঠেছে ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকে। বাম-ডান সবার ভাষ্যে কথিত সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের কথাও আছে।

সব সরকারের আমলে সুবিধাভোগী একজন অধ্যাপক এক ধাপ বাড়িয়ে বলেছেন, বিশ্বের ১৮ দেশে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয় রয়েছে, বাংলাদেশ যদি সেই তালিকায় চলে যায়, তাহলে এটা আমাদের জন্য বিরাট ইমেজ সংকট হবে। বিনিয়োগকারীরা তখন বাংলাদেশকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে অন্য দেশে চলে যাবে। দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডে তাদের কার্যালয় প্রতিষ্ঠায় কোনো বিনিয়োগকারী দেশ দুটি ছেড়ে গেছেন কি না, সে প্রশ্ন অবশ্য তাঁকে কেউ করেনি।

মানবাধিকারের প্রশ্নে বহির্বিশ্বের কারও নজরদারি ও জবাবদিহি যে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর কেউ সমর্থন করেন না, সেটা মোটেও অজানা কিছু নয়। তাঁদের উদ্বেগের কারণ হচ্ছে, জনশৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁদের শক্তি প্রয়োগ সব সময় নিয়মনীতি মেনে চলে না এবং সে কারণে এ ধরনের নিবিড় নজরদারিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে জাতিসংঘে কাজের সুযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সবচেয়ে বড় শরিক হিসেবে এ আশঙ্কার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জাতিসংঘের শান্তি রক্ষায় আমাদের সৈনিক ও পুলিশ সদস্য যখন যান, তখন তাঁদের কর্মস্থল যত ঝঞ্ঝাপূর্ণ ও বিপজ্জনক হোক না কেন, তাঁরা তখন ঠিকই মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলেন। কোনো বিচ্যুতি ঘটলে দ্রুততার সঙ্গে তার তদন্ত এবং সামরিক আদালতে বিচারের কথাও আমরা জানি। বিদেশের মাটিতে যে সৈনিক ও পুলিশ সদস্যরা মানবাধিকারের নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলেন, তাঁরা স্বদেশে তা অনুসরণ করতে পারবেন না, এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এখানে অবশ্য স্মরণ করা দরকার, স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানোর গণ-অভ্যুত্থানে এসব বাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে এমন সব প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছেন, যা শান্তি মিশনে তাঁরা ব্যবহার করতে পারতেন না। স্বাভাবিকভাবেই জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার উপস্থিতিও নিরোধক হিসেবে কাজ করত।

সব জনগোষ্ঠীর সমঅধিকারের প্রশ্নে যে উদ্বেগ, তা আগেও ছিল এবং দেশের বাইরে থেকেই এর সমালোচনা হয়ে এসেছে। এই সমালোচনা তত দিন চলবে, যত দিন বাস্তবে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা না পাবে। পশ্চিমা বিশ্বেও কর্মক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ না থাকা এবং যৌন হয়রানির বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিতই হতাশাজনক প্রতিবেদন প্রকাশ পায় ও বিতর্ক হয়। আমাদের দেশে সামাজিক রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় বিধিবিধানের কথা বলে সম্পদের অধিকারসহ নানাভাবে নারীকে পিছিয়ে রাখা হয়। নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিযোগ সত্ত্বেও উপার্জনের জন্য নারীকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরণে ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর কোনো আপত্তির কথা *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমষ্টিগত মুক্তির স্বপ্ন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা আসলে একটা স্বপ্ন, একটা সমষ্টিগত স্বপ্ন, সমষ্টিগত মুক্তির স্বপ্ন। এ স্বপ্নটাকে আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলছি, তখন কিন্তু এটাকে স্বাধীনতার চেতনা থেকে আলাদা করছি। স্বাধীনতা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন। এ স্বাধীনতা আমরা দুবার পেয়েছি, একবার ১৯৪৭-এ, তারপর '৭১-এ। মুক্তি হচ্ছে আরও ব্যাপক বিষয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরিত্রে পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে সমাজ আছে তার মৌলিক পরিবর্তন। দুবার স্বাধীন হলেও আসলে আমাদের সমাজব্যবস্থায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। ব্রিটিশ আমলে যে সমাজ ছিল, যেরকম একটা সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তারা তৈরি করেছিল, সেটাই রয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তির যে স্বপ্নটা ছিল, সেটা হলো এ সমাজ বদলাবে, এ রাষ্ট্র বদলাবে এবং কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসবে না, প্রকৃত মুক্তি আসবে।

প্রকৃত মুক্তি বলতে বুঝি একটি মানবিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। গণতন্ত্রের মূল বিষয়টা হচ্ছে, অধিকার এবং সুযোগের সাম্য। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। তৃতীয়টা হচ্ছে, সর্বস্তরে ও পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা। প্রথমে মুক্তির স্বপ্ন বিষয়ে একধরনের অস্পষ্টতা ছিল, যেজন্য শুরুতে আমাদের যুদ্ধটাকে স্বাধীনতার যুদ্ধই মনে হয়েছিল; কিন্তু পরে মানুষের অংশগ্রহণ যত বাড়ল স্বপ্নটা যত বিকশিত হলো, ততই এটা মুক্তির সংগ্রাম বলে পরিষ্কার হয়ে উঠল। এ সংগ্রামটা দীর্ঘকালের। কিন্তু আমরা এটাকে এভাবে আগে কখনো উপলব্ধি করিনি। যেমন ধরা যাক, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার কথা। '৪৭-এ আমরা স্বাধীনতার কথাই বলেছি। তখন মুক্তির কথাটা এভাবে আসেনি। স্বাধীনতার জন্য '৪৭-এ আসলে আমরা কোনো সংগ্রাম করিনি। '৪৭-এ একটা দাঙ্গা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে দেশ ভাগ হলো। আর তখন প্রকৃত অর্থে যা ঘটল সেটা হলো, ক্ষমতার হস্তান্তর। ইংরেজ শাসকরা স্থানীয় শাসকদের কাছে (যাদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবি) রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে গেল। ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটল। তবে পূর্ববঙ্গের মানুষের বুঝতে মোটেই বিলম্ব হলো না যে তারা প্রকৃত স্বাধীনতা পায়নি, মুক্তি তো অনেক পরের কথা। সেজন্য রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তৈরি হলো এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমাদের যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি, তার জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটল। তবে আমরা কিন্তু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় একমাত্র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কথা বলিনি। যদিও

মুক্তিযুদ্ধের ওপর যাঁরা স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁদের লেখায় আমার দেখা '৭১, একাত্তরে আমার ভূমিকা, আমার '৭১, '৭১ ও আমি'-এ বিষয়গুলোই উপজীব্য হয়ে এসেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্জন, ব্যক্তিগত ভূমিকাই প্রাধান্য পেল। ফলে মুক্তিযুদ্ধ ছিল যে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণে, সেই ব্যাপারটা পিছিয়ে গেল।

পাকিস্তানে তখনকার জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫৬ জন ছিল বাঙালি। বলা হয়েছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, অর্থাৎ আমরা স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছি। ওই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চলতে থাকল ধারাবাহিকভাবে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়েও আমরা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দিলাম। ছয় দফা যখন এলো, সেটাও স্বায়ত্তশাসনের দাবি। কিন্তু ক্রমাগত মানুষের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটা জেগে উঠল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পরে ছয় দফা এক দফায় চলে এলো। সেই এক দফাটা হলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তারও পরে মুক্তির কথাটা এলো, অর্থাৎ ওই যে একটা সমষ্টিগত স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন আমরা দেখতে থাকলাম। আমরা চাইলাম আমাদের এ সমাজের পরিবর্তন হবে, আগের সমাজ থাকবে না। এ রাষ্ট্র আগের রাষ্ট্র থাকবে না। পাকিস্তানে আমাদের যে রাষ্ট্রটা ছিল সেটা ব্রিটিশ শাসনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বিকশিত একটা রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্র ছিল কাঠামোগতভাবে আমলাতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পুঁজিবাদী। বলা যায় কাঠামোটা আমলাতান্ত্রিক এবং অর্থনীতিটা পুঁজিবাদী। একে ভেঙে আমরা প্রকৃতভাবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চেয়েছি; কিন্তু সেই রাষ্ট্র আমরা পাইনি। এবং সেই রাষ্ট্র না পাওয়ার জন্যই আমাদের এত দুর্ভোগ।

আমরা এখন পর্যালোচনা করতে পারি, কী কারণে কী ঘটল। যে একটা সমষ্টিগত স্বপ্ন ছিল, মুক্তির স্বপ্ন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন। কিন্তু বিজয়ের পর মুক্তি আমরা অর্জন করতে পারিনি। ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে ওই সমষ্টিগত স্বপ্ন যেটাকে আমরা '৭১ সালের ওই ভয়াবহ সময়ে নির্যাতন, নিপীড়নের মুখেও ধারণ করে রেখেছিলাম, যদিও তখন সময়টা ছিল দুঃস্বপ্নের, হানাদাররা ওই দুঃস্বপ্ন তৈরি করেছিল কিন্তু আমরা সমষ্টিগত স্বপ্নটাকে ধারণ করেছিলাম। আমরা যে সংগ্রামটা করছিলাম, যে লড়াইটা করছিলাম, তার মধ্যে ওই স্বপ্নটাই ছিল চালিকাশক্তি। আমরা বুঝেছিলাম ব্যক্তির মুক্তি সবার মুক্তির মধ্যে নিহিত, এটা আলাদা করে আসবে না। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে যে পরিবর্তনটা এলো তখন ব্যক্তিগত স্বপ্নটা বড় হয়ে দাঁড়াল, সমষ্টিগত স্বপ্নের তুলনায়। সমষ্টিগত স্বপ্নকে পেছনে রেখে আমরা প্রত্যেকে নিজের মতো ব্যক্তিগত স্বপ্ন দেখতে থাকলাম। অর্থাৎ নিজের কতটা সম্পদ হবে, নিজে কতটা ক্ষমতা পাব, নিজের কতটা প্রতিষ্ঠা হবে, নিজের কতটা সম্মান বাড়বে, এটাই হয়ে দাঁড়াল লক্ষ্য। এমনকি আমরা দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের ওপর যাঁরা স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁদের লেখায় আমার দেখা '৭১, একাত্তরে আমার ভূমিকা, আমার '৭১, '৭১ ও আমি'-এ বিষয়গুলোই উপজীব্য হয়ে এসেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্জন, ব্যক্তিগত ভূমিকাই প্রাধান্য পেল। ফলে মুক্তিযুদ্ধ ছিল যে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণে, সেই ব্যাপারটা পিছিয়ে গেল। নতুন নতুন বীরের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকল। তাঁরা নতুন নতুন বীরত্বের কাহিনি বলতে থাকলেন এবং পুরো ব্যাপারটা এমন হলো, যেন ব্যক্তিগত অর্জনের মধ্যেই ব্যক্তির মুক্তি আছে। ফলে সমষ্টিগত মুক্তির খোঁজ ছেড়ে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে ভাবনা শুরু করল। '৭১-এ আমরা মুক্তি খুঁজেছি সমষ্টিগত। '৭১-এর পরে আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি, যারা দৃষ্টান্ত, যারা আদর্শ তারা প্রত্যেকেই ভেবেছেন যে তার সম্পত্তিটা তাকে মুক্তি দেবে, আমার সম্পত্তি যত হবে ততই আমি মুক্ত হব। আর এ ধারণার জন্য আমাদের ওই যে সোনালি স্বপ্নটা, সেটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, যেটাকে পাকিস্তানি হানাদার ভাঙতে পারেনি, সেটাকে আমরা ভাঙলাম বিজয়ের পরে। বলা যায় বিজয়ের পরে এটা আমাদের একটা ঐতিহাসিক পরাজয় যে আমরা সমষ্টি চিন্তা বাদ দিয়ে ব্যক্তি চিন্তাকে বরণ করে নিলাম।

সংগত প্রশ্ন এই যে ঐতিহাসিক পরাজয়ের এ দায়টা কার? দায়িত্ব দিতে হবে নেতৃত্বকে। কেননা নেতৃত্বই তো পরিচালনা করে, তারাই আদর্শ স্থাপন করে, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তাদের অনুকরণেই অন্যরা শেখে। যে নেতৃত্ব আমাদের দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সামনে ছিল সেটা ছিল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং জাতীয়তাবাদীরা মনে করে তাদের পক্ষে যে ভূমিকাটা পালন করার দায়িত্ব ছিল সেটা '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে। এর পরে তারা আর ওই স্বপ্নটাকে এগিয়ে নেয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ছিল *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD

Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office

30-04 36th Avenue

LIC, NY 11106

Tel: 718-383-4500

www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office

170-12, Highland Ave,

Jamaica NY 11432

Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE

170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে গায়ে হলুদ বিবাহ এনগেজমেন্টস সুইট সিক্সটিন বেবি শাওয়ার ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সু-ব্যবস্থা করা হয়।
৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agraPalace Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

RED COW MILK IS BETTER
COW GUARAN
200%
GUARANTEE
UNTOUCHED BY HANDS
786® حلال
START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH
NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE
RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate
RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE
RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE
RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH
RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER
PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED
RED COW MILK IS THE BEST.
PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.
Why is RED COW milk the BEST?
1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers.3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER
RED COW REAL & NATURAL BUTTER FOR BREAD, CAKES & COOKING
100% PURE & NATURAL BUTTER
100% PURE & NATURAL MILK
SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE
Red Cow Everyday COW GHEE
GUARANTEED 100%PURE 786 حلال
100% PURE & NATURAL COW GHEE
RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE & UNTOUCHED BY HANDS
Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882
WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.
ORIGINAL Real Guyana 786 REAL & NATURAL CANE SUGAR
100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

ASTRA VASCULAR

আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করুন B ASTRA VASCULAR

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষায়িত পরিষেবা

শিরার অপ্রতুলতার চিকিৎসা

শিরার অপ্রতুলতা তখন ঘটে যখন আপনার পায়ের শিরাগুলি সঠিকভাবে রক্ত হৃদয়ে ফিরে আসতে দেয় না, যার ফলে রক্তনালী বিকৃত হওয়া, ফোলা এবং অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। অ্যাস্ট্রা ভাসকুলারে, আমরা উন্নত চিকিৎসার পদ্ধতি যেমন এন্ডোভেনোজাল লেজার থেরাপি (EVLT) এবং স্কলারোথেরাপি অফার করি, যা উপসর্গ উপশম করতে এবং রক্তপ্রবাহ উন্নত করতে সাহায্য করে, জীবনের গুণমান পুনরুদ্ধার করতে।

পরিচিত হোন, ডক্টর জর্জ বলোটিন

স্বাগতম অ্যাস্ট্রা ভাসকুলার ক্লিনিকে, যা আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি ব্যবহারে বিশেষায়িত, যেখানে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি এবং ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ সহ, ডক্টর আপনার শিরার স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়ক হবে সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে।

ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি চিত্রায়ন প্রযুক্তি ব্যবহার করেdiagnosis এবং চিকিৎসার জন্য, যা দ্রুত পুনরুদ্ধারের সময় প্রদান করে।

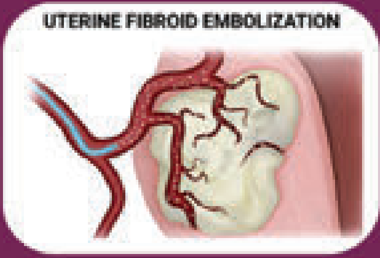

আপনি কি উপসর্গযুক্ত ফাইব্রয়েডে ভুগছেন?

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE)

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE) একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক, অস্ত্রোপচারবিহীন পদ্ধতি যা গর্ভাশয়ের ফাইব্রয়েডের রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে তাদের সংকুচিত ও ধ্বংস করে। এটি অস্ত্রোপচারের তুলনায় নিরাপদ, দ্রুত এবং আরও কার্যকর বিকল্প সরবরাহ করে, গর্ভাশয় সংরক্ষণ করে এবং উপসর্গগুলি উপশম করে। ডঃ জর্জ বলোটিন এবং ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসে অ্যাস্ট্রা ফাইব্রয়েড ট্রিটমেন্ট স্পেশালিস্টরা অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করেন।

গাঁটের ব্যথা?

জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন

যদি আপনি অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য অবস্থার কারণে দীর্ঘস্থায়ী হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন, তবে জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন একটি সমাধান হতে পারে। এটি একটি সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়া, যা সেই রক্তনালীগুলিকে লক্ষ্য করে যা হাঁটুর প্রদাহ এবং ব্যথা সৃষ্টি করে, এবং বড় অপারেশনের প্রয়োজন ছাড়াই উপশম প্রদান করে। কম ব্যথা এবং উন্নত গতিশীলতার সঙ্গে আরও সক্রিয় জীবন উপভোগ করুন।

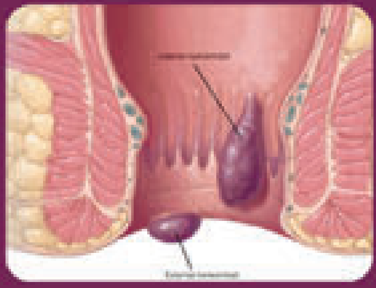

হেমোরয়েডসের সমস্যায় ভুগছেন?

হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন

হেমোরয়েড significant অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপে প্রভাব ফেলতে পারে। হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন একটি নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হেমোরয়েডাল পিটগুলিতে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে তাদের কার্যকরভাবে ছোট করে এবং উপসর্গ উপশম করে। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতি দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং সর্বনিম্ন অস্বস্তি প্রদান করে, আপনাকে দ্রুত আপনার সাধারণ জীবনে ফিরে যেতে সহায়তা করে।

কেন ASTRA VASCULAR নির্বাচন করা উচিত?

- ☑ **বিশেষজ্ঞ সহায়তা:** ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে, আমাদের দল ব্যক্তিগতকৃত এবং কার্যকর চিকিৎসার পদ্ধতি সরবরাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ☑ **সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতি:** আমাদের প্রক্রিয়াগুলি ব্যথা এবং পুনরুদ্ধারের সময় কমানোর দিকে লক্ষ্য রাখে।
- ☑ **আধুনিক প্রযুক্তি:** আমরা সেরা ফলাফল নিশ্চিত করতে চিকিৎসা এবং চিত্রায়ন প্রযুক্তির সর্বশেষ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করি।

অধিক তথ্য বা পরামর্শের জন্য আমাদের সাইটে যান অথবা ফোনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আজই আপনার শিরার স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ নিন!

718-222-0225

Brooklyn Office : 4209 Avenue U, Brooklyn, NY 11234
Phone : 718-222-0225

Bronx Office: 869 E. Tremont Ave., Bronx, NY 10460
Phone : 929-447-4857

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNABANK
DHAKABANK
UCB

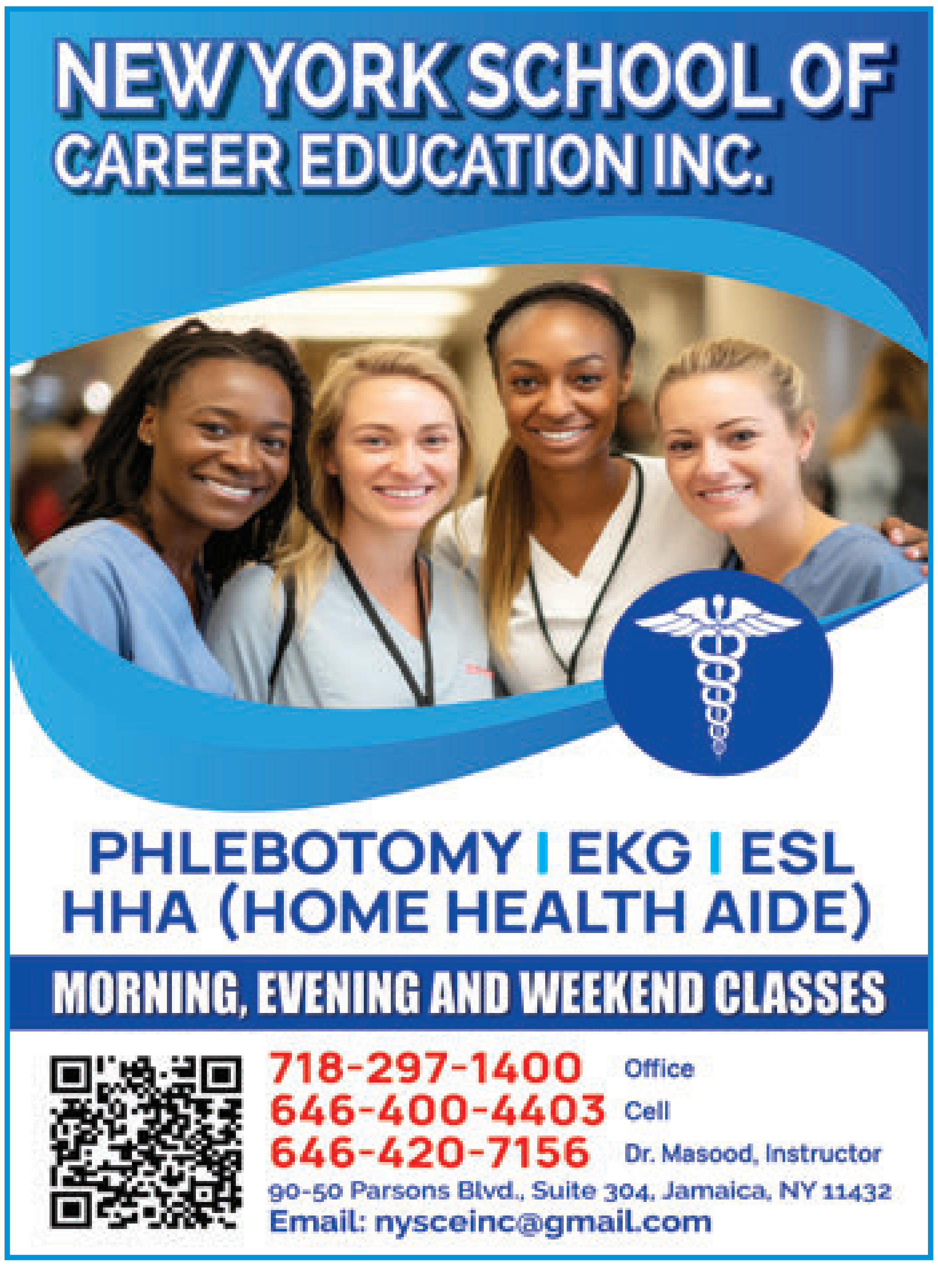
NEW YORK SCHOOL OF
CAREER EDUCATION INC.
PHLEBOTOMY I EKG I ESL
HHA (HOME HEALTH AIDE)
MORNING, EVENING AND WEEKEND CLASSES
718-297-1400 Office
646-400-4403 Cell
646-420-7156 Dr. Masood, Instructor
90-50 Parsons Blvd., Suite 304, Jamaica, NY 11432
Email: nysceinc@gmail.com

SYLHET MOTORS
Getting Approved is EASY
BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?
No Problem...
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
QUALITY PRE-OWNED VEHICLES
এই বিজ্ঞাপন সাথে নিয়ে আসলে
৬ মাসের ফ্রি মেইনটেন্যান্স
YOU WORK
YOU DRIVE
Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

QUEENS TAKES A STAND FOR A JUST NYC
INVITE YOU TO A FUNDRAISER
IN SUPPORT OF
ZOHRAN
MAMDANI
DEMOCRATIC NOMINEE FOR
NEW YORK CITY MAYOR
RSVP Here
HOST COMMITTEE
DR NAZMUL H KHAN, DR MAHAMUDUR RAHMAN, KWAZA MIZAN HASSAN, DR SIDDIQUR RAHMAN, IMAM DALOUER HOSSAIN, DR WADUD BUYAN, DR M PATWARY, DR NAHER, SHAH M. NAWAZ, MOMIN MAZUMDER, MD JAHANGIR ALAM, ENGR. REFAITE HOSSAIN, SGT. MEHADI MAMUN, CAPT KARAM CHOWDHURY, LT. SAZIDUR RAHMAN, DR BONALLI HASSAN, DR ASLAM, DR CHOWDHURY, DR DOLLI, DR AZAD, ARSHED HOSSAIN, DR IMAM ASRAFUZZAMAN, DR. IMRAN HOSSAIN, DR. NASIR PAPIL, DR. M. SABUR, FAKRUL H DELWAR, SAIFUL ISLAM, SALEH AHMED, MD ATHAUR RAHMAN SALEH, DR MUKIT CHY, DR. MASOOD, MD HASHEM, S. SALAM, NARGIS AHMED, MD SHAMIM, DR IJAJ AHMED, AKTHER HUSSAIN, SHAGEHT MEHEDI, SYED ADNAN KUKHARI, SYED MOZAFFER, DR. BASHIR, DR. SAZID SAHA, DR HABIB, DR JAMAL SIDDIQUE, DR SAHID ALI, DR ASADUR MIA, DR SUMON CHY, JOHAIB CHOWDHURY
JAMAICA, QUEENS
ADDRESS PROVIDED UPON RSVP
SUNDAY 8/3
5-9 PM
ORGANIZING COMMITTEE
ABDUL AZIZ BUYAN, AFTAB MANNAN, ARMAN CHOWDHURY,
TARIQUE RAHMAN, DR. MOHAMMED WAHEDUR RAHMAN

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

মাহরিন চৌধুরী : সোনার হরফে লেখা অনন্য শিক্ষকের নাম

ড. মাহরুফ চৌধুরী

আজ যখন আমরা শোকাহত অকালে ঝরে যাওয়া মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের কচিপ্রাণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি মাহরিন চৌধুরীর নির্মম প্রয়াণে স্তব্ধ,তখন এই মুহূর্তটি কেবল বেদনার নয়; বরং এটি হয়ে উঠেছে গভীর শ্রদ্ধা, অনন্ত কৃতজ্ঞতা এবং এক অনিবার্য দায়বোধের আহ্বান। স্বপ্নেবিভোর কৈশোরে, অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্য হিসেবে ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)-এর 'ভাঙাকুলো' গল্পের অংশবিশেষ পড়েছিলাম'সোনার হরফে লেখা নাম'শিরোনামে। ভাষা আন্দোলনের আবহে রচিত সেই গল্পটির শেষ লাইন দুটি আজও মনের গহীনে গেঁথে আছে। গল্পের আত্মত্যাগী নায়ক 'বড় মিঞা'র মৃত্যুতে কথকের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল এক অসামান্য পঙক্তি: 'দুনিয়ার দফতরে যারা মানুষের নাম লিখে রাখে, তাদের নজরে তুমি পড়বে না জানি। কিন্তু আলেমুল গায়েব যদি কেউ থেকে থাকে, তবে তার দফতরে তোমার কীর্তি নিশ্চয় সোনার হরফে লেখা হয়ে থাকবে'। এই বাক্য দুটি যেন আজ সেই গল্পেরশব্দের সীমা অতিক্রম করে এক জীবন্ত সত্য হয়ে উঠেছেশ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাহরিন চৌধুরীর প্রসঙ্গে। আমাদের প্রতিদিনের নিষ্প্রভ জীবনচর্যায়ইতিহ-াসচর্চা যখন বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে ভুলে থাকতে শেখায়, তখন তাঁর মতো একজন আত্মপ্রত্যয়ীদু:সাহসী শিক্ষক আমাদের মনে করিয়ে দেন, কিছু কিছু নাম সরকারি দফতরের খাতায় না উঠলেও মানবতার অন্তর্লিখিত ইতিহাসে ও সমসাময়িকমানুষেরস্মৃতিতে চিরন্তন হয়ে থাকেন, সোনার হরফে লেখা হয়েথাকেতাঁদেরনাম।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) এক গভীর উপলব্ধি থেকে বলেছিলেন, 'যে দেশে গুণীর কদর নেই, সে দেশে গুণী জন্মায় না'।এই কথাটি নিছক কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যবেক্ষণ নয়; বরং আমাদের জাতিগত মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক দৈন্যতার এক নির্মম প্রতিবিম্ব। আজ আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে অযোগ্যতা, সুবিধাবাদিতা আর দুবৃত্তায়ণই যেন হয়ে উঠেছে সাফল্যের মানদণ্ড। অথচ আত্মনিবেদিত, সৎ ও আদর্শবান মানুষদের কণামাত্র স্বীকৃতিও দেওয়া হয় না।তাঁরা নীরবে হারিয়ে যান বিস্মৃতির অতলে। মাহরিন চৌধুরীর মতো নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের আত্মত্যাগ তাই কেবল একটি মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার নয়।বরং তা দেশের জন্য এক গভীর নৈতিক চ্যালেঞ্জ, যা একটি জাতিকে তার বিবেকের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তিনি আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে গেছেন, আমরা কি সত্যিই গুণীজনদের মূল্য দিতে জানি? আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে, সামাজিক আচরণে ও সাংস্কৃতিক চর্চায় কি তাদের যথার্থ স্থান রয়েছে? মাহরিনের মতো মানুষের আত্মদান তাই কেবল শোক নয়তা আমাদের দায়বদ্ধতার মানদণ্ড, যা নির্ধারণ করে দেয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের অবস্থান। যদি সমাজ ও রাষ্ট্র বারবারই গুণীজনের অবমূল্যায়নে নিমজ্জিত থাকে, তবে একদিন হয়তো সত্যি সত্যিই এই দেশ জ্ঞান, আদর্শ, নীতি ও মানবিকতার মরুভূমিতে পরিণত হবে।

নি:সন্দেহে মাহরিন চৌধুরীএক অবিস্মরণীয় মুখ, এক মহৎ ব্যক্তিত্ব ও অনন্য শিক্ষক। ২০২৫ সালের ২১ জুলাইয়ের সেই তপ্ত দুপুরে দগ্ধ হওয়া মাইলস্টোনের বিভীষিকাময় মৃত্যুপুরীতে মায়ের মমতায় ও শিক্ষকের কর্তব্যনিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে নিজের জীবনকে বাজী রেখেছিলেন তিনি। আগুনের লেলিহান শিখা যখন গ্রাস করছিল ভবনভর্তি কোমলমতি শিশুদের অনাগত দিনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে, তখন যেন হতবিহ্বল সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। শ্বাসরুদ্ধকর আতঙ্কে যখন চারপাশ এলোমেলো, সবাই যখন নিজ নিজ জীবন বাঁচাতে ছুটছে, তখন সেই মুহূর্তে এক 'মা' শিক্ষক আগুনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁর 'বাচ্চা' শিক্ষার্থীদের রক্ষায়। মাহরিন চৌধুরী কেবল একজন শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি শিক্ষকতার অন্তর্নিহিত অর্থকে জীবন দিয়ে অর্থবহ করে গেছেন। আগুনের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি একে একে বিশের অধিক আটকে পড়া শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই আটকা পড়েন ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে জ্ঞান হারান। উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও মৃতের দেশে চলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সাথে অচিরে তিনিও যোগ দিলেন। এই আত্মোৎসর্গ নিছক বীরত্বের প্রদর্শন নয়, এটি একজন শিক্ষকের পেশাগত ও নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং মানবিক মমত্ববোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মাহরিন চৌধুরীর এই আত্মোৎসর্গ কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া তাৎক্ষণিক সাহসিকতার প্রকাশ নয়; বরং এটি ছিল দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর চেতনায় নির্মিত এক অটল বিশ্বাস, পেশাগত নৈতিকতা, ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ের নিরব প্রশিক্ষণ থেকে উৎসারিত। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি শুধু পাঠদানের মাধ্যমে নয়, বরং জীবনের প্রতিটি দিন ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেভাবে দায়িত্বশীলতা ও মমতার আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা-ই তাঁকে দিয়েছিল অনন্য শিক্ষকের গৌরভ। প্রকাশিত একটি ভিডিওতে তাঁর পেশাগত প্রতিশ্রুতি ও মানবিকতা যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তা কোনো রূপকথার গল্প নয়।বরং বাস্তবতার নির্মমতা ভেদ করে সেটি আমাদের মনে উঁকি দেয় এক অসাধারণ শিক্ষকের নৈতিক শক্তির প্রতিচ্ছবি হয়ে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখেযখন অন্যেরা নিজেদের রক্ষায় প্রাণপণ ছুটছিলেন, তখন মাহরিন চৌধুরী ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের হাত ধরে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন নিজের প্রাণ বাজী রেখে। ওই মুহূর্তে তিনি কেবল একজন শিক্ষক ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন আশ্রয়, সাহস, ভালোবাসা ও করুণার মূর্ত প্রতীক। তাঁর চোখে ছিল না আতঙ্কের ছাপ, ছিল মাতৃস্নেহের দৃঢ়তা ও ভালোবাসার আকুতি; তাঁর কণ্ঠে ছিল না আর্তনাদ, ছিল দায়িত্বের দায়ভার। সেটা ছিল এক ঐতিহ-াসিক মুহূর্তযেখানে একজন শিক্ষক হয়ে ওঠেন অভিভাবক, বীরযোদ্ধা ও মুক্তির আশ্বাস।

এমন শিক্ষকরা শুধু শ্রেণিকক্ষেই জ্ঞানের আলো জ্বালান না, বরং জীবনের সংকট মুহূর্তে তাঁদের উপস্থিতিই হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের জন্য বাঁচার ইচ্ছা, ভরসা এবং ভবিষ্যতের দিশা।তাঁর দেহ হয়তো পুড়ে গেছে, তিনি পেরিয়ে গেছেন জীবন নদীর ওপারে। কিন্তু আগুনের সেই ভয়ঙ্কর শিখাও স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর আদর্শ, ভালোবাসা কিংবা মানসিক দৃঢ়তাকে। তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেনএকজন শিক্ষক কেবল পাঠদান করেন না, প্রয়োজনে তিনি প্রাণ দিয়ে আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। মাহরিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষকতা কেবল একটি পেশাগত পরিচয় নয়; এটি এক অবিচল নৈতিক প্রতিশ্রুতি। ফলেবিপদের মুখেও একজন আদর্শ শিক্ষক পশ্চাদপসরণ করে না। তাঁর এই আত্মাহুতি আমাদের চোখে জাগায় এক নতুন বোধ ও শ্রদ্ধা যেখানে শিক্ষকতা আর পেশা থাকে না, তা পরিণত হয় এক পবিত্র মানবিক দায়িত্বে। তাঁর কর্মময় জীবন আমাদেরকে শেখায় যে, একজন প্রকৃত শিক্ষক কেবল শেখান না, ভালোবাসেন, আগলে রাখেন, সাহস জোগান, এবং প্রয়োজনে নিজের জীবনের বিনিময়ে রক্ষাকর্ত্রী হয়ে ওঠেন।আমরা সত্যিই একজন আলোকিত মানুষকে হারিয়েছি, কিন্তু আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তাঁর সঞ্চারিতআত্মোৎসর্গের আলোআমাদের অনেককে জাগিয়ে দিবে এবং শিক্ষকতার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আলোর মশাল হাতে আগামীর প্রজন্মকে পথ দেখাতে।

তিনি স্বপ্ন দেখতেননিজ গ্রামের শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় গড়ার, যেখানে প্রতিটি মুখে ফুটবে জ্ঞানের হাসি, বিকশিত হবে সম্ভাবনার আলো। তাঁর জীবনের দর্শন, মূল্যবোধ ও কাজের মধ্যেই এই স্বপ্নের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা কেবল শহরের সুবিধাভোগী মানুষদের একচেটিয়া অধিকার নয়গ্রামের পিছিয়ে পড়া শিশুরাও সম্মানের সঙ্গে ভালো শিক্ষার সুযোগ পাওয়া উচিত। ঘনিষ্ঠজনদের মতে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'একদিন আমি আমার গ্রামের শিশুদের জন্য এমন একটা স্কুল করব, যেখানে তারা ভালো শিক্ষক পাবে, ভালোভাবে মানুষ হয়ে উঠবে'। তাঁর স্বপ্ন ছিল একটি মানবিক, নৈতিকএবং মুক্তচিন্তার ভিত্তিতে নির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানযেখানে জ্ঞান, মমতা ও ন্যায়ের চর্চা হবে। এটি নিছক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন ছিল না, ছিল সমাজ পরিবর্তনেরও এক নীরব বিপ্লবের প্রতিজ্ঞা।তাই মাহরিন চৌধুরীর স্বপ্ন, তাঁর কর্মএবং তাঁর আত্মত্যাগ এক সুতোয় গাঁথাযা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বৈষম্যমুক্ত শিক্ষার সুযোগ অবারিত করতে নতুন করে ভাবতে।এমন মানুষদের প্রকৃত অর্থে মৃত্যু হয় না। তাঁরা থেকে যানআলোর মতো, বাতাসের মতো, নীরব অথচ স্পষ্ট এক অদৃশ্য উপস্থিতিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়, 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান / ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই'। মাহরিন চৌধুরী সেই নিঃশেষে আত্মদানকারীযাঁর জীবনের দীপ্তি আমাদের অন্তর ও জাতিগত আদর্শিক চেতনাকে উদ্দীপ্ত করবে অনাগত দিনগুলোতেও।

মাহরিন চৌধুরীর আত্মত্যাগকে যদি আমরা কেবল একটি দুঃখজনক দুর্ঘটনাহিসেবে দেখি, তবে আমরা তাঁর ত্যাগের মহত্ত্বকে খাটো করব,তাঁর মর্যাদার প্রতি অবিচার করব এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর অন্যায় করব। এই দুর্ঘটনাটি কেবল শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা অভিভাবকের মৃত্যুর শোকনয়, বরং এটি জাতি হিসেবে আমাদের নৈতিক চেতনার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ জাগরণ-মুহূর্ত। এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা মানে শুধু ভবন কোড মেনে নির্মাণ নয়, বরং তা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সবার জন্য নিরাপদ, সহানুভূতিশীল এবং দায়িত্বশীল পরিবেশ নিশ্চিত করাকে বোঝায়। এটি আমাদের সরকারি প্রশাসনের সুশাসন, রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনার বাস্তবতা, সামরিক ও বেসামরিক নিরাপত্তা প্রটোকলের কার্যকারিতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিক ভিতকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ফলে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেভবিষ্যতের জন্য জবাবদিহির দরজা খুলে দিতে। মাহরিন চৌধুরীর দৃষ্টান্ত আমাদের একটি কঠিন সত্য শেখায়। আর সেটি হলো, শিক্ষকতা কেবল একটি পেশা নয়, এটি একটি নৈতিক ব্রত, যা জীবনের চরমতম মুহূর্তেও মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্যুত হয় না। সুতরাংতাঁকে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে শ্রদ্ধা জানাতে চাই, তবে আমাদের প্রয়োজন জাতির জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে শ্রেণিকক্ষ হবে কেবল পাঠদানের স্থান নয়, বরং মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা এবং আত্মত্যাগ শেখার এক অনন্য চর্চাকেন্দ্র। যেখানে শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল পাঠদান নয়, নিজ নিজ আচার-আচরণে তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টান্ত। যেখানে একজন শিক্ষক ভয়, অবহেলা ও কর্তৃত্ব দিয়ে নয়, বরংভালোবাসা, পেশাগত সচেতনতা ও নৈতিক দায়বদ্ধতাই দিয়েই 'মানুষ গড়ার কারিগর' হিসেবে নিজ দায়িত্ব আন্জাম দেবেন। 'মাহরিন চৌধুরী আর নেই'- এই বাক্যটি যেমন শোকাবহ ও করুণ, তেমনি এক নির্দয় সত্যের ভাষ্য। তবে একই সঙ্গে এটি সামগ্রিক সত্যের অপলাপ। কারণ মৃত্যুর রাজপথে তিনি নিরুদ্দেশ হননি, তিনি আছেন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ের অন্তর্গত সাহস ও মানবিক চেতনায়, সহকর্মীদের শ্রদ্ধাভরা ও আবেগময় স্মৃতিতে, নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করা *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

সংসদে প্রতিনিধিত্ব সহ ফিরিয়ে দেয়া হোক প্রবাসীদের ভোটাধিকার

আবুল কালাম আজাদ

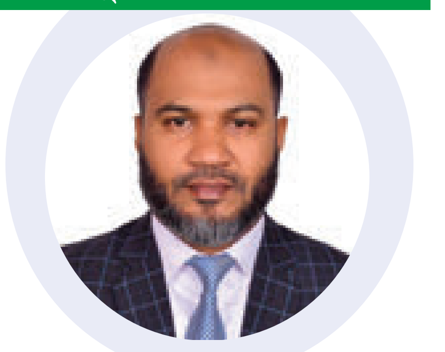

দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যুগযুগ ধরে। দেশের যেকোনো অর্থনৈতিক ক্রান্তিকালে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ঢাল হয়ে কাজ করছে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো ২০২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, পতিত হাসিনা সরকার এর রেখে যাওয়া রিজার্ভ সংকট উত্তোরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রবাসীরা। শুধু তাই নয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তাদের অবদান ছিল অপরিসীম। হাসিনা সরকার পতনে ছাত্র জনতার আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে, প্রবাসীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন করেছে। একমাস রেমিট্যান্স শাট ডাউন করে পতিত সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল প্রবাসীরাই।

অথচ সেই প্রবাসীরাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হচ্ছে সর্বত্র। তারমধ্যে অন্যতম হলো প্রবাসীদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে দীর্ঘকাল যাবত। বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। অন্তর্বর্তী সরকার এরইমধ্যে প্রবাসীদের ভোট দেয়ার পদ্ধতি চূড়ান্ত করতে কাজ শুরু করেছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা। তবে কেবল ভোট দেয়া নিশ্চিত

নয়, জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি রাখার দাবিও তাদের। সংস্কার কমিশন এরইমধ্যে প্রবাসীদের ভোটাধিকারের বিষয়টি তুলে ধরেছে। সরকারও প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে কাজ করছে। যতগুলো দল বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন, সব দল থেকে যদি প্রবাসীদের আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, তাতে প্রবাসী প্রতিনিধিত্ব যেকোনোভাবেই হোক সংসদে পৌঁছে যাবে। যেটা প্রায় ২কোটি প্রবাসীদের জন্য অত্যন্ত যৌক্তিক একটি দাবী। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর তথ্যমতে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীর সংখ্যা ১ কোটি ৪৮ লাখের বেশি (যদিও অনানুষ্ঠানিক সহ প্রবাসীদের সঠিক সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী)। এর চেয়ে দুঃখজনক কী আছে, যে প্রবাসীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জীবিত হিসেবে বিদেশে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরে এসে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখেন, তাঁদের প্রকৃত হিসাব আমরা জানি না!

যাইহোক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন জানিয়েছে, এখন দেশে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪। আমি যদি প্রবাসীদের এই সংখ্যাটা ২ কোটিও ধরি তাও দেশের মোট ভোটারের বৃহৎ একটি অংশ দেশের বাইরে থেকে দেশের অর্থনীতি সচলে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। অথচ তাদেরকে ভোট দান থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী ৫৪ বছর ধরে।

প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য অপরিহার্য। প্রবাসী ভোট মানে হল, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের তাদের নিজ দেশের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ। প্রবাসীদের ভোট কেন দরকার? কারন প্রবাসীরাও দেশের একটি অংশ, তাদের মতামত দেশের উন্নয়নে কাজে লাগতে পারে। তাদের ভোটদানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তি আরও মজবুত হবে। প্রবাসীদেরও দেশের নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। তাদের ভোট তাদের পছন্দের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে সাহায্য করবে, যারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। প্রবাসীরা তাদের নিজ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের ভোট তাদের দেশের প্রতি আরও বেশি দায়বদ্ধতা তৈরি করবে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা তাদের নিজ দেশের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পান। সেই হিসাবে, বাংলাদেশেও প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা উচিত। যারা বিদেশে বসবাস করেন, তারা দেশের বাইরে থাকলেও তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এটি এক ধরনের বৈষম্য, যা দূর করা প্রয়োজন। এখনি যদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের ভোটাধিকারের বিষয়টি চুড়ান্ত সমাধান না করে, তাহলে আর কোনদিনই তা আলোর মুখ দেখবে বলে মনে হচ্ছেনা।

আবুল কালাম আজাদ; যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও কলাম লেখক

আল মাহমুদের কবিতা "সোনালী কাবিন" একটি বিশ্লেষণ

পর্ব ২

সোহেল মাহমুদ

আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গটি কবির প্রেমচেতনা, আত্মনিবেদন এবং বাঙালি সংস্কৃতির এক অনবদ্য মিশ্রণ। এখানে কবি তার প্রিয়তমাকে শুধুমাত্র এক রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে দেখেননি, বরং তাকে এক রহস্যময় সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যিনি একই সাথে আকাঙ্ক্ষা ও ভীতির জন্ম দেন।

'হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী, পাটিতে আমার / এবার গোটাও ফণা কালো লেখা লিখো না হৃদয়ে;' এই পঙক্তিগুলোতে কবি তার প্রিয়তমাকে 'পানোখী' (সাপের মতো রূপময়ী) সম্বোধন করে আহ্বান জানাচ্ছেন তার ব্যক্তিগত পরিসরে, তার পাটিতে আসার জন্য। এই পাটি কেবল একটি বসার স্থান নয়, বরং কবি ও তার প্রিয়তমার মিলনের পবিত্র ভূমি। 'ফণা গোটাও' বলার মাধ্যমে কবি প্রিয়তমার মধ্যে থাকা এক ধরনের বর্জনশীলতা বা দূরত্বকে বিলীন করতে চাইছেন, যা তার হৃদয়ে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রিয়তমার কালো কেশরাশি বা তার রহস্যময়তা কবির হৃদয়ে যে গভীর দাগ কাটছে, সেই 'কালো লেখা' তিনি মুছতে চান।

'প্রবল ছোবলে তুমি যতটুকু ঢালো অন্ধকার / তার চেয়ে নীল আমি অহরহ দংশনের ভয়ে।' এই দুটি পঙক্তিতে কবির প্রেমঘটিত মানসিক দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। প্রিয়তমার তীব্র আকর্ষণ বা ভালোবাসা কবির জীবনে যে গভীরতা বা 'অন্ধকার' নিয়ে আসে, তার চেয়েও বেশি নীল (বিষাদগ্রস্ত) কবি সেই ভালোবাসার পরিণতি বা বিচ্ছেদ আশঙ্কায়। এখানে 'দংশনের ভয়' কেবল শারীরিক আঘাতের ভয় নয়, বরং প্রেমের প্রত্যাখ্যান বা বিচ্ছেদের মানসিক যন্ত্রণার প্রতীক।

'এ কোন কলার ছলে ধরে আছো নীলাম্বর শাড়ি / দরবিগলিত হয়ে ছলকে যায় রাত্রির বরণ,' এখানে প্রেমিকার পরিহিত নীলাম্বর শাড়ি এক গভীর রহস্যময়তা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। এই শাড়ি এমন এক কৌশল বা 'কলা' ধারণ করে আছে, যা রাতের অন্ধকারকেও ছাপিয়ে যায়। 'রাত্রির বরণ' বলতে এখানে রাতের গভীরতা ও নিস্তব্ধতাকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রেমিকার সৌন্দর্যে আরও মায়াময় হয়ে ওঠে।

'মনে হয় ডাক দিলে সে-তিমিরে ঝাঁপ দিতে পারি / আঁচল বিছিয়ে যদি তুলে নাও আমার মরণ।' এই পঙক্তিগুলো কবির চরম আত্মনিবেদনকে তুলে ধরে। প্রেমিকার রহস্যময়তায় মুগ্ধ কবি তার ডাকে যেকোনো গভীরে, এমনকি মৃত্যুর অন্ধকারকেও আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত, যদি সেই মৃত্যু প্রেমিকার আঁচলে আশ্রয় পায়। এটি ভালোবাসার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতা প্রকাশ করে।

কবি আল মাহমুদ

'বুকের ওপরে মৃদু কম্পমান নখবিলেখনে / লিখতে কি দেবে নাম অনুজ্জ্বল উপাধিবিহীন ?' এখানে কবি তার প্রিয়তমার বক্ষে নিজের পরিচয় স্থাপনের এক নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। 'নখবিলেখনে' শব্দটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ইঙ্গিত দেয়। কবি নিজের নাম লিখতে চান, যা 'অনুজ্জ্বল উপাধিবিহীন' - অর্থাৎ, সামাজিক কোনো পরিচয় বা পদমর্যাদা ছাড়াই তিনি কেবল প্রেমিক হিসেবেই সেখানে স্থান পেতে চান। এটি এক ধরনের বিশুদ্ধ ও শর্তহীন প্রেমের আকাঙ্ক্ষা।

'শরমিন্দা হলে তুমি ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে / মুছে দেবো আদ্যক্ষর রক্তবর্ণ অনার্য প্রাচীন।' এই পঙক্তিগুলো গভীর ভালোবাসার প্রকাশ এবং একই সাথে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে এক যোগসূত্র স্থাপন করে। যদি প্রেমিকা কবির এই গভীর আত্মপ্রকাশে 'শরমিন্দা' হন, তবে কবি তার অফুরন্ত চুম্বনে সেই 'রক্তবর্ণ অনার্য প্রাচীন' আদ্যক্ষর মুছে দিতে প্রস্তুত। এখানে 'অনার্য প্রাচীন' শব্দটি আল মাহমুদের নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্য। তিনি নিজেকে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে দেখেছেন, যা আর্য সংস্কৃতির বিপরীতে এক স্বকীয় পরিচিতি বহন করে। এই আদ্যক্ষর মুছে ফেলার অঙ্গীকার প্রেমিকার সন্তুষ্টির জন্য কবির সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং একই সাথে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অপূর্ব মিলনকে ইঙ্গিত করে।

'বাঙালী কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী / জানতো না যা বাৎ সায়ন, আর যত আর্যের যুবতী।' এই শেষ দুটি পঙক্তি কবিতার মূল বার্তা এবং আল মাহমুদের প্রেমচেতনার এক নতুন মাত্রা উন্মোচন করে। কবি 'কলাবতী' (সুন্দরী ও নিপুণা) প্রিয়তমার কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন বাঙালি জাতির (কৌম) প্রেমের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে। যে প্রেমলীলা (কেলি কল্লোলিত) স্বয়ং বাৎস্যায়নের কামসূত্রও জানতো না, অথবা আর্য সংস্কৃতির যুবতীরাও যার খোঁজ পায়নি। এর মাধ্যমে কবি বাঙালির নিজস্ব প্রেমকে এক স্বতন্ত্র ও উন্নত স্থানে স্থাপন করেছেন, যা শুধু শারীরিক নয়, বরং আত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যবাহী এক গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। এটি আল মাহমুদের কবিতায় বারবার ফিরে আসা মাটি ও নারীর প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য প্রকাশ।

সব মিলিয়ে, 'সোনালী কাবিন - ২' সর্গটি প্রেম, আত্মনিবেদন, রহস্য, আকাঙ্ক্ষা, এবং বাঙালি সংস্কৃতির এক সুতোয় গাঁথা জটিল ও গভীর চিত্রায়ণ, যা আল মাহমুদের কাব্যপ্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সোনালী কাবিন
আল মাহমুদ

হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী, পাটিতে আমার
এবার গোটাও ফণা কালো লেখা লিখো না হৃদয়ে;
প্রবল ছোবলে তুমি যতটুকু ঢালো অন্ধকার
তার চেয়ে নীল আমি অহরহ দংশনের ভয়ে।
এ কোন কলার ছলে ধরে আছো নীলাম্বর শাড়ি
দরবিগলিত হয়ে ছলকে যায় রাত্রির বরণ,
মনে হয় ডাক দিলে সে-তিমিরে ঝাঁপ দিতে পারি
আচঁল বিছিয়ে যদি তুলে নাও আমার মরণ।
বুকের ওপরে মৃদু কম্পমান নখবিলেখনে
লিখতে কি দেবে নাম অনুজ্জ্বল উপাধিবিহীন ?
শরমিন্দা হলে তুমি ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে
মুছে দেবো আদ্যক্ষর রক্তবর্ণ অনার্য প্রাচীন।
বাঙালী কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী
জানতো না যা বাৎ সায়ন, আর যত আর্যের যুবতী।

- সোহেল মাহমুদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

কবিতা

পুনর্জন্মের আগে

রেজাউদ্দিন স্টালিন

আষাঢ় মাসে আকাশ কেনো কাঁদে,
সারাটা দেশ কাঁপছে প্রতিবাদে।
বৈষম্যের শিকার যত লোক,
পালন করে পুনর্জন্ম শোক।
আকাশ জানে পাতাল জানে খোঁজ,
মানুষ কত ক্ষুধায় মরে রোজ।
মৃত্যু দেখে চমকে ওঠে দেশ
মেঘের মেয়ে বিছিয়ে কালো কেশ-
মাতম করে মহররমের মাস;
সবায় যেনো জন্ম থেকে দাস।
টানছে ঘানি রথের চাকা ঠেলে,
বর্তে যায় একটা কিছু পেলে।
শ্রাবণ মাসে বজ্র বেশি হয়,
অস্ত্র দিয়ে অস্ত্র বিনিময়।
আষাঢ় যায় শ্রাবণ যায় ধীরে,
রক্ত মেখে মুগ্ধ আসে ফিরে।

তরজমা

সাঈদুর রহমান লিটন

কত কঠিন গদ্য না বুঝে অনুবাদ করলাম হে ঠাকুর তোমার অনুকম্পায়।
পশুদের হাম্বা হাম্বা ডাকে বাছুর ছুটতে দেখেছি আড়ালে আবডালে,
কত! মাকে দেখেছি খোকার অন্তরালে মায়াবী সমর্পণ।
হেড স্যারের বড় বড় লাল চোখ পড়ে ফেলেছি চোখ বুঝে লাঠির আগমন,
কোকিলের কুহুকুহু রবে চিনে নিয়েছি,
বসন্তের নিমন্ত্রণ।
হে নারী, হাজার রজনী ঘর গ্রেহস্থালী করেছি,
কত দিন কাটিয়েছি পার্কে বসে বাদামের সাথে যুদ্ধ করতে করতে
কত ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে তোমার শাড়ির আঁচলে মুখ গুঁজেছি...
কত গ্রহ নক্ষত্র তন্নতন্ন করে খুঁজে
তোমার খোঁপায় পড়িয়েছি ঝুমকো জবা ফুল,
তোমার সাধ মিটাবো বলে পিতৃ আদেশ অমান্য করে বৈরাগ্য হয়ে আজ পথে প্রান্তরে,
আর তুমি ঘর করছ অবলীলায়
কবি সাধ্য নাই তোর নারী তরজমায়..... ।

অনন্ত শীত ঘুমে

মারিয়া শাইরি

ক'দিন পরেই মুছবে মায়া
কাটবে কামুক নেশা ,
অধীর হবে তোমায় দেখার
কাছের রোদে ঘেঁষা।
কতো রকম স্বপ্ন পাখি
অজান ডানা মেলে,
নীরব থাকে ভালোবাসা
নক্ষত্ররা খেলে ।
কন্ঠে তখন শ্যামা সঙ্গীত
অগ্নিমুখর হাসি ;
এক গ্ৰহতেই যাপন করে
পাহাড় কাছাকাছি।
জীবন তৃষায় ভুলের গীতি
অনন্ত শীত ঘুমে ,
বর্ষা এলেই কদম ফুলের
নৃত্য এই মৌসুমে।
অযুতরাতের পাখিরা সব
জাগ্রত হয় শ্বাসে -
মিষ্টি তেমন শীতের সকাল
শিশির দুর্বাঘাসে।
এই পৃথিবী অনন্তকাল
দক্ষ দ্রোহের টানে ;
ঘাসের সাথে আসর জমে
ভাটিয়ালি গানে ।
অদৃশ্য এক মোহের টানে
মোমের প্রদীপ জ্বালি ,
ঘুমকাতুরে দৃষ্টি আয়না
শখের কলম কালি -

মোহাচ্ছন্ন পুষ্প এবং আহত পুষ্পমঞ্জরি

এম এ ওয়াজেদ

বিষাদিত অনাহারে বায়ুবিজ্ঞানের সূত্রগুলো
এক সময় ভ্রমান্ধ নির্বোধের সফরসঙ্গী হয়
মানসিক যন্ত্রণার জীবাণু বিসর্জিত শ্যাম্পুতে স্নান করে
গুরুত্বহীন লৌকিকতার স্পন্দনশূন্য অনুভূতি
তালাশ করে কক্ষপথে চন্দ্রের গতি।
পর্তুগিজ জলদস্যু নোঙর করে কালিকট বন্দরে
উন্মুক্ত হয় শোষণের দ্বার ইঁদুরের উৎপাত
দাসের কাতারে নেমে আসে সভ্যতার বুনিয়াদি ইউনিফর্ম
আরো পরে পলাশীর আম্রকানন
ব্যথিত বেদনার সাক্ষী হয় শহিদের লাল রক্তে
রচিত হয় অন্ধকূপের জালিয়াতি উপাখ্যান
ব্যর্থ হয় সিপাহী বিদ্রোহ
অবৈধ গণহত্যায় রঞ্জিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগ।
মোহাচ্ছন্ন জারুল পুষ্প হারায় ভেষজগুণ
বেড়ে চলে জায়ুজব্যাধির নিয়ন্ত্রণহীন প্রদাহ
কথাশিল্পীর গ্রন্থস্বত্ব পৌরাণিক ক্যানভাস আত্মস্থ করে
আহত পুষ্পমঞ্জরি প্রসব করে
আত্মপীড়নের জর্জরিত মূর্খতার প্রকাশিত উপাত্ত।।

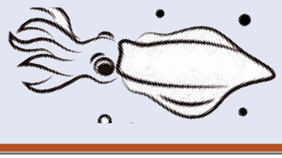

বৃষ্টি মানে

শাহীন খান

বৃষ্টি মানে পথঘাট সব কাদায় মাখামাখি
জবুথবু হয়ে পড়ে মানুষ, পশু, পাখি।
আঙ্গিনাতে আটকে থাকে বৃষ্টি নামক জল
সেই জলেতে হাঁসের ছানা করছে কোলাহল।
বৃষ্টি মানে সৃষ্টি অপার রিনিকঝিনিক সুর
মন চেতে চায় শহর ছেড়ে দূরে অচিনপুর।
বনে বনে কাঁপন জাগে ডাহুক ডাকে নিতি
রাখাল ছেলে বাঁশির সুরে বাজায় লালন গীতি।
বৃষ্টি মানে উদাস কবি ছন্দে মেতে রয়
ছোট্টবেলার নানান স্মৃতি করে অবক্ষয়
মাঝি ভাইয়া নাও বেয়ে যান গঞ্জ এবং গ্রামে
সূর্য মামা লুকায় সে যে মেঘমালাটার খামে।
বৃষ্টি মানে ঘরে বসে ঘুমের দেশে যাওয়া
মায়ের হাতে পিঠপুলি পেটটি পুরে খাওয়া
টুপটুপাটুপ ঝিরিঝিরি সারাদিনই ঝরে
এমন সময় মনটা আমার কেমন জানি করে!

তবুও মানুষ ভালোবাসে

রীতা আক্তার

তবুও মানুষ ভালোবাসে
কাউকে আপন করে পাবে না জেনেও।
অপেক্ষা করে...
কোন দিন ফিরে আসবেনা জেনেও।
তবুও......
গাঢ় নিঃশ্বাসের তোলপাড় করা বুকের ভেতরটায়,
ভাঙনের হাহাকার আছে জেনেও
মানুষ প্রেমে পড়ে....
কাজল কালো রাতে,
অন্ধকারে হেলান দিয়ে নিভৃতে
ঝরে যায় চোখের জল।
নিশ্চুপ দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে,
জীবন যাপন করে একাকিত্বের সাথে।
তবুও মানুষ ভালোবাসে...
কাছে পাবার তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে ভালোবাসে।
খামখেলিয়ালিপনা একাকিত্বের ঘরে,
শূণ্যতার ছাউনিতে বৃষ্টি হয়ে ঝরে
অভিমান।
নরম আদরের স্পর্শ পেতে
মানুষও জেগে থাকে আধখানা বিরহী মনের সাথে।
না পাবার ব্যকুলতার আড়ষ্টতায়
হৃদয়ের দু'কূল যায় ভেঙে।
তবুও মানুষ ভালোবাসে......
এক অসহ্য রকম কষ্টকে, আলিঙ্গন করার আশায়।

আমার গ্রাম

শাকেরা বেগম শিমু

সুরমা নদীর উপর দিয়ে নৌকা চড়ে যাবো,
আমি আমার গাঁয়ে গিয়ে তালের পিঠা খাবো।
সবুজ গাঁয়ের ঐ প্রকৃতি নয়ন ভরে দেখবো,
সবুজ মাঠের সোনার ফসল মনের মাঝে আঁকবো।
গাছঘেরা ঐ সবুজবনে পাখ-পাখালির ডাকে,
মুগ্ধ হয়ে ছুটে বেড়াই ছোট্ট নদীর বাঁকে।
ছোট্ট নদীর বুকের উপর কতো ডিঙিতরী,
নদীর তীরে কাশবনেতে ডানা মেলে পরী।
গ্রামের পাশে আরো আছে একটি গভীর বন,
গভীর বনের দৃশ্যটা যে কাড়ে সবার মন।
সেই প্রকৃতি দেখে আমার জুড়ায় মন ও প্রাণ,
সবুজ শ্যামল ছায়ায় ঘেরা এইটি আমার গ্রাম।

আগামীকালের প্রস্তুতি

জাফর আহমাদ

আগামীকাল মানে আখিরাত। দুনিয়ার এই গোটা জীবনকাল হলো, 'আজ' এবং কিয়ামতের দিন হলো, আগামীকাল যা আগমন ঘটবে আজকের এই দিনটির পরে। অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি তার সবকিছু ব্যয় করে ফেলে এবং কাল তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য ও মাথা গুঁজাবার ঠাই থাকবে কিনা সে কথা চিন্তা করে না সে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বড়ই নির্বোধ। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিও নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে যে তার পার্থিব জীবন নির্মানের চিন্তায় এতই বিভোর যে আখিরাত সম্পর্কে একেবারেই গাফেল বা উদাসীন হয়ে গিয়েছে। অথচ আজকের দিনটির পরে কালকের দিনটি যেমন অবশ্যই আসবে তেমনি আখিরাতও আসবে। আর দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যদি সে সেখানকার জন্য অগ্রীম কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেখানে কিছুই পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেককেই যেন লক্ষ রাখে সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক।"(সুরা হাশর:১৮)

আয়াতটিতে শুরু ও মধ্যেখানে দুইবার করে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির দ্বারা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আরাম-আয়েশ করার জন্য যারা চিরস্থায়ী, অনন্ত অসীম সময়কালের পূঁজি সংগ্রহের কথা ভুলে যায় তারা মূলত: আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভিক। তারা আল্লাহকে ভয় করে না বিধায় দুনিয়াকে তাদের সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্ধু বানিয়ে নেয়। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো, নিজের মধ্যে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করা। যারা তাকওয়ার গুণে সমৃদ্ধ কেবল তারাই আজকের চেয়ে আগামীকালের গুরুত্ব বেশী দেয়। তাকওয়া মানে নিজের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করা। নিজের মধ্যে এই গুণ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আদৌ সে অনুভব করতে পারবে না যে, সে যা কিছু করছে তা তার আখিরাতের জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করছে না ধ্বংস করছে। তার মধ্যে এই অনুভূতি যখন সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠে তখন তার নিজেকেই হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে, সে তার সময়, সম্পদ, শ্রম,যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টা যে পথে ব্যয় করছে তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করা তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন।

অন্যথায় নিজের ভবিষ্যত সে নিজের হাতেই ধ্বংস করবে। এই বিষয়টিই পরের আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই ফাসেক।"(সুরা হাশর:১৯)

আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য ফল হলো, নিজেকে ভুলে যাওয়া, সে কার বান্দা সে কথা যখন কেউ ভুলে যায়, তখন অনিবার্যরূপে সে দুনিয়ায় তার একটা ভুল অবস্থান ঠিক করে নেয়। এই মৌলিক ভ্রান্তির কারণে তার গোটা জীবনই ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে সে যখন একথা ভুলে যায় যে সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় তখন আর সে শুধু এদের বন্দেগী করে না। এমতাবস্থায় সে প্রকৃতই যার বান্দা তাকে বাদ দিয়ে যাদের সে বান্দা নয় এমন অনেকের বন্দেগী করতে থাকে। এটি আর একটি মারাত্মক ও সর্বাত্মক ভুল যা তার গোটা জীবনকেই ভুলে পরিণত করে। সে অসংখ্য রবের গোলামে পরিণত হয়। এবং সকল রব তার দ্বারা সকল কাজ করিয়ে নেয়।

পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান হলো সে আল্লাহর বান্দা বা দাস, স্বাধীন বা মুক্ত নয়। সে কেবল এক আল্লাহর বান্দা, তার ছাড়া আর কারো বান্দা সে নয়। একথাটি যে ব্যক্তি জানে না প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই নিজেকে জানে না। আর যে ব্যক্তি এ কথাটি জেনেও এক মুহুর্তেও জন্য তা ভুলে যায় সেই মুহুর্তে সে এমন কোন কাজ করে বসতে পারে যা কোন আল্লাদ্রোহী বা মুশরিক অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত মানুষই করতে পারে। সঠিক পথের ওপর টিকে থাকা পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহকে স্মরণ করার ওপর। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে গাফেল হওয়া মাত্রই সে নিজের সম্পর্কেও গাফেল গয়ে যায় আর এই গাফলতিই তাকে ফাসেক বানিয়ে দেয়।

আল কুরআনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন সামগ্রী দু'প্রকারের। এক প্রকারের জীবন সামগ্রী আল্লাহ বিমুখ লোকদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য দেয়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে তারা নিজেদেরকে দুনিয়া পূজা ও আল্লাহ বিস্মৃতির মধ্যে আরো বেশী করে হারিয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে এটি নিয়ামত ঠিকই কিন্তু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে এটি আল্লাহর লানত ও আযাবের পটভূমিই রচনা করে। এই সম্পদের লোভে দুনিয়াতে এক প্রকার ফাসাদ সে ছড়িয়ে দেয়। সম্পদ রক্ষা বা আরো সম্পদ আহরণের জন্য সে হেন হীনতর কাজ নাই যা সে করে না। সম্পদের মোহে সে এতটাই অন্ধ হয়ে পড়ে যে, তার সম্পদ লাভের প্রক্রিয়ার কারণে কত মানুষ দুর্ভোগের শিকার হলো, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি হলো, তাতে তার কোন ভ্রুক্ষেপইনেই। হালাল-হারামকে একাকার করে সম্পদ আহরণের ফলে সমাজে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের জীবন সামগ্রী মানুষকে আরো বেশী সচ্ছল,সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তাকে তার আল্লাহ আরো বেশী কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করেন। এভাবে সে আল্লাহর, তাঁর বান্দাদের এবং নিজের অধিকার আরো বেশী করে আদায় করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর দেয়া উপকরণাদির সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে সে দুনিয়ায় ভালো, ন্যায় ও কল্যাণের উন্নয়ন এবং মন্দ, বিপর্যয় ও অকল্যাণের পথ রোধ করার জন্য এর বেশী প্রভাবশালী ও কার্যকর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ হচ্ছে কুরআনের ভাষায় উত্তম জীবন সামগ্রী। অর্থাৎ এমন উন্নত পর্যায়ের জীবন সামগ্রী যা নিছক দুনিয়ার আয়েশ আরামের মধ্যেই খতম হয়ে যায় না বরং পরিণামে আখেরাতেরও শান্তির উপকরণে পরিণত হয়। এ সমস্ত উত্তম জীবন সামগ্রীর দ্বারা সে আগামীকালের বা আখিরাতের ঘর তৈয়ার করে নেয়।

যে ব্যক্তি আগামীকালের কথা চিন্তা করে কাজ করে সে ব্যক্তি চরিত্রগুণে ও নেক আমলের দ্বারা অনেক দুর এগিয়ে যায়। আর আল্লাহ তাকে আরো বেশী ও বড় মর্যাদা দান করেন। আল্লাহর দরবারে তাদের কৃতিত্ব ও সৎকাজকে নষ্ট করা হয় না। তাঁর কাছে যেমন অসৎকাজ ও অসৎবৃত্তি কোন মর্যাদা নেই তেমনি সৎকাজ ও সৎবৃত্তির কোন অমর্যাদা হয় না। যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে যেরূপ মর্যাদার অধিকারী প্রমাণ করবে তাকে আল্লাহর সে মর্যাদা অবশ্যই দেবেন। আখিরাতে কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। যার যা প্রাপ্য তা তাকে যথাযথ বুঝিয়ে দেয়া হবে। যে অন্যায় করেছে সে তার অন্যায়ের প্রতিফল যথাযথভাবে পাবে। ভালো-মন্দ-এর পাওনা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা তোমাদের রবের কাছে চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী দেবেন এবং অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অনুগ্রহ দান করবেন। তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে একটি অতীব ভয়াবহ দিনে আযাবের ভয় করছি।"(সুরা হুদ:৩) অর্থাৎ যারা ইস্তেগফার করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে দুনিয়ায় তাদের অবস্থান করার জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে সেই সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খারাপ নয় বরং ভালোভাবেই রাখবেন। তাঁর নিয়ামতসমূহ তাদের ওপর বর্ষিত হবে। তাঁর বরকত ও প্রাচুর্যলাভে তারা ধন্য হবে। তারা সচ্ছল ও সুখী-সমৃদ্ধ থাকবে। তাদের জীবন শান্তিময় ও নিরাপদ হবে। তারা লাঞ্জনা, হীনতা ও দীনতার সাথে নয় বরং সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ঈমান সহকারে সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো।"(সুরা নাহল:৯৭)

যারা আগামীকালের সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকেন তারা দুনিয়ার ধন-দৌলতের প্রতি তেমন একটা ভ্রুক্ষেপ করেন না। এ ধরনের ব্যক্তিদের আল্লাহ ভালবাসেন। আর আল্লাহ

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760
আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

নারী এশিয়ান কাপ রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন চীনের গ্রুপে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপে খেলবে বাংলাদেশ। আর প্রথমবারের পথচলায় কঠিন গ্রুপেই জায়গা হলো লাল সবুজের মেয়েদের। রেকর্ড ৯ বারের চ্যাম্পিয়ন চীনের সঙ্গে 'বি' গ্রুপে পড়েছে জেমস বাটলারের দল। গ্রুপের বাকি দুই দল তিনবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান। সিডনি টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে মেয়েদের এশিয়ান কাপের ড্র। অনুষ্ঠানে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) পক্ষ হতে আমন্ত্রণে জানানো হয় অংশগ্রহণকারী সব দেশের অধিনায়ক ও কোচদের।

তবে প্রথমবারের মতো মূল পর্বে জায়গা করে নেয়া বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অনুষ্ঠানে ছিলেন না কেউই। 'বি' গ্রুপে ফিফা র‍্যাঙ্কিং হিসেবে বাঘিনীদের (১২৮) সবচেয়ে কাছে দল উজবেকিস্তান (৫১তম)। র‍্যাঙ্কিংয়ে নবম উত্তর কোরিয়া এবং বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীনের অবস্থান ১৭ নাম্বারে। 'এ' গ্রুপে আছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন ও ইরান। 'সি' গ্রুপের চার দল জাপান, ভিয়েতনাম, চাইনিজ তাইপে ও ভারত। অস্ট্রেলিয়ায় আগামী বছরে মার্চে পর্দা উঠবে এশিয়ান কাপের মূল আসরের। তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ এবং তৃতীয় সেরা দুই দল পাবে সুযোগ নকআউটে খেলার। আসরের সেরা ছয়টি দল টিকিট পাবে ২০২৭ নারী বিশ্বকাপের। কোয়ার্টার ফাইনালের আট দলই সরাসরি সুযোগ পাবে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমসে অংশ নেয়ার।

রিয়ালের ১০ নাম্বার জার্সি পেলেন এমবাপ্পেই

স্পোর্টস ডেস্ক : লুকা মদরিচ রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে যাওয়ার পর একটি প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছিল ভক্তদের মনে, ১০ নাম্বার জার্সিটি কে পাচ্ছে। কিলিয়ান এমবাপ্পে এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে থাকলেও মাঝে এক ঘটনায় উঠে আসে তরুণ মিডফিল্ডার আর্দা গুলেরের নাম। তবে মঙ্গলবার নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্প্যানিশ জায়ান্টরা জানিয়েছে, মূল্যবান জার্সিটি পাচ্ছেন তাদের ফরাসি মহাতারকাই। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও একই বার্তা দিয়েছেন এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদের ইনস্টাগ্রামে হ্যান্ডেলে দেয়া পোস্টের পরপরই একই মাধ্যমে নিজেও দুটি ছবি পোস্ট করেন বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ড এমবাপ্পে। আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, পেছনে খোদাই করা নিজের নাম, আর জার্সি নাম্বার ১০। অন্য ছবিটি পোস্ট করে রিয়ালও। অল হোয়াইটদের লকার রুমে হ্যাঙ্গারে ঝুলছে 'এমবাপ্পে ১০' জার্সি। এতদিন এ গুরুত্বপূর্ণ জার্সিটি গায়ে জড়িয়েছেন দলের ক্রোয়াট কিংবদন্তি মদরিচ। ৩৯ বছর বয়সী এ তারকা মিডফিল্ডার দল ছাড়ার ঘোষণা দেয়ার পরই অনেকটা অনুমিতই ছিল এমবাপ্পের এ জার্সিটি পাওয়া। তবে মাঝে একটি ঘটনায় উঠে আসে তুর্কিশ ফরোয়ার্ড গুলেরের নাম। নতুন সংস্করণের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ পর্ব চুকিয়ে স্পেনে ফেরার পর বাস থেকে নেমে নিজের জার্সিটি এ ২০ বছর বয়সী তারকার হাতে তুলে দিয়ে জড়িয়ে ধরেন মদরিচ। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় তুমুল আলোচনা। পরে ইতালিয়ান জায়ান্ট ক্লাব এসি মিলানে পাড়ি জমান মদরিচ। সতীর্থের ১০ নাম্বার জার্সির পোস্টে লাইকও দিয়েছেন গুলের। ফরাসি ফরোয়ার্ডের পোস্টে 'আগুন ইমোজি' দিয়ে কমেন্ট করেছেন মদরিচও। গত সাত মৌসুম ধরে দারুণভাবে জার্সিটির মর্যাদা বহন করেছেন তিনি। ২০২৫-২৬ মৌসুম থেকে অল হোয়াইটদের নতুন নাম্বার টেন হতে যাচ্ছেন এমবাপ্পেই। জার্সিটির সঙ্গে তার নিজস্ব আবেগও জড়িয়ে আছে। নিজের জীবন নিয়ে এমবাপ্পের প্রকাশ করা কমিক বইয়ের একটি দৃশ্যে দেখা যায়, শৈশবের এমবাপ্পে বড়দিনের উপহার হিসেবে লস ব্লাঙ্কোসদের ১০ নাম্বার জার্সি পেয়েছেন।

২০২৬ বিশ্বকাপে কোন দল কোন গ্রুপে, জানা যাবে এ বছরই

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের আর বেশি সময় বাকি নেই। আগামী বছরের এই সময়ে সে বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নদেরও আনুষ্ঠানিক উদযাপনটা শেষ হয়ে যাবে। বিশ্বকাপের সাড়ে দশ মাস সময় বাকি আর। কোন গ্রুপে কোন দল খেলছে সেটা ঠিক হয়ে যাবে এই বছরই। গ্রুপ পর্বের ড্র, নকআউটের ব্র্যাকেটও নিশ্চিত হয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে। মঙ্গলবার একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য উঠে এসেছে। আসছে বিশ্বকাপেই প্রথম বারের মতো ৪৮ দল খেলবে। এই টুর্নামেন্টের ড্র অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ ডিসেম্বর। এবারের বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। ড্রয়ে মোট ১২টি গ্রুপ নির্ধারিত হবে, যেখানে প্রতি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। ১৯৯৪ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল, তখনও ড্র অনুষ্ঠান হয়েছিল লাস ভেগাসেই। মজার ব্যাপার হলো, সেবারও লাস ভেগাস কোনো ম্যাচের ভেন্যু ছিল না। এবারও একই অবস্থা়লাস ভেগাসে কোনো ম্যাচ না হলেও ড্র সেখানেই।

প্রথমে ধারণা করা হচ্ছিল, নতুন নির্মিত ১৭,৫০০ আসনবিশিষ্ট 'দ্য স্ফিয়ার' নামের স্থাপনাতেই ড্র হবে। তবে ইএসপিএন জানায়, স্ফিয়ারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, সেখানে ড্র অনুষ্ঠান হবে না। আগামী ডিসেম্বরে আয়োজিত এই ড্রয়ের মাধ্যমে জানা যাবে কোন দল কোন গ্রুপে খেলবে। শুধু গ্রুপই নয়, এই গ্রুপ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, কোন দল দ্বিতীয় রাউন্ড, শেষ ষোল থেকে শুরু করে ফাইনাল পর্যন্ত নকআউটে কার কার মুখোমুখি হতে পারে। সে কারণে সে গ্রুপিং নিয়ে জল্পনা কল্পনা ছড়াতে শুরু করেছে এখনই।

সাকিবের ব্যাপারে বোর্ডের 'কিছু করার নেই'

স্পোর্টস ডেস্ক : গত বছর কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্র আন্দোলনের তোপের মুখে পড়ে ৫ আগস্ট দেশ থেকে পালিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারপর থেকেই বিপদে পড়ে যান আওয়ামী লীগের এমপি, মন্ত্রী, নেতাকর্মী এমনকি শুভাকাঙ্ক্ষিরাও। সেই তালিকায় আছেন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে মাগুরা-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য হওয়া সাকিব আল হাসানও। আওয়ামী লীগের পতনের পর সাকিবকে হত্যা মামলার আসামি করা হয়েছে। গ্রেফতার এড়াতে তিনি দেশে ফিরছেন না। যে কারণে গত বছরের আগস্টের পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। তার ক্রিকেট ক্যারিয়ার কোন দিকে যাচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় দৈনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন এক প্রশ্নের সম্মুখীন হন জাতীয় দলের সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। জাতীয় দলের এই সিনিয়র সহকারী কোচ বলেন, 'এটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। বোর্ডও কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। এটা সরকারি নীতি, তাদের ওপর নির্ভর করে। বোর্ডেরও কিছু করার নেই।

যখন সরকার মনে করবে, তখনই সে আসতে পারবে। না হলে আসলে...তাকে ক্রিকেট খেলতে দেশে আসতে হবে। সাকিবের গুরু হিসেবে পরিচিত দেশের এই জনপ্রিয় কোচ আরও বলেন, 'সাকিব আল হাসানকে জাতীয় দলে ফেরানো নিয়ে আমাদের খুব বেশি চিন্তা করার কিছু নেই। হয়তো সেভাবে সে মেনে নেবে। বা কখনো যদি সে ফিরে আসতে পারে, সবাই চাই আসুক। এটা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।' এর আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, 'সাকিবের ফেরার বিষয়ে বোর্ডে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি। ক্রিকেটের বাইরের আলোচনা আমরা এত বেশি করছি না।' সাকিব ইস্যুতে সম্প্রতি বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু বলেছেন, 'বাংলাদেশের গ্রেটেস্ট ক্রিকেটার হচ্ছেন সাকিব আল হাসান। এখানে কোনো সেকেন্ড চয়েস নেই। তার জন্য দরজা সবসময় খোলা। এটা নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর, তারা চিন্তা করছে...।'

সবাইকে অনুরোধ, গুজবে বিভ্রান্ত হবেন না : তাসকিন

স্পোর্টস ডেস্ক : নিজের বিরুদ্ধে ওঠা মারধরের অভিযোগ শোনার পরেই ঘটনা অস্বীকার করেছেন তাসকিন আহমেদ। এবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে দিয়ে বাংলাদেশের পেসার সবাইকে অনুরোধ করেছেন গুজবে কান না দিতে। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে তাসকিন লিখেছেন,'সবাইকে অনুরোধ, গুজবে বিভ্রান্ত হবেন না। আমি আমার ছোটবেলার বন্ধুর গায়ে হাত তুলেছি এমন একটা ঘটনায় অনেক কিছুই ঘটে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এমন গুজবে কান দিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না এবং অন্যকেও বিভ্রান্ত করবেন না।' সবাইকে সত্যের সঙ্গে থাকার কথা জানিয়ে তাসকিন লিখেছেন, 'এটা আমার, আমার পরিবার ও আমার বন্ধুর জন্য সম্মানজনক না। যা ঘটেছে সেজন্য, বন্ধু ও আমার মধ্যে কথা হয়েছে। এটা যে পর্যায়ে গেছে কোনোভাবে এমনটা হওয়ার কথা নয়। শুধু একটা কথাই বলতে চাই বিষয়টা অন্য, বাস্তবতা ভিন্ন (মিথ্যা বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত)। আশা করি সত্যের সঙ্গেই থাকবেন, সত্য কখনো মিথ্যা হয় না।' এর আগে মারধরের অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন তাসকিন। দেশের এক গণমাধ্যমকে বাংলাদেশি পেসার বলেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে পুরোটাই মিথ্যা, ভিত্তিহীন। আমি ওদেরকে মারিনি। আমার নামে মিথ্যা জিডি করে ওরা আমাকে বিব্রত করার চেষ্টা করছে। আমার বন্ধু রসি নামে একজন আছেন। ওরা আমার এই বন্ধুকে মেরেছে। তাই মোহাম্মদপুর থানার ওসি সাহেবকে ফোন করেছিলাম।পুলিশ গিয়ে ওদেরকে মোহাম্মদপুরে খুঁজেছে। এজন্য এরা উল্টো আমার নামে জিডি করেছে।' উল্লেখ্য, তাসকিনের বিরুদ্ধে গত ২৮ জুলাই রাতে মিরপুর মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তার বাল্যবন্ধু সিফাতুর রহমান সৌরভ। সেখানে অভিযোগ করা হয়, ভুক্তভোগী সৌরভকে ফোনে ডেকে মিরপুর এক নম্বরে নিয়ে যান তাসকিন। সেখানে তাকে কিল-ঘুষি মেরে জখম ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

৩৭ বছর পর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিলেন দুই বাংলাদেশি সাঁতারু

স্পোর্টস ডেস্ক : দীর্ঘ ৩৭ বছর আগে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সাঁতারু মোশাররফ হোসেন। এরপর প্রায় চার দশকে কোনো বাংলাদেশি সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার পথ মাড়াননি। ৩৭ বছর পর এবার সে দুঃসাহসিক কাজটা করলেন বাংলাদেশের দুই সাঁতারু। তারা হলেন কিশোরগঞ্জের নাজমুল হক হিমেল ও পাবনার মাহফিজুর রহমান সাগর। গত ২৯ জুলাই ১২ ঘণ্টা সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন তারা।

এর আগে যুক্তরাজ্যে পৌঁছে কমপক্ষে দশদিন অনুশীলন করেন এ দুই সাঁতারু। বাংলাদেশের তিনজন সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন তাদের আগে। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম এশীয় সাঁতারু ব্রজেন দাস। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে মোট ছয়বার চ্যানেলটি অতিক্রম করেন তিনি। ১৯৬৫ সালে আবদুল মালেক ও ১৯৮৭ সালে মোশাররফ হোসেন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ইংলিশ চ্যানেল দৈর্ঘ্যে ৩৫০ মাইল (৫৬০কি.মি.)।

নারী দাবায় প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন পেল ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিদে নারী দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়লেন ভারতের দিব্যা দেশমুখ। তার কল্যাণে নারী দাবায় প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পেয়েছে ভারত। অবশ্য ফাইনালে দুজন প্রতিযোগীই ছিলেন ভারতের। তাই ভারত থেকে যে প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আসতে যাচ্ছে সেটি নিশ্চিতই ছিল। সেই জায়গায় ৩৮ বছরের অভিজ্ঞ কোনেরু হাম্পিকে হারিয়ে জিতেছেন ১৯ বছর বয়সী দিব্যা। সোমবার টাইব্রেকারে হাম্পিকে হারিয়েছেন দিব্যা। দ্বিতীয় র‍্যাপিড গেম জিতে চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। এর ফলে ভারতের ৮৮তম গ্র্যান্ড মাস্টার এবং ভারতের চতুর্থ নারী গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন তিনি।

দিব্যা এবং হাম্পি দুজনেই সেমিফাইনালে জেতায় আগামী বছরের নারীদের ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্টে তাদের স্থান নিশ্চিত করেছেন। দিব্যা বলেন, এটি নিঃসন্দেহে অনেক বড় কিছু আমার জন্য। এখনও অনেক কিছু অর্জন বাকি। আমি আশা করছি এটি কেবল শুরু।

তিন ভেন্যুতে হবে এনসিএল টি-টোয়েন্টি

স্পোর্টস ডেস্ক : আসন্ন জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য তিনটি ভেন্যু নির্বাচন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। গত মৌসুমে এই টুর্নামেন্ট বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। গত বছর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আগে স্থানীয় খেলোয়াড়দের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সিলেটের একটি ভেন্যুতে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিল বিসিবি। এই টুর্নামেন্ট দিয়ে স্থানীয় খেলোয়াড়দের ভালোভাবে গড়ে তুলতে এবার ভেন্যু বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিসিবির চিফ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মিনহাজুল আবেদিন নান্নু বলেন, 'গত বছর তাড়াহুড়া করে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় আসর আয়োজনের জন্য আমরা এবার তিনটি ভেন্যু বেছে নিয়েছি। টুর্নামেন্ট কমিটি ইতোমধ্যেই গ্রাউন্ড কমিটিকে এই তিনটি ভেন্যু প্রস্তুত করতে বলেছে।' টুর্নামেন্টের সূচি এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

দল বিপিএলের ফাইনালে উঠলে 'তামিমের খেলা উচিত না'

স্পোর্টস ডেস্ক : ১০ জানুয়ারি ২০২৫, রাত ১০টা ৩৯ মিনিটে নিজের ফেসবুক পেজে এক পোস্টের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন দেশ সেরা ওপেনার তামিম ইকবাল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও বিপিএলসহ ঘরোয়া টুর্নামেন্টে এখনও খেলছেন তামিম। ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট খেলতে গিয়ে গত ২৪ মার্চ দুইবার হার্ট অ্যাটাক হয় তামিম ইকবালের। তাৎক্ষণিক হাসপাতালে নেওয়া হলে হার্টে পরানো হয় রিং। আপাতত সুস্থ আছেন সাবেক অধিনায়ক। এরপর থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরেননি তামিম। বিপিএল সামনে রেখে তামিমের খেলা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। এর মধ্যেই তামিমকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় দলের দীর্ঘদিনের ট্রেইনার ইয়াকুব চৌধুরী ডালিম। গত ২৯ জুলাই মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ডালিম জানিয়েছেন, 'ক্রিকেটে ফেরার বিষয়ে তামিম ইকবালকে নিয়ে বলব- মজার উদ্দেশ্যে কিংবা বিনোদনের জন্য তিনি খেলতে পারেন। তবে বিপিএল বা সেমিফাইনাল-ফাইনালের মতো উত্তেজনাকর ম্যাচে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো। অবশ্য সিদ্ধান্তটা তাকেই নিতে হবে। আমি বলব অনুশীলন করুক, খেলুক। তবে সেটা হালকা বিনোদনের অংশ হিসেবে।' তামিম ইকবাল দেশের ক্রিকেটের কিংবদন্তি হয়ে আছেন। তিনি দেশের হয়ে টেস্ট, ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টি মিলে রেকর্ড ২৫টি সেঞ্চুরি ও ৯৪টি ফিফটির সাহায্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ২৪৯ রান করেন। তার চেয়ে ৮৩ ম্যাচ বেশি খেলে ৩৭৪ রান বেশি করে দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে শীর্ষে আছেন মুশফিকুর রহিম।

প্রতিদিনের ডায়েটে কোন খাবার রাখলে সুস্থ থাকবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : সুস্থ ও ফিট থাকতে সঠিক খাদ্যাভ্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এমন কিছু জিনিস থাকা উচিত যা শরীরকে ভেতর থেকে শক্তিশালী রাখে। সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সুস্থ থাকতে রোজকার ডায়েটে কিছু স্বাস্থ্যকর জিনিস রাখা জরুরি। যেমন-

সবুজ শাকসবজি : পালং শাক, মেথি শাক, সরিষা শাকের মতো পাতাযুক্ত শাক আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফাইবার, ফোলেট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এসব খাবার শরীরকে বিষমুক্ত করতে এবং রক্তাল্পতা কমাতে সাহায্য করে।

বেরি : ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি এবং রাস্পবেরির মতো ফলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইবার থাকে। এসব উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ করতে এবং বার্ধক্য প্রক্রিয়া ধীর করতে সাহায্য করে।

বাদাম এবং বীজ : বাদাম, আখরোট, চিয়া বীজ, তিসির বীজ এবং সূর্যমুখী বীজের মতো বাদাম এবং বীজ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। প্রতিদিন এগুলি খেলে হৃদরোগের উন্নতি হয়, স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মিষ্টি আলু : মিষ্টি আলু ফাইবার, ভিটামিন এ (বিটা-ক্যারোটিন), পটাসিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এগুলি খেলে হজমশক্তি উন্নত হয়, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

অ্যাভোকাডো : অ্যাভোকাডোতে স্বাস্থ্যকর চর্বি, পটাসিয়াম এবং ভিটামিন ই থাকে। এটি হৃদরোগ, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বলে মনে করা হয়।

ডিম : ডিম প্রোটিনের একটি ভালো উৎস। এতে ৯ প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। এতে ভিটামিন বি১২, ভিটামিন ডি, কোলিন এবং জিঙ্কের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এটি পেশি গঠন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

ডাল : ডাল এবং মটরশুটি যেমন মসুর ডাল, ছোলা, কিডনি বিন, মুগ ডাল এবং লোবিয়া প্রোটিন, আয়রন, ফাইবার এবং ফোলেট সমৃদ্ধ। যারা নিরামিষভোজী তাদের জন্য এটি শুধু প্রোটিনেরই ভালো উৎসই নয়, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

রসুন : রসুন একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক। এতে অ্যালিসিন নামক একটি যৌগ রয়েছে যা সংক্রমণ, কোলেস্টেরল এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

দই : দইতে থাকা প্রোবায়োটিক হজমে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি, এটি ক্যালসিয়াম এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ।

ফ্যাটি লিভার কমাতে আদা খান নিয়ম মেনে

বাংলাদেশ ডেস্ক : অনেকেরই ফ্যাটি লিভারের সমস্যা আছে। আজকাল অল্পবয়সীদের মধ্যেও এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন না আনলে এই সমস্যার সমাধান মিলবে না। বিশেষ করে ফাস্ট ফুড খাওয়া বন্ধ করলে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে থাকে ফ্যাটি লিভার। এ ছাড়া প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আদা যোগ করলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। আদায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান লিভারে ফ্যাট জমতে দেয় না। পাশাপাশি লিভারের কার্যকারিতা সচল রাখে। সাধারণত আদা দিয়ে চা খেলে কিংবা খাবারে আদা মিশিয়ে খেলেই উপকার পাওয়া যায়। তবে ফ্যাটি লিভারের হাত থেকে প্রতিকার পেতে আরও তিন উপায়ে আদা খেতে পারেন।

আদা-লেবুর পানি : সকালে খালি পেটে আদা-লেবুর পানি পান করুন। এক গ্লাস পানি গরম করে তাতে আদা থেঁতো করে দিয়ে দিন। পানিটা ভালো করে ফুটিয়ে নিন। অল্প ঠান্ডা হলে এই পানীয়তে লেবুর রস মিশিয়ে দিন। খালি পেটে খান এই হালকা আদা-লেবুর পানি খেলে শরীরে জমে থাকা টক্সিন বের করে দেয়। সেই সঙ্গে বিপাক হার বাড়ায়। এই পানীয় ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

আদা-হলুদের চা : আদা ও হলুদড় দুটি উপাদানের মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে। এই পানীয় লিভারের প্রদাহ কমাতে এবং ফ্যাটি লিভারের হাত থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে। পানি গরম করে গরম করে কাঁচা হলুদ ও আদা থেঁতো করে ফুটিয়ে নিন। প্রয়োজনে আদার রস ও হলুদ গুঁড়োও ব্যবহার করতে পারেন।

আদা ও মৌরির চা : ফ্যাটি লিভারে সমস্যা থাকলে বদহজমের সমস্যা আরও বাড়ে। হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এক গ্লাস পানিতে আদা ও গোটা মৌরি ফুটিয়ে চা বানিয়ে নিন। এই চা পেট ফাঁপা, গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। এর পাশাপাশি এই পানীয় লিভারের ফ্যাট গলাতেও সাহায্য করবে।

খালি পেটে যেসব কাজ এড়িয়ে চলবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : সকালে ঘুম থেকে উঠে কারও লেবুর পানি, কারও আবার চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু খালি পেটে সব ধরনের খাবার খাওয়া ঠিক নয়। আবার বেশ কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো থালি পেটে করলেই বিপদ হতে পারে। খালি পেটে যেসব কাজ করা ঠিক নয়-

কফি : খালি পেটে কোনোভাবেই কফি খাওয়া ঠিক নয়। এতে অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়ে। যারা সকালে কফি দিয়ে দিন শুরু করেন, তাদের গ্যাস, বুকজ্বালা, পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়। এমনকী সারাদিন ভারী খাবার না খেয়ে যদি কাপের পর কাপ কফি খান, তখনও বিপদে পড়বেন।

শরীরচর্চা : ঘুম থেকে উঠেই অনেক হাঁটতে যান বা জিমে করেন। যে কোনও শরীরচর্চাই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। তবে সেটা একদম খালি পেটে করা ঠিক নয় বিশেষ করে ভারী ওয়ার্কআউট বা কার্ডিয়ো খালি পেটে করলে শরীরে কোনও শক্তি পাবেন না। পাশাপাশি মাথাঘোরা, ক্লান্তি, দুর্বলতা অনুভব করবেন। তাই হালকা খাবার খেয়েই শরীরচর্চা করলে ভালো।

পেইনকিলার বা অ্যান্টিবায়োটিক : অনেক ওষুধ খালি পেটেই খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু পেইনকিলার বা অ্যান্টিবায়োটিকের মতো ওষুধ খালি পেটে খাবেন না। এতে ওষুধের কার্যকারিতা যেমন মিলবে না, তেমনই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভুগবেন। অনেক সময় আলসার বা অভ্যন্তরীণ রক্তপাতও হতে পারে।

কাঁচা সবজি বা সালাদ : শাকসব্জি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তবে খালি পেটে খাওয়া একদমই ঠিক নয়। শাকসব্জির মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে, তাই খালি পেটে খেলে হজম হতে সময় নেয় বেশি। অনেক সময় শাকসব্জিতে থাকা পুষ্টিও শরীর শোষণ করতে পারে না। তাই সালাদের সঙ্গে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারও খান।

পিঠ ও কাঁধের ব্যথা কমাতে কী করবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : একটানা বসে কাজ করার কারণে পিঠ ও কাঁধের ব্যথা এখন নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন তাদের ক্ষেত্রে ব্যথাটা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে বেশিরভাগই ব্যস্ততা কিংবা অলসতা থেকে নিয়মিত ব্যায়াম করেন না। অনেকেরই ধারণা, শারীরীক পরিশ্রমের মধ্যে না থাকলে এই ব্যথা হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র বডি পশ্চার বা বসার ধরনের কারণেই কাঁধে কিংবা পিঠে এ ধরনের ব্যথা হয় না। এর পেছনে আরও অনেক কারণ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত কাঁধ ও পিঠের ব্যথা হালকা ভাবে না নেওয়াই ভালো। এতে শরীরের ভারসাম্যের উপর বড় রকমের প্রভাব ফেলতে পারে। স্পাইনাল কর্ডে টান ধরলে পুরো শরীরের পশ্চারেই সমস্যা হতে পারে। এর ফলে ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, মনসংযোগে ঘাটতি এবং ঘুমের সমস্যাও হতে পারে। এই ব্যথার কারণে একটা সহজ কাজও কঠিন মনে হতে পারে।

অনিয়মিত ঘুম : শরীর পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পেলে মাংসপেশিতে এর প্রভাব পড়ে। রাত-ভর এপিঠ-ওপিঠ করতে থাকেন। এর ফলে মেরুদন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। যে কারণে কাঁধ এবং পিঠে বাড়তি চাপ পড়ে এবং অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

পুষ্টির অভাব: পেশি সুস্থ রাখতে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ম্যাগনেশিয়ামের মতো উপাদান খুবই জরুরি। শরীরে এসব উপাদানের ঘাটতি হলে পেশিতে টান ধরে, ব্যথাও হতে পারে। অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া এ সমস্যা অনেক বাড়ায়।

পিঠ ও কাঁধের ব্যথা কমাতে যা করবেন-

দিনে অন্তত ৩০-৪০ মিনিট পর পর শরীরে পশ্চার ঠিক করা উচিত। দীর্ঘ সময় বসে কিংবা দাঁড়িয়ে অর্থাৎ একই পজিশনে না থাকাই ভালো।

মানসিক চাপ কমাতে মেডিটেশন, যোগাসন, ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে পারেন।

দৈনিক অন্তত ৭-৮ ঘণ্টার গভীর ঘুম প্রয়োজন। এটা করতে ভুলবেন না।

ডায়েটে এমন সব খাবার রাখুন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি থাকে।

সমস্যা না কমলে অবশ্যই ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্য নেওয়া উচিত।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

বেশি হলুদ খেলে কী হয়

বাংলাদেশ ডেস্ক : রান্নাঘরের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হলুদ। তরকারি কিংবা ভাজাভাজি- প্রায় সব রান্নাতেই অল্প হলুদ দেওয়ার চল রয়েছে। হলুদ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আয়ুর্বেদে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয় হলুদ। কিন্তু কিডনির সমস্যা থাকলে কি হলুদ খাওয়া ঠিক? ভারতীয় গণমাধ্যম ‘এই সময়ে’র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাধারণত হলুদ কিডনির জন্য উপকারী। এটি কিডনির কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন যৌগ, দেহে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এটি দেহের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে এবং ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। তাই কিডনি ও রেচনতন্ত্রের জন্য উপকারী হলুদ। কিন্তু পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বেশি হলুদ খেলে কিডনির ক্ষতি? : ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন ইউরিনে অক্সালেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এর ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। তবে, হলুদ বেশি খেলেই যে কিডনিতে পাথর হবে তা ঠিক নয়। যদি আপনার কিডনি ঠিকমতো কাজ না করে কিংবা কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি থাকে, তখন মাত্রাতিরিক্ত হলুদ খেলে সমস্যায় পড়তে পারেন। আবার আপনি যদি রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান, সে ক্ষেত্রেও বিপদের ঝুঁকি থাকে অতিরিক্ত হলুদ খেলে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত হতে পারে।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি

এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights

70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

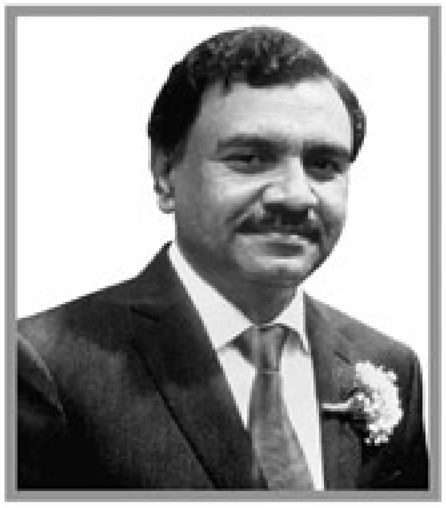

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা নিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিল করতে ট্রাম্পের নির্দেশ আদালতে আবারও স্থগিত

বাংলাদেশ ডেস্ক : সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞার পরিধি সংকুচিত করার সিদ্ধান্তের পরও, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশের কার্যকারিতা সারাদেশে স্থগিত রাখতে দ্বিতীয় একটি আদালত রায় দিয়েছে।গত ২৩ জুলাই ৯ম ইউএস সার্কিট কোর্ট অফ অ্যাপিলস ২-১ ভোটে রায় দেয় যে, চারটি ডেমোক্র্যাট-শাসিত

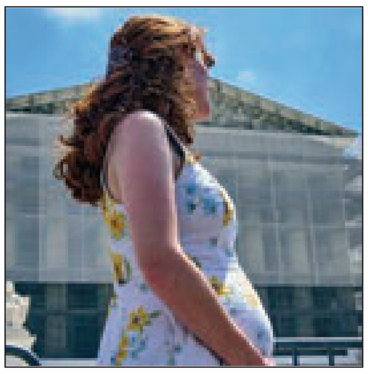

অঙ্গরাজ্য এই আদেশের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার অধিকার রাখে, কারণ একটি সীমিত নিষেধাজ্ঞা তাদের পুরোপুরি সুরক্ষা দিতে পারবে না।ইউএস সার্কিট জজ রোনাল্ড লিখেছেন, গোল্ড রাজ্যগুলোর বাসিন্দারা এমন কোনো রাজ্যে সন্তান জন্ম দিতে পারেন, যারা মামলার পক্ষ নয় এবং নির্বাহী আদেশের আওতাভুক্ত ব্যক্তি এসব রাজ্যে স্থানান্তরিত হবেন এটা অবশ্যম্ভাবী ।এই সিদ্ধান্তে গোল্ডের সঙ্গে একমত হন জজ মাইকেল হকিন্স, যিনি গোল্ডের মতো সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মনোনীত।তবে ট্রাম্প মনোনীত সার্কিট জজ প্যাট্রিক বুমাটেই ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এই চার রাজ্যের মামলাটি আনার কোনো বৈধ ভিত্তি নেই।

বুমাটেই লেখেন,আদালতের এখতিয়ারের সীমা এবং আমাদের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। নইলে, আমরা এমন বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নেই, যেগুলো আমাদের সামনে ঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি এবং আমাদের এখতিয়ার অতিক্রম করি। প্রশ্ন যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক বা মামলার দায়ভার যতই বড় হোক, আমাদের সব সময় 'বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার' সীমা মেনে চলতে হবে।এই রায় এসেছে সুপ্রিম কোর্টের গত জুন মাসের এক ৬-৩ রায়ের পর, যেখানে বিচারকরা ফেডারেল আদালতগুলোকে কোনো নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষমতা সীমিত করেন। তবে আদালত উল্লেখ করেন, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অভিযোগকারীরা এখনো দেশব্যাপী সুরক্ষা পেতে পারেন। ব্যক্তিরা শ্রেণিভুক্ত মামলা করতে পারেন এবং রাজ্যগুলো সম্পূর্ণ সুরক্ষা পেতে চাইলে সার্বজনীন নিষেধাজ্ঞা পেতে পারে ট্রাম্পের ওই নির্বাহী আদেশে বলা হয়, যদি শিশুর অন্তত একজন পিতামাতার স্থায়ী বৈধ অভিবাসন স্ট্যাটাস না থাকে, তাহলে জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মালেও সে নাগরিকত্ব পাবে না। এ পর্যন্ত যেসব আদালত এই আদেশের বৈধতা নিয়ে রায় দিয়েছে, তারা একে অসাংবিধানিক বলেই রায় দিয়েছে।সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর এটি দ্বিতীয়বারের মতো এই আদেশ সারাদেশে স্থগিত হলো।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের একজন ফেডারেল বিচারক আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের (এসিএলইউ) আবেদনের প্রেক্ষিতে গর্ভে থাকা শিশুদের একটি শ্রেণিভুক্ত হিসেবে গ্রহণ করে তাদের ওপর আদেশ কার্যকর করা স্থগিত রাখেন।৯ম সার্কিট কোর্টের মামলাটি এনেছিলেন ওয়াশিংটন, অ্যারিজোনা, ইলিনয় এবং ওরেগনের ডেমোক্র্যাট অ্যাটর্নি জেনারেলরা। গত ২৩ জুলাই আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মত জানায়, ট্রাম্পের আদেশ আংশিকভাবে কার্যকর থাকলে এই চার রাজ্যের ওপরই বোঝা থেকে যাবে।বিচারপতি গোল্ড লিখেছেন, এটা ঠেকাতে হলে রাজ্যগুলোকে তাদের মেডিকেইড, শিশুস্বাস্থ্য (সিএইচআইপি) এবং টাইটেল আইভিই প্রোগ্রামগুলোর যোগ্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতি পুরোপুরি বদলাতে হবে। এই কারণে সীমিত নিষেধাজ্ঞাতেও রাজ্যগুলো একই ধরনের অপূরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি হবে, যেমনটা কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলে হতো।

ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে জাতিসংঘে সরব বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের গণহত্যা ও বর্বরতা বন্ধে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ফিলিস্তিন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান। নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। তৌহিদ হোসেন বলেন, ইসরায়েল এখন পর্যন্ত ৫৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যা গণহত্যার শামিল। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ীদের বিচারের আওতায় আনারও দাবি জানান তিনি।

তিনি ফিলিস্তিনের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে বাংলাদেশের অটল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো ইসরাইল ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি। গাজা পুনর্গঠনে আরব পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের নেতৃত্বে গাজা পুনর্গঠনে অংশ নিতে প্রস্তুত। এছাড়া গাজায় জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টা কঠোরভাবে প্রতিহত করারও আহ্বান জানান তিনি। ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থন ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফ্রান্স ও সৌদি আরবের যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'জাতিসংঘ হাই লেভেল ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ফর দ্য পিসফুল সেটেলমেন্ট অব দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন এন্ড দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অব দ্য টু স্টেট সল্যুশন' শীর্ষক এ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ১১৮টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছে।

১ কোটি মানুষকে সতর্ক করতে ব্যর্থ গুগল

বাংলাদেশ ডেস্ক : ২০২৩ সালে তুরস্কে সংঘটিত প্রাণঘাতী ভূমিকম্পের সময় গুগলের ভূমিকম্প পূর্ব-সতর্কতা ব্যবস্থা ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়েছিল বলে স্বীকার করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সেই সময় গুগল দাবি করেছিল, তাদের অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম ভালোভাবে কাজ করেছে। কিন্তু এখন প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, ভূমিকম্পের সময় অন্তত ১ কোটি মানুষ যাদের ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে ৯৮ মাইলের মধ্যে অবস্থান ছিল, তাদের সতর্কবার্তা পাঠানোর সুযোগ থাকলেও পাঠানো হয়েছিল মাত্র ৪৬৯টি 'ইমারজেন্সি সতর্কবার্তা'। গুগল আরও জানায়, প্রায় ৫ লাখ মানুষকে কম গুরুত্বের 'সতর্ক থাকুন' ধরনের বার্তা পাঠানো হয়েছিল, যা খুব বেশি ঝাঁকুনি না হলে ডিভাইসে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় না বা 'ডু নট ডিস্টার্ব' মোডে থাকা ফোনেও শব্দ করে না। অন্যদিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা- যা সাধারণভাবে 'জীবন-ঝুঁকিপূর্ণ কাঁপুনি' শনাক্ত হলে প্রেরণ করা হয়- সেটিই তখনকার মতো কার্যকর হয়নি।

তুরস্কে ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ভোর ৪টা ১৭ মিনিটে প্রথম ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। অধিকাংশ মানুষ তখন ঘুমিয়েছিলেন। দুই দফা ভূমিকম্পে ৫৫ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত এবং ১ লাখেরও বেশি আহত হন। গুগলের ওই সতর্কতা ব্যবস্থা সচল ছিল, তবে ভূমিকম্পের মাত্রা ও কাঁপুনির তীব্রতা যথাযথভাবে নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছিল। কীভাবে কাজ করে গুগলের সতর্কতা ব্যবস্থা? গুগলের অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম চালিত অসংখ্য ফোনের মধ্যকার সেন্সরের মাধ্যমে কাঁপুনি শনাক্ত করে। যেহেতু ভূমিকম্পের তরঙ্গ মাটির ভিতর ধীরে ছড়ায়, তাই কিছু সেকেন্ড আগেই সতর্কবার্তা পাঠানো সম্ভব হয়। -বিবিসি

নিউইয়র্কের কারাবন্দিদের জন্য বিনামূল্যে ফোনকলের সুবিধা

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক রাজ্যের কারাবন্দিরা এবার থেকে বিনামূল্যে ফোনকল করতে পারবেন। রাজ্যের কারা ও সমাজসেবা বিভাগ ঘোষণা দিয়েছে আগামী ১ আগস্ট থেকে এই নতুন নীতিমালা কার্যকর হবে।এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কারাগারে থাকা বন্দিরা কারা ফোন অথবা ব্যক্তিগত ট্যাবলেট ব্যবহার করে পরিবারের সঙ্গে বিনামূল্যে কথা বলার সুযোগ পাবেন। এতদিন পর্যন্ত বন্দিদের প্রতিটি কলের জন্য অর্থ প্রদান করতে হতো। যা তাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য একটি "ব্যতিক্রমধর্মী আর্থিক বোঝা" হিসেবে বিবেচিত ছিল।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, এটি একটি মানবিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। তারা দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দিদের সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ সহজ করার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন।রাজ্যের কারা বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখা, মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন, এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হবে।প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এই সু-বিধার ফলে রাজ্যের প্রায় ৩০ হাজারের বেশি বন্দি উপকৃত হবেন।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক
জ্যামাইকা ফার্মেসী
আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক-
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি
Now we accept CVS CAREMARK
✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓OTC Card
আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances
ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়
JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

সাইবার হামলায় মার্কিনীদের সবচেয়ে বেশি তথ্য বেহাত?

বাংলাদেশ ডেস্ক : সাইবার আক্রমণের ফলে বেশিরভাগ মার্কিন গ্রাহকের তথ্য চুরি হয়েছে বলে জানিয়েছে জার্মানভিত্তিক এক সু-পরিচিত বীমা কোম্পানি।

‘অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অফ নর্থ আমেরিকা’ বা ‘অ্যালিয়ান্ জ লাইফ’ নামের ওই বীমা কোম্পানিটি বলেছে, তাদের ১৪ লাখ উত্তর আমেরিকার গ্রাহকের মধ্যে অধিকাংশের ব্যক্তিগত তথ্য হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা।

এক বিবৃতিতে কোম্পানিটি বলেছে, ‘তারা যে তৃতীয় পক্ষের ক্লাউডনির্ভর সিআরএম সফটওয়্যার ব্যবহার করে, সেই সফটওয়্যারে ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে এ বছরের ১৬ জুলাই অনুপ্রবেশ করেছে সাইবার অপরাধীরা।’

বীমা কোম্পানিটি আরো বলেছে, ওই সাইবার হামলায় ‘সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল ব্যবহার করে অ্যালিয়ান্ জ লাইফ-এর গ্রাহক, আর্থিক উপদেষ্টা ও নির্দিষ্ট কিছু কর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে হ্যাকাররা। এসব তথ্য দিয়ে সহজেই কাউকে শনাক্ত করা যায়, যেমন কারো নাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি।’

‘সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং’ সাইবার আক্রমণ পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীদের চাপ দিয়ে বা ভুয়া পরিচয় দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন তথ্য হাতিয়ে নেয় হ্যাকাররা। যেমন– তারা কোনো বিশ্বস্ত কোম্পানি বা ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করে মানুষকে ঠকিয়ে তথ্য আদায় করে।

কোম্পানিটি বলেছে, এ সাইবার হামলা বা তথ্য ফাঁসের ঘটনা কেবল ‘অ্যালিয়ান্ জ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অফ নর্থ আমেরিকা’র ওপরই প্রভাব ফেলেছে। অন্য কোনো অ্যালিয়ান্ জ গ্রুপের কোম্পানি এ সাইবার আক্রমণের শিকার হয়নি।

বিবিসি লিখেছে, তথ্য ফাঁসের এ ঘটনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে জানিয়েছে কোম্পানিটি। তবে তাদের কতজন গ্রাহকের তথ্য চুরি হয়েছে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা জানায়নি তারা।

বিবৃতিতে কোম্পানিটি আরো বলেছে, তথ্য ফাঁস ঠেকাতে ‘তৎক্ষণিক ব্যবস্থা’ নেয়ার পাশাপাশি ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত দপ্তর এফবিআইকেও তারা জানিয়েছে।

কোম্পানিটি বলেছে, ‘অ্যালিয়ান্ জ লাইফের নিজস্ব নেটওয়ার্ক বা অন্যান্য কোম্পানির সিস্টেমে কোনো অনুপ্রবেশের প্রমাণ মেলেনি, বিশেষ করে তাদের পলিসি ম্যানেজের সিস্টেমে প্রবেশের কোনো প্রমাণ নেই। হ্যাকিং কেবল ওই তৃতীয় পক্ষের সিস্টেমেই হয়েছিল, কোম্পানির মূল বিভিন্ন সিস্টেম নিরাপদ রয়েছে।’

বিশ্বজুড়ে সাড়ে ১২ কোটির বেশি গ্রাহক রয়েছে অ্যালিয়ান্ জ-এর। তারা বলেছে, তথ্য ফাঁসের এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখনও তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে তারা।

এনওয়াইপিডি অফিসার দিদারুলের মৃত্যুতে বাংলাদেশ সোসাইটির শোক

নিউইয়র্ক, ২৯ জুলাই:বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক. গভীর শোক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে এনওয়াইপিডি'র গর্বিত কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামকে, যিনি কর্তব্যরত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে শহীদ হয়েছেন। অফিসার দিদারুল ইসলাম নিউইয়র্ক সিটিতে তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন অসীম সাহস, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে। তাঁর অকাল মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবার ও সহকর্মীদের জন্য নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের সবার হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সোসাইটির সভাপতি মোঃ আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলি এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ এক যৌথ শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তাঁরা বলেন, "কমিউনিটির একজন সাহসী সন্তানের এভাবে চলে যাওয়া আমাদের গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। আমরা সকল প্রবাসীর কাছে দোয়া কামনা করি, মহান আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন।" বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকেও মরহুমের আত্মার শান্তি এবং তাঁর পরিবারের ধৈর্য ও শক্তি কামনা করে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

বিআইএলএসের বার্ষিক রকল্যান্ড

নিউইয়র্ক: বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার লক্ষ্যে বেঙ্গলি ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি সোসাইটি (বিআইএলস) গত ২৫ ও ২৭ জুলাই রকল্যান্ড কাউন্টির আয়োজন করেছিল থ্রিফোল্ড কমিউনিটিতে তিনদুদিনব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক রকল্যান্ড রিট্রিট এন্ড বুক ফেয়ার আয়োজন করেছিল। এবারের উৎসবের থিম ছিল 'পিঠা। বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে পিঠার রূপ, রস ও তাৎপর্যকে ঘিরেই সাজানো হয় বিভিন্ন আয়োজন। ২৫ জুলাই শুক্রবার উৎসবের সূচনা হয় স্বেচ্ছাসেবক ও অনুদানদাতাদের জন্য বিশেষ সংবর্ধনা ও নৈশভোজের মাধ্যমে। ২৬ জুলাই সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় মূল কর্মসূচি গায়ানা মেলা, ফিটনেস ও যোগচর্চা, সৃজনশীল হাঁটা, মৌচাষ, খামার ভিজিট, সাঁতারসহ প্রকৃতিনির্ভর নানা সেশন। বিকেল ৩টা থেকে শুরু হয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আয়োজন। ২৭ জুলাই বইমেলা প্রথম পর্বে অসীম সাহার উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন ইওখঝ-এর সভাপতি ড. ধনঞ্জয় সাহা, ডাস ফ্যামিলি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. শান্তনু দাস। যুক্ত হন আন্তর্জাতিক অনুবাদক ও সাহিত্যিক ক্যারোলিন রাইট, ভিদজা মুরলিধর, লিজি রহমান, দিলারা হাফিজসহ বিশিষ্ট লেখক-শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে অংশ নেন রকল্যান্ডের কবিরা এবং এনডেভার ২১+ গ্রুপের অটিস্টিক তরুণ-তরুণীরা, যারা নিজেদের লেখা, সংগীত ও শিল্পকর্ম পরিবেশন করেন। দিনভর চলে থ্রিফোল্ড দর্শনের খাদ্যভাবনা, পিঠা বিষয়ক আলোচনা, আর্ট থেরাপি, কবিতা পাঠ, ছোটগল্প উপস্থাপন, বই ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী এবং বহুভাষিক পোয়েট্রি স্ল্যাম — যেখানে বাংলা, ইংরেজি, পোলিশ ও স্প্যানিশ ভাষায় পরিবেশিত হয় কবিতা। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় সংগীত, নৃত্য, কবিতা, শ্রুতি-নাটক এবং মুক্তমঞ্চের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পরিবেশনা। ২৭ জুলাই সকালে লেখালেখি ও প্রকাশনা বিষয়ক আলোচনা সেশনে অংশ নেন

ড. হাওয়ার্ড র‍্যাঙ্কিন, রকল্যান্ডের পোয়েট লরিয়েট হুয়ান পাবলো এবং নজরুল বিষয়ক আলোচনায় যুক্ত হন স্টিফেন ওয়াটস ও ডেভিড লী মরগান।

বইমেলার দ্বিতীয় পর্বে দুপুরে শুরু হয় শিশু-কিশোর ও সর্বসাধারণের জন্য সৃজনশীল লেখালেখি প্রতিযোগিতা, যেখানে অংশ নেয় প্রায় ২৬ জন। পরে আড্ডা ডেন্স একাডেমির সভাপতি আলপনা গুহ ও আবৃত্তিকার সুমিত্রা সেনের পরিচালনায় ছোটদের ডেন্স অনুষ্ঠিত হয় এতে আড্ডার শিশু শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন ।আবৃত্তিকার ও উপস্থাপিকা মুনমুন সাহার উপসহাপনায় বহ্নিশিখা ফাউন্ডার সভাপতি, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্বও সংগীত পরিচালক ডঃ সবিতা দাস পরিচালনায় কোরাস গান ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন হয় । আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার ও সিনিয়র ফটো সাংবাদিক তাপস সাহা , কবি বনানী সিনহা, প্রমুখ ।

মতলব সমিতির বনভোজন অনুষ্ঠিত

জলি আহমেদ... 'প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক বরাবরের মতো এবারও বনভোজন করেছে গত ২৭ জুলাই রোববার। ইন্ডিয়ান ওয়েল স্টেট পার্কের শ্যামল ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে এ বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত বনভোজনে বিপুল সংখ্যক মতলববাসী অংশ নেন। পার্কের খোলা মাঠে খেলাধুলাসহ নানান আনন্দ উপভোগ করেন নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোররা। উপস্থিত ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরাঃ রাজীব, হোসনে আরা বেগম, শান্তনু সাজ্জাদ, আরিফ অর্ণব। বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মোঃ নাজমুল এ ফারুক উপদেষ্টা, প্রবাসী মতলব সমিতি আর ও উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার, উপদেষ্টা প্রবাসী মতলব সমিতি, মানিক মিয়া উপদেষ্টা প্রবাসী মতলব সমিতি, মিয়া ওবায়দুর রহমান লিটন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মোঃ ফয়েজ উল্লাহ প্রধানপ্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সংগঠনের সভাপতি মো. রবিউল আলমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. নাজির উদ্দিন পাটওয়ারীর (সোহেল) পরিচালনায় বনভোজন আনননন্দমুখর হয়ে ওঠে। খেল-াধুলায় অংশগ্রহণকারী এবং র‍্যাফল ড্র বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মধ্যদিয়ে বনভোজনের কার্যক্রম শেষ হয়। র‍্যাফল ড্রতে ছিল আকর্ষণীয় পুরস্কার। এরমধ্যে প্রবাসী মতলব সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কবির রতনের সৌজন্যে প্রথম পুরস্কার ছিল নগদ ১ হাজার ডলার। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ছিল স্বর্ণের গহনা, চতুর্থ পুরস্কার ল্যাপটপ। মোট ১০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার ছিল। বনভোজন উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মো. রবিউল আলম বলেন, সামনে সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে যাবো।

বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ফারুক হোসেন পাটোয়ারী, সদস্য সচিব ছিলেন জয়নাল আবেদীন। সদস্য ছিলেন- গোলাম কিবরিয়া তপন, মো. দেলোয়ার হোসেন, মো. কামরুল আমিন সুমন, মো. শফিকুল ইসলাম ও বিল্লাল মৃধা। বনভোজন উপলক্ষে "হ্রদয়ে মতলব " নামে বিশেষ প্রকাশনা প্রকাশ করা হয় সেটির মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট লেখক হুমায়ূন কবীর ঢালি।

বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ এসেম্বলি অফ ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলামসহ (কলিম) আরও অনেকে। তত্ত্বাবধানে ছিলেন- মো. কবির রতন, মো. শাহাদাত হোসেন, গোলাম সারোয়ার দুলাল, জোতিষ চন্দ্র কির্তনীয়া, মো. ফয়েজ উল্লাহ প্রধান, মিঞা ওবায়েদুর রহমান। সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন- সাকিল মিয়া, ভবোতোষ সাহা, মো. হাবিবুর রহমান, সীমা জামান এবং কে আলম। সহযোগিতায় ছিলেন- মো. এমদাদুল হক, তৌহিদুল ইসলাম মানিক, রাবেয়া বসরী, সরোয়ার ফারুক হোসেন, মিয়া ফয়েজ আহমেদ, জাহিদুর রহমান, হাবিবুর রহমান, তপন সাহা, মাহবুবুর রহমান তারেক, মো. আবু সালেক সুমন, সাহিদা খানম, মানসুরা আকতার, মো. আনোয়ার হোসেন মিয়াজী, সূধন চন্দ্র, আলী আজম, মো. বিল্লাল হোসেন মৃধা, আল আমিন হাওলাদার, উত্তম চন্দ্র, জিসান আহমেদ, রিয়াদ নেতা। প্রচার সম্পাদক হলেন এমদাদুল হক।

লন্ডনে সার্কেল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপর স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

লন্ডন প্রতিনিধি, যুক্তরাজ্য: ব্রিটিশ শাসনামলের বৃহত্তর শ্রীহট্ট/সিলেট জেলার (বর্তমান সিলেট বিভাগ) স্থানীয় সরকারের সার্কেল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সরপঞ্চ পদ্ধতি এবং নবীগঞ্জ থানার ৩৯নং সার্কেল পঞ্চায়েতের সহোদর সরপঞ্চ, ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সংগঠক এবং সনাতন দাস ও দীননাথ দাস স্মারকগ্রন্থ 'কালের অভিজ্ঞান'র মোড়ক উন্মোচন হয়। গত সোমবার ২৮ জুলাই সন্ধ্যায় পূর্বলন্ডনের ভ্যালেন্স রোডে বাংলার স্বাদ রেষ্টুরেন্টে সাংবাদিক-গবেষক মতিয়ার চৌধুরী প্রমুখ সম্পাদিত গ্রন্থের সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য শাহ আতিকুল হক কামলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালমনাই এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান। মূল আলোচক উপস্থিত ছিলেন- গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা ফারুক আহমদ, লেখক ও ইতিহাস বিষয়ক গবেষক ডা. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ থেকে আগত কবি হাসিবা মুন। ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি ড. আনসার আহমেদ উল্লাহর সঞ্চালনায় শুরুতে স্বাগত

বক্তব্য রাখেন গ্রন্থের সম্পাদক সাংবাদিক-গবেষক মতিয়ার চৌধুরী। গ্রন্থ থেকে সরপঞ্চ অধ্যায়ের উপর পাঠ করেন- বাচিক শিল্পী ও সংবাদ পাঠিকা মুনিরা পারভিন, ঢাকা বিভাগের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর শ্রীহট্টের রাজস্ব জিলা ও পরগনা অধ্যায় থেকে পাঠ করেন কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মি স্মৃতি আজাদ, গ্রন্থের সম্পাদকীয় অধ্যায় থেকে আলোকপাত করেন সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য সাংবাদিক ও কবি মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন- টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র আকিকুর রহমান, রাজনীতিবিদ শাহ জাহান আহমদ, ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সেক্রেটারী ও টিভি উপস্থাপক মিজানুর রহমান মিরু, স্বদেশ বিদেশ সম্পাদক সাংবাদিক বাতিরুল হক সরদার, তরুন গবেষক দেলওয়ার রহমান চৌধুরী, কবি এডভোকেট মুজিবুল হক মনি, লন্ডনে রাধারমণ উৎসবের প্রবর্তক সাবেক ফুটবলার জোবায়ের আহমদ হামজা, লন্ডনে দীগলবাক ইউনিয়ন ডেভল্যাপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এম. এ. মতিন, ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির ফাউন্ডার সভাপতি অধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাহেদ রহমান, সাংবাদিক কবি আজিজুল আম্বিয়া, সাংবাদিক কামরুল আই রাসেল, সাংবাদিক সেজু মিয়া, নারী নেত্রী আনজুমান আরা আঞ্জু, এডভোকেট সফিক উদ্দিন আহমদ, কবি নোমান আহমদ, হামজা রহমান, মাজিদুর চৌধুরী প্রমুখ।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

কার্যকর সংস্কার না করলে স্বৈরাচার আবার ফিরবে : ড. ইউনূস

ঢাকা : চলমান সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ওপরে একটা প্রলেপ দেওয়া পরিবর্তন না; গভীর পরিবর্তন করতে হবে। অন্যথায় যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আজ কথা বলছি, আবার ঘুরেফিরে সে চলে আসবে; যতই আমরা সামাল দিই, যতই সংস্কার করি। আমাদের আরও গভীর সংস্কার দরকার। গত ২৯ জুলাই বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনের ওপর জাতিসংঘের ঢাকা কার্যালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বছরের পর বছর আয়নাঘরে নির্মম অত্যাচার হয়েছে। সেখানে বৈদ্যুতিক চেয়ার রেখেছে, সেগুলো তো আমাদের দেখার সুযোগ হয়নি। সেই কাহিনিগুলো মিলেই এখনকার বাংলাদেশ। তিনি বলেন, জাতির ভেতরে এমন কিছু রয়ে গেছে, যতই শাস্তি দিই, সেটির বীজ বোধ হয় আমাদের মধ্যে থেকে যাবে। এই বীজ থেকে কীভাবে মুক্তি এটাই আজকে জানার বিষয়, চ্যালেঞ্জের বিষয়। জুলাইয়ের শিক্ষা থেকে নতুনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারলেই জাতি হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করব। জুলাই আমাদের পুনর্জন্মের মাস, এটি শুধু স্বৈরাচারী মুক্তির মাস না। ড. ইউনূস বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে, একটি নতুন ধারার রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিস্তৃত জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে আমরা কাজ করছি। লক্ষ্যটা পরিষ্কার এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সব বাংলাদেশি শান্তিতে, গর্বের সঙ্গে, মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে পারবে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিচার নিশ্চিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সংস্কারের পাশাপাশি জুলাইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের আইনের আওতায় আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। ন্যায়বিচার মানে শুধু শাস্তি নয়; ন্যায়বিচার মানে এমন একটি রাষ্ট্র গঠন, যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা আর কখনও জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জাতির ত্যাগ, সাহস এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহায়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ড. ইউনূস বলেন, এটি ছিল এমন এক মুহূর্ত, যখন হাজার হাজার বাংলাদেশি নারী ও পুরুষ, যাদের অধিকাংশই তরুণ; অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দেশের মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধার করেছিল। তাদের সাহস শুধু জাতির জন্য নয়, গোটা মানবজাতির পক্ষেই উচ্চারিত হয়েছিল। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষত জাতিসংঘ সব সময় বাংলাদেশের পাশে থেকেছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে রোহিঙ্গা সংকট এবং গত বছরের জুলাই ও আগস্টের অন্ধকার দিনগুলোতেও। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, গত বছরের ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার প্রায় এক হাজার ৪০০ মানুষ প্রাণ হারান। এই সহিং-সতা ছিল পরিকল্পিত, সংগঠিত এবং পূর্ববর্তী সরকারের সর্বোচ্চ স্তর থেকে পরিচালিত। এই সহিংসতা শুধু নিন্দনীয় নয়, বরং তা মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পর্কেও গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিবিসি ও আলজাজিরার প্রতিবেদনেও বিষয়গুলো উঠে এসেছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, এ জন্য একটি বিস্তৃত সুপারিশমালাও জাতিসংঘ দিয়েছে। বর্তমান সরকার মানবাধিকার সুরক্ষায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি দণ্ডবিধির সংশোধন, গুমের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগদান এবং জাতিসংঘের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সইয়ের কথা তুলে ধরে বলেন, এ চুক্তির আওতায় ঢাকায় একটি সহায়তাকারী মিশন গঠিত হচ্ছে, যা সরকার ও সুশীল সমাজকে কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আমরা এমন একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য কাজ করছি যার লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করা। এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে সবাই শান্তি, স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে। গত ২৯ জুলাই দুপুর থেকে জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সমাপনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ সময় আরও বক্তব্য দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান, এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন, জুলাইয়ে শহীদ হওয়া নাফিসের বাবা গোলাম রহমান এবং শহীদ সৈকতের বোন সাবরিনা আফরোজ শ্রাবন্তী। ধারণ করা ভিডিওর মাধ্যমে বার্তা দেন জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনার ভলকার তুর্ক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন ঢাকার জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হুমা খান। সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতের ওপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7.)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সাউথ জ্যামাইকা এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : শিশু-কিশোর-কিশোরী সহ বয়োবৃদ্ধ প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনোদনের জন্য সাউথ জ্যামাইকা এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বনভোজন অয়োজন করেছে। গত ২৭ জুলাই রোববার দিনব্যাপী কুইন্সের আর্চি স্পীংনার পার্কে ব্যতিক্রমী এই বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট বক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেন। বিশেষ করে শিশু-কিশোর-কিশোরী সহ বয়োবদ্ধ নর-নারীর অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস। দুপুরে রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্ট্রিবোর্ড সদস্য, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এসময় আয়োজক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বনভোজনের চিরাচরিত নিয়ম রৌদ্রজ্জল পরিবেশে গাছ-গাছালীর নীচে বসে দেশীয় খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজ ছাড়াও বনভোজন অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, বিভিন্ন খেলাধুলা, র‌্যাফল ড্র ও পুরষ্কার বিতরণ। মূলত: বেলা ১১টা থেকে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বনভোজনের কর্মকান্ড চলে।

বনভোজনে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে খানস টিউটোরিয়াল-এর চেয়ারপার্সন নাঈমা খান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার (একাংশ) সহ সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, বাংলাদেশ সোসাই-টির সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ আখতার বাবুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য পুরষ্কারের মধ্যে ছিলো কাজী হোসাইনের সৌজন্যে স্বর্নের চেইন, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সৌজন্যে বড় টিভি, বেলাল আহমেদের সৌজন্যে মিডিয়াম টিভি, জাহিদ আলমের সৌজন্যে অ্যাপল আইপ্যাড, নাজমুস সাকিবের সৌজন্যে মাইক্রোওভেন, পুতুলের সৌজন্যে ডিনার সেট প্রভৃতি।

এই বনভোজন আয়োজনে জহুরুল আমীন তফাদার, ইমরান উদ্দিন ও খাইয়ুল হাসান মিলু ছাড়াও উল্লেখযোগ্য উদ্যোক্তা ছিলেন প্রবীণ প্রবাসী কাজী আতাউর রহমান ও প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল খালেক তরফদার সহ এখলাসুর রহমান চৌধুরী, সাংবাদিক আব্দুল মুস্তাকিম চৌধুরী, আব্দুল হাফিজ আব্দার, সাংবাদিক বেলাল আহমেদ, আজি-জুল হক নোমান, মহসিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রাহমান, মিলু আহমদ, ইকবাল খান, ইকবাল আহমদ, বুরহান আহমদ, আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, রুকন আহমদ, সদরুল আলম, কাওসার আহমদ, হাসান আহমদ, আসাদ আহমদ প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দাম রেকর্ড বেড়েছে, কারণ কী

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দামে রেকর্ড হয়েছে। সাধারণত বারবিকিউ মৌসুম উপলক্ষে বছরের এ সময় দাম ঊর্ধ্বমুখী থাকে। তবে চলতি বছর রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দামে এমন ঊর্ধ্বগতি থেকে ক্রেতারা খুব শিগগির রেহাই পাচ্ছেন না। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে এক পাউন্ড (প্রায় আধা কেজি) গরুর মাংসের কিমার গড় দাম দাঁড়িয়েছে ৬ ডলার ১২ সেন্টে। বছরের ব্যবধানে এ দাম প্রায় ১২ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে সব ধরনের রান্না না করা মাংসের বড় টুকরার (বিফ স্টেক) গড় দাম বেড়ে হয়েছে পাউন্ডপ্রতি ১১ ডলার ৪৯ সেন্ট। এক বছরের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ৮ শতাংশ। তবে এ মূল্যবৃদ্ধি নতুন নয়। ২০ বছর ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দাম ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। কারণ, মাংসের চাহিদা বেশি থাকলেও গরুর সরবরাহ কমতির দিকে। এমনকি কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে গবাদিপশুর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমছে। দেশটির কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৬৭ লাখ। এটি ২০১৯ সালের তুলনায় ৮ শতাংশ কম ও ১৯৫১ সালের পর সর্বনিম্ন। খরা, গরুর মূল্যবৃদ্ধিসহ নানা কারণে গবাদিপশুর সংখ্যা কমে গেছে। এর সঙ্গে নতুন করে যোগ হয়েছে মেক্সিকোতে একটি পরজীবীর বিস্তার ও ব্যাপক শুল্ক আরোপের আশঙ্কা। আর এসব কারণে গরুর মাংসের সরবরাহ আরও কমতে ও দাম আরও বাড়তে পারে।

গবাদিপশুর সংখ্যা হ্রাস : টেক্সাস এঅ্যান্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ডেভিড অ্যান্ডারসনের মতে, প্রযুক্তির মাধ্যমে বড় আকৃতির গরু উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়লেও ২০২০ সালে শুরু হওয়া দীর্ঘ খরার কারণে পশু খাবারের দাম বেড়েছে। এর পর থেকে পশ্চিমাঞ্চলজুড়ে খরা অব্যাহত রয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে এমনিতেই স্বল্প লাভে পরিচালিত খামারগুলো চাপে পড়ে যায়। ফলে অনেক খামারি তাঁদের প্রজননক্ষম গরু জবাই করে দেন। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বাজারে গরুর মাংসের জোগান বাড়লেও গরুর সংখ্যা কমে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে গরুর দাম আকাশচুম্বী। এখন একেকটি গরু বিক্রি হচ্ছে হাজার হাজার ডলারে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, একেকটি গরু ১০০ পাউন্ড (প্রায় ৪৫ কেজি) ২৩০ ডলারের বেশি দাম ধরে বিক্রি হচ্ছে। এমন বেশি দাম অনেক খামারিকে এখনই গরু বিক্রি করে বেশি মুনাফা তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করছে। প্রজননের উদ্দেশ্যে তাঁরা গরুগুলো না রেখে বিক্রি করে দিচ্ছেন। টেক্সাস এঅ্যান্ডএমের ডেভিড অ্যান্ডারসনের মতে, ভবিষ্যতে দাম কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় অনেকেই এখন গরু বিক্রির দিকে ঝুঁকছেন।

রোগের ব্যাপকতা : মেক্সিকোর গবাদিপশুর পালে একটি মাংসাশী পরজীবীর আবির্ভাবের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংস সরবরাহ আরও চাপে পড়েছে। এ ঝুঁকির কারণে গত বছর যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে গরু আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে জবাই হওয়া ৪ শতাংশ গরুই আসে মেক্সিকো থেকে। ওই পরজীবী টেক্সাসে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কৃষি কর্মকর্তারা।

শুল্কের আশঙ্কা : যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর ৪০০ কোটি পাউন্ড গরুর মাংস আমদানি করে। এর বড় অংশ আসে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থেকে। এগুলোর ওপর এখনো ১০ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। তবে ব্রাজিল থেকে আসা মাংসের ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। দীর্ঘ মেয়াদে এ শুল্ক কার্যকর হলে মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের খরচ বাড়বে।

দাম কমার সম্ভাবনা কম : এখন যুক্তরাষ্ট্রে বারবিকিউ মৌসুম চলছে। এ সময় গরুর মাংসের চাহিদা বরাবরের মতোই তুঙ্গে। কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির কৃষি অর্থনীতিবিদ গ্লিন টনসোর বলেছেন, এ চাহিদাই মূলত গরুর মাংসের দামকে ঊর্ধ্বমুখী রাখতে সাহায্য করছে। তবে দাম বাড়লেও ক্রেতাদের মধ্যে এখনো মুরগি বা শূকরের মাংসের মতো বিকল্প পণ্য কেনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। স্টেক হোক বা কিমাড়ভোক্তারা এখনো গরুর মাংসই বেশি কিনছেন। টনসর বলেন, চাহিদা বেশি থাকায় গরুর মাংসের দামও চড়া থাকবে। অর্থনীতিবিদ বার্ন্ট নেলসন বলছেন, সম্প্রতি খরা কিছুটা কমেছে। ফলে চারণভূমির অবস্থা উন্নত হয়েছে। একই সঙ্গে শস্যের দাম কমছে। এ অনুকূল পরিস্থিতিতে খামারিরা হয়তো এখন গরু বিক্রি না করে প্রজননের দিকে মনোযোগ দেবেন। কিন্তু একটি নতুন গরু উৎপাদন করে বাজারে তুলতে অন্তত দুই বছর সময় লাগে। ফলে এর ইতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়তে অনেক দেরি হবে। মৌসুম শেষে সাধারণত গরুর মাংসের দাম কিছুটা কমে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ বছর দাম কমতে পারে খুব সামান্যই।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে
১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

নিউইয়র্ক সিটির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের মামলা

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন নিউ ইয়র্ক সিটির স্যাংচুয়ারি বা অভয়ারণ্য অভিবাসন নীতিমালা আইনগুলোকে অসাংবিধানিক দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করেছে। কারণ গত সপ্তাহে এক মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি) এজেন্টকে গুলি করে আহত করার ঘটনায় অভিযুক্তরা ছিলেন অপরাধপ্রবণ অবৈধ অভিবাসী। এই মামলার মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্দেশ্য হলো নিউ ইয়র্ক সিটির অভয়ারণ্য অভিবাসন আইনের বৈধতা বাতিল করা। এই পদক্ষেপ মেয়র এরিক অ্যাডামসকে একটি বিব্রতকর অবস্থানে ফেলেছে, কারণ তিনি ট্রাম্পের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং অভিবাসন দমন নীতিতে প্রেসিডেন্টের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে এর আগেও সিটি হল ও হোয়াইট হাউজের মধ্যে আইনি লড়াই হয়েছে। মেয়র অ্যাডামসের প্রশাসন ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে এবং আরো পাঁচটিতে পক্ষভুক্ত। এই মামলা গত ২৪ জুলাই নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে দায়ের করা হয়েছে। মামলায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, স্যাংচুয়ারি আইনগুলো 'ফেডারেল সরকারের অভিবাসন আইন প্রয়োগের ক্ষমতা ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে তৈরি' এবং তাই এগুলো মার্কিন সংবিধানের 'সাপ্রেমেসি ক্লজ' লঙ্ঘন করে। কারণ অভিবাসন আইন প্রয়োগে ফেডারেল সরকারের পূর্ণ অধিকার আছে।

মামলার আসামিদের তালিকায় রয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি নিজে, মেয়র এরিক অ্যাডামস, সিটি কাউন্সিল স্পিকার অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস, সংশোধন বিভাগের কমিশনার লিনেল ম্যাগিনলি-লিডি এবং পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ। মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ একটি পোস্টে লেখেন, 'ন্যায়বিচার বিভাগ নিউ ইয়র্ক সিটি ও মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, কারণ তারা স্যাংচুয়ারি সিটি নীতির মাধ্যমে আইন প্রয়োগে বাধা দিচ্ছে। নিউ ইয়র্কের নেতারা যদি নিজেদের নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে না পারেন, তাহলে আমরাই সেই দায়িত্ব নেব।' এই মামলা এমন এক সময়ে দায়ের করা হয়েছে, যখন মাত্র এক সপ্তাহ আগে দুই অবৈধ অভিবাসী অভিযোগ অনুযায়ী এক সিবিপি অফিসারকে তার মুখ ও পায়ে গুলি করে আহত করে, একটি ডাকাতির চেষ্টার সময়। মামলায় বলা হয়েছে, অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে আগে একাধিকবার গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং তাদের একজনকে আইসিইর ট্রান্সফার অনুরোধ সত্ত্বেও সিটির স্যাংচুয়ারি আইনের কারণে ছেড়ে দেয়া হয়। মামলায় বলা হয়েছে, নিউ ইয়র্ক সিটির স্যাংচুয়ারি নীতিমালা না থাকলে এই মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো যেত। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, এই আইনগুলো স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্টদের মধ্যে সহযোগিতা সীমিত করে দেয়, যার ফলে অগণিত অপরাধী মুক্তি পেয়েছে, যাদের অভিবাসন আইনের আওতায় আটক রাখা উচিত ছিল। সিটি আইনের অধীনে, কেবল তখনই আইসিইর ডিটেইনার অনুরোধ মানা হয়, যদি তারা একটি স্বাক্ষরিত বিচারিক পরোয়ানা পেশ করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রায় ১৭০টি সহিংস অপরাধের কোনো একটিতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়া এই আইন আইসিইকে সিটি কারাগার বা শহরের অন্যান্য স্থাপনায় বিচারিক পরোয়ানা ছাড়া প্রবেশ করতে বাধা দেয়। মেয়রের মুখপাত্র কায়লা মামেলাক আল্টাস বলেন, মেয়র বারবার বলেছেন, তিনি স্যাংচুয়ারি আইনের মূল ভাবনার সাথে একমত, তবে মনে করেন এই আইনগুলো সহিংস অপরাধীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ছাড় দেয়।

তিনি আরো বলেন, মেয়র কাউন্সিলকে এই আইনগুলো পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করেছেন, যাতে আমরা ফেডারেল সরকারের সাথে সমন্বয় করে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউন্সিল তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি জানান, আমরা মামলাটি পর্যালোচনা করব। সিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র রেন্ডি ডেসামোরস এক বিবৃতিতে জানান, তারাও মামলাটি পর্যালোচনা করছেন। তিনি দাবি করেন, স্যাংচুয়ারি আইন থাকা শহরগুলো নিরাপত্তার দিক থেকে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে থাকে। ডেসামোরস বলেন, যখন বাসিন্দারা অপরাধ রিপোর্ট করতে ও স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীদের সাথে সহযোগিতা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তখন সবাই আরো নিরাপদ থাকে। নিউ ইয়র্ক সিটির রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট উভয় মেয়রই তা স্বীকার করেছেন। বিপরীতে, ট্রাম্প প্রশাসন নাগরিক আদালতের শুনানিতে নির্বিচারে লোকদের টার্গেট করছে, হাইস্কুল শিক্ষার্থীদের আটক করছে এবং পরিবারগুলোকে আলাদা করছে, যা আমাদের শহর ও দেশকে আরো অনিরাপদ করে তুলছে। নিউ ইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মুরাদ আওয়াদে এই মামলাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বললেও তুচ্ছ এবং সবচেয়ে খারাপভাবে বললে নিউ ইয়র্কের স্বশাসনের ওপর হামলা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, নিউ ইয়র্ককে অবশ্যই ট্রাম্পের এই সাংবিধানিক অধিকারের ওপর আক্রমণ প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কারণ আমাদের স্থানীয় আইন আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য কার্যকরভাবে কাজ করে। তিনি আহ্বান জানান, মেয়র অ্যাডামস যেন এই ফেডারেল হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং নিউ ইয়র্কবাসীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করেন।

নিউ মেক্সিকোর আইসিই সেন্টারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুরসালিন ডিপোর্টেশন আদেশ ঠেকাতে লড়ছেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : ৩১ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি নাগরিক এমডি মুরসালিন নিউ মেক্সিকোর একটি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) সেন্টারে আটক রয়েছেন। তার আইনজীবীরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর (ডিপোর্টেশন) আদেশ ঠেকাতে মামলা লড়ছেন। মুরসালিন উভকামী। কিন্তু বাংলাদেশে সমলিঙ্গ সম্পর্ক অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য। এমনকি মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকিও রয়েছে। এ কারণে তাকে বাংলাদেশে ফেরানোর চেষ্টা আকটে দেয়ার চেষ্টা করছেন আইনজীবীরা। এ খবর দিয়েছে নিউ মেক্সিকোর অনলাইন সান্তাফি নিউমেক্সিকান।

এতে বলা হয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসিন্দা মুরসালিন। ২০২৪ সালের জুনে নিজের দেশ ছাড়েন যৌন পরিচয়ের কারণে হুমকি ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার আশঙ্কায়।

তার নিউইয়র্কভিত্তিক আইনজীবী অ্যালেন শিউ জানান, যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে মুরসালিনকে অত্যন্ত কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে হয়। প্রথমে তিনি কাতার হয়ে ব্রাজিল যান। এরপর বাসে ও হেঁটে পাড়ি জমান একের পর এক দেশ– বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, পানামা, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা এবং মেক্সিকো। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে পৌঁছে আশ্রয়ের আবেদন করেন। বর্তমানে আশ্রয়ের আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকলেও, মুরসালিন নিউ মেক্সিকোর আইসিই ডিটেনশন সেন্টারে আটক রয়েছেন। তার আইনজীবীরা বলছেন, ফেরৎ পাঠানো হলে তার জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে।

কুইন্সে জোহরান মামদানির ফান্ড রেইজিং ৩ আগস্ট

(শেষ পাতার পর)

হয়েছে। এই কমিটির কর্মকর্তারা হলেন, আব্দুল আজিজ ভূইয়া, আফতাব মান্নান, আরমান চৌধুরী, তারিক রহমান ও ডাঃ ওয়াহিদুর রহমান। এছাড়াও আয়োজক কমিটিতে আছেন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বাংলাদেশী কমিউনিটির অর্ধশতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।যারা ফান্ড রেইজিংয়ে সরাসরি অংশ নিবেন তাদেরকে কমপক্ষে ১ হাজার ডলার অনুদান দিতে হবে বলে জানিয়েছে আয়োজক কমিটি। জোহরান মামদানিকে আগামী ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠেয়-সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন ফান্ড রেইজিং আয়োজক কমিটির নেতৃবৃন্দ। যারা এখনও ফান্ড রেইজিংয়ে নাম নিবন্ধন এবং টিকেট ক্রয় করেননি, তাদেরকে অতি দ্রুত এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন আয়োজক কমিটি।

উল্লেখ্য, শুধু নিউইয়র্ক নয় গোটা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ঝড় তুলেছেন জোহরান মামদানি। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী মামদানি গত ২৪ জুন অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে জয়লাভ করেন। তার এই অভাবনীয় বিজয় অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে। বিপুল ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাজিত করেছেন শক্তিশালী রাজনীতিক, সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু ক্যুমোকে। মাত্র ৩৩ বয়সী মুসলিম তরুণ মামদানির বিজয়কে ক্যুমো প্রাথমিকভাবে মেনে নিলেও পরবর্তীতে তিনি সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন মামদানির বিপরীতে। শুধু তাই নয় বর্তমান মেয়র এরিক এডামস ও রিপাবলিকান প্রার্থী একাট্টা হয়েছেন মামদানীকে হটাতে। তারা প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যেকোন মূল্যে রুখে দিতে মামদানীকে। নিউ-ইয়র্ক সিটির বাংলাদেশি কমিউনি-টির অকৃত্রিম বন্ধু জোহরান মামদানী। গত প্রাইমারীতে তার নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ দৃষ্টি কাড়ে অন্যান্য কমিউনিটির। মামদানির পক্ষে বাংলাদেশিদের ভোট প্রদানের হার ছিলো রেকর্ড সংখ্যক। জোহরান মামদানি এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। নানা প্রতিকূলতার কারণে আগামী ৪ নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে তাকে। এমন একটি অবস্থায় বাংলাদেশি কমিউনিটি নির্মোহভাবে দাঁড়িয়েছে মামদানীর পাশে। এজন্য তারা মামদানীর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন বিভিন্নভাবে। জোহরান মামদানির সমর্থনে আয়োজন করছেন ফান্ডরেইজিং।

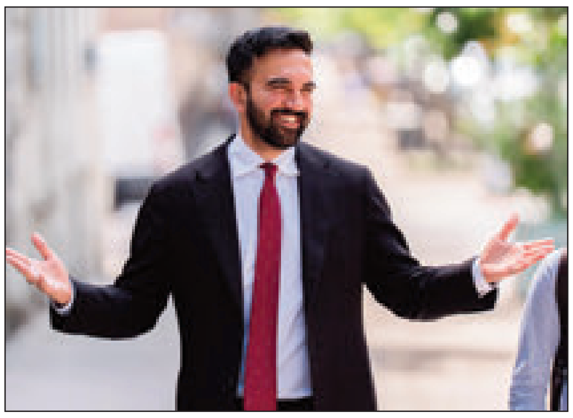

ফান্ড রেইজিং-এর ঠিকানা : 190-14, McLaughlin Avenue, Hollis, NY 11423

মধ্যরাতের অবতরণ

(শেষ পাতার পর)

নিয়ন্ত্রণ করতে। বাঙালিদের মধ্যে বিবেকের চেয়ে আবেগ বেশি কাজ করে, এই বিষয়টি সম্প্রতি এক নারী অপরাধীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেই আবেগ ইগ্নাইট করে, অর্থাৎ আবেগের আগুন জ্বালাতে ম্যাচের কাঠিতে ঘষা দেওয়ার কাজটি করে, হুজুগ। একজন সিটবেল্ট খুলেছে তো সবাই খুলতে শুরু করে। দেখলাম, এক যুবক যাত্রী এয়ারহোস্টেসদের কথাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে, অথবা বুঝতে না পেরে, সিট থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং ওভারহেড লকার খুলে হ্যান্ডলাগেজ টানতে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো দশ/বারোজন উঠে একই কাজ শুরু করলেন। বিমান তখনও রানওয়েতে ট্যাক্সি করছে এবং ট্যাক্সির গতি যথেষ্ঠই বেশি। এই অবস্থায় ওভারহেড লকার খোলা খুবই বিপদজনক, লাগেজ ছিটকে পড়ে যাত্রীদের মাথায় আঘাত লাগতে পারে। ঝুঁকি নিয়ে তখন দুজন এয়ারহোস্টেজ ছুটে এসে ওদের নিবৃত্ত করার জন্য খুব কঠিন কণ্ঠে ধমক লাগালেন। একজন বাঙালি হিসেবে আমি খুবই অপমানিত বোধ করলাম। আর কত বছর লাগবে আমাদের সভ্য হতে? প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কি বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশিদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে না? আমি মনে করি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য এটি অবশ্য-কর্তব্য একটি কাজ এবং তা অগ্রাধিকার কর্মতালিকায় রাখা উচিত।

ঢাকা বিমান বন্দরে এলে প্রতিবার আমি চোখের সামনে তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে বানরের উঠানামার অঙ্কটির দৃশ্যপট দেখতে পাই। কখনো দেখি বিমানবন্দরের চিত্রে আমুল পরিবর্তন। সব নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগুচ্ছে, ঝকঝকে পরিস্কার বিমানবন্দর, ইমিগ্রেশন পুলিশেরা সহযোগিতামূলক আচরণ করছে। বাথরুম পরিস্কার, লাগেজ পেতে সময় লাগছে না। মনে মনে খুব খুশি হই, আমরা বুঝি আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু পরের বছর গিয়ে দেখি সেই পুরনো চিত্র। ইমিগ্রেশনের লাইন এগুচ্ছে না। লাইন ভেঙে যাত্রী ঢুকছে পুলিশের সহায়তায়, লাগেজের জন্য দেড়ঘন্টা বসে আছি লাগেজ আসছে না। যাত্রীরা হৈ চৈ গালাগালি করছে। দুর্গন্ধে বাথরুমে ঢোকা যাচ্ছে না।

বিমান থেকে নামার পরে লাগেজ নিয়ে গাড়িতে উঠতে এবার আমার সময় লেগেছে দুই ঘন্টা। বেল্টে লাগেজের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, তখন আবার সুবিনয় বাবুর সঙ্গে দেখা। এখানে প্রায় দেড় ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে বলে একজন প্রবাসীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পাই। ময়মনসিংহে তিনি গ্রাম খুঁজে পান না, এই আক্ষেপ করলেন। সকলের হাত স্মার্ট ফোনে, চোখ ইউটিউবে। বাড়ির কাজের মেয়েরা দিনের একটা বড়ো সময় ইউটিউবে ভিডিও দেখে কাটায়। দশ/পনের হাজার টাকার নিচে কাজের মেয়ে পাওয়া যায় না। অবশ্য তাদের দোষ দিয়েও কোনো লাভ নেই। নিত্যপণ্যের দাম এতো বেড়েছে এর কমে ওরা চলবেই বা কী করে? এরপরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি আমার প্রায় মুখের কাছে এসে বলেন, ভাই, বাংলাদেশের থানা, ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী দলের নেতা-কর্মীদের হাতে এতো টাকা, আমরা যারা আমেরিকায় থাকি, ডলারে আয় করি, তারাও তাদের কাছে কিছুই না। বিশ বছর আগে যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা দুইবেলা খেতে পারত না, সেইসব পরিবারের ছেলেরা এখন শত কোটি টাকার মালিক, গ্রামের মধ্যে ডুপ্লেক্স বাড়ি বানিয়েছে, গাড়ি হাঁকাচ্ছে।

বিমান বন্দরের কাস্টমস বিভাগের লোকদের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান অসম্ভব রকমের উচ্চ পর্যায়ের। আমি প্রতিবার এই বিষয়টি লক্ষ করি তারা ঠিক শনাক্ত করে ফেলেন কোন যাত্রীর ব্যাগ স্ক্যান করতে হবে। আমি প্রায়শই আমার ইউএন পাসপোর্টটি হাতে রাখি যাতে দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি দেহে নিয়ে আরো দশ মিনিট লাগেজ স্ক্যানের জন্য ব্যয় করতে না হয়। নিউইয়র্ক থেকে বেরুবার আগে খেয়াল করিনি যে আমার নীল পাসপোর্টটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। ফলে এবার ওটা আনিনি, ট্রাভেল করছি বাংলাদেশি ন্যাশনাল পাসপোর্ট নিয়ে। মনে মনে ভাবছি, স্ক্যান না করে ছাড়বে তো? আমার বড়ো চুল? দাড়ি? নাকি হঁ-াটার ছন্দে কিছু ছিল? সামনের প্রায় সব যাত্রীকেই মেশিনে লাগেজ তুলতে বললেও ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়েই বলেন, স্যার যান। আমি মনে মনে কাস্টমসের লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করি। মধ্যরাতে বিমান থেকে নামার একটা বড়ো সুবিধা হলো ট্রাফিকমুক্ত ঢাকা শহর পাওয়া। বাইরে আমার ছোটো ভাই বিটন গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। মাত্রা কুড়ি মিনিটে বিমানবন্দর থেকে রামপুরার বনশ্রীতে পৌঁছে যাই। নীরব, অসংখ্য গাড়ির চাকার ঘষ্টানি আর হর্নের শব্দদূষণমুক্ত, ঢাকা শহর আমাকে রাতের স্নিগ্ধ অভিবাদন জানালো। **[২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা]**

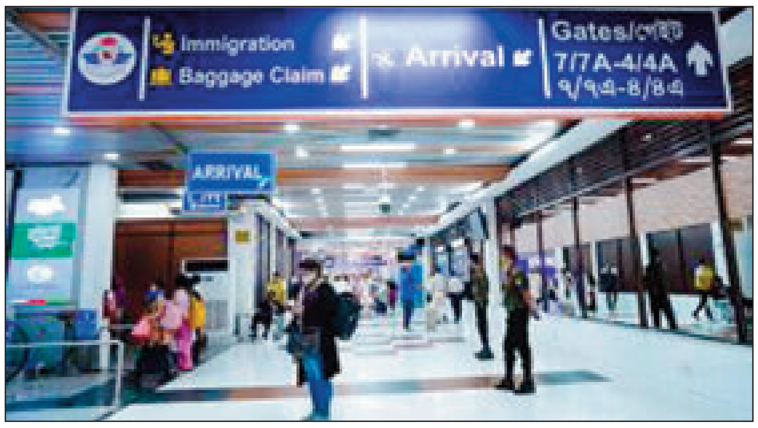

বাংলাদেশ কমুন্যিনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Emirates
সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা
INDIAN VISA
● ওমরাহ প্যাকেজ
● ওমরাহ ভিসা
● হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
● মোয়াল্লেম
আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
SAUDIA
QATAR
TURKISH AIRLINES
718-721-2012
IATA Approved
আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি।
নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Digital Travel Astoria
2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com
We are on Facebook

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

MUNA CONVENTION 2025
AUGUST 8TH - 10TH, 2025
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER, PA
TORCHBEARERS OF ISLAM
SPREADING THE FAITH GLOBALLY
REGISTER NOW
WWW.MUNACONVENTION.COM
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM DALOUER HOSSAIN
SAMI HAMDI
MOHAMMAD ELSHINAWY
DR. ALTAF HUSAIN
IMAM TOM FACCHINE
HAMZAH ABDUL-MALIK
IMAM SIRAJ WAHHAJ
ASIF HIRANI
SH. ABDUL NASIR JANGDA
LECTURE SERIES • CHILDREN RIDES • CULTURAL EVENTS • BAZAAR
YOUTH PROGRAMS • MATRIMONIAL SERVICES • SISTERS PROGRAMS
MUNA
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
WWW.MUSLIMUMMAH.ORG

‘বাংলাদেশিজ ফর জোহরান’র কমিটি গঠিত

(শেষ পাতার পর)

বাংলাদেশি-আমেরিকানদের উদ্যোগে ‘বাংলাদেশিজ ফর জোহরান’ নামে এক সংগঠনের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: “ভোট ফর জোহরান, ভোট ফর আওয়ার ফিউচার।” প্রাথমিকভাবে কমিটিতে ৩৪ জনকে সমন্বয় করা হয়। অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে পরবর্তীতে বরো লিডারদের নিয়ে এই কমিটি আরো সম্প্রসারণ করা হবে এবং প্রতিটি বরোতে একটি করে সাব-কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটি গঠনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশি ভোটারদের ভোট দিতে উৎসাহিত করা এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আমাদের মেয়র প্রার্থী, যিনি সিটিতে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষের কথা বলেন, তাকে যে কোনোভাবে বিজয়ী করা। একই সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা।

কমিটির পক্ষে বলা হয় যে, ‘বাংলাদেশিজ ফর জোহরান’ নামের এই সংগঠনের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ‘বাংলাদেশি ভোট ম্যাটারস’ বার্তাটি মূলধারার রাজনীতিতে পৌছে দেওয়া, যাতে পরবর্তীতে যেকোনো নির্বাচনের সবাই গুরুত্বের সঙ্গে বাংলাদেশি ভোট ব্যাংকের বিষয়ে বিবেচনা করে। বর্তমান মেয়র ইলেকশনকে কেন্দ্র করে প্রাইমারি এবং সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশিদের মধ্যে যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে তাতে আমাদের নতুন প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়ে মূলধারার রাজনীতিতে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে বলে আমরা মনে করি, যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি মাইলফলক তৈরি করবে বলে বিশ্বাস করি।

এ কমিটি গঠনের উদ্যোক্তা কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান এবং তার সাথে সার্বিক সহযোগিতা নতুন প্রজন্মের অ্যাক্টিভিষ্ট জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকায় সাব-কমিটি গঠন করে সমন্বিতভাবে কাজ করা হবে। কমিটির সাথে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট টিমের একজন সমন্বয়কারী আছেন। যার প্রায় ৭০ হাজার ফলোয়ার ছাত্র আছেন। কমিটির আহ্বায়ক শাহনেওয়াজ, সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সুবহান, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এছাড়া চেয়ারম্যান হচ্ছেন: অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, কো-চেয়ার: আরমান চৌধুরী, চিফ অ্যাডভাইজার: মাফ মেসবাহউদ্দিন, সিনিয়র অ্যাডভাইজার: গিয়াস আহমেদ, সহ সমন্বয়কারী : কাজী ফৌজিয়া, কাজী আজম, কবির চৌধুরী, আহসান হাবীব, বেলাল চৌধুরী, ড.সিদ্দিকুর রহমান। উপদেষ্টা: আবদুর রহিম হাওলাদার, তারিকুর রহমান, এএফএম জামান, ফিরোজ আহমেদ, শামসুল ইসলাম, রাসাক মালিক, ফখরুল আলম, মাজেদা উদ্দিন, আমিনুল ইসলাম, জোহর চৌধুরী, তারেকুর রহমান, আফতাব মান্নান। সমন্বয়কারী: মো: আলাউদ্দিন, তরিকুল হোসেন বাদল, এনায়েত মুন্সী, নওশাদ হায়দার, জিল্লুর রহমান, আমানুল হক। জয়েন্ট মেম্বার সেক্রেটারি: মোল্লা সানি, রাসেল নাসের। মিডিয়া অ্যাফেয়ার্স: প্রিসিলা ফাতেমা, ইয়ুথ কোঅর্ডিনেটর: ফারহান আবদুর রহমান, ফারহান আবদুর রহমান।

কমিটির লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা যখন একটি অভিন্ন কারণে ঐক্যবদ্ধ তখন আমাদের উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আমাদের কমিটি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে তাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি, যারা উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিশ্বাসী। যিনিই নেতৃত্বে আসুন না কেন আমরা চাইবো যে তিনি আমাদের জন্য লড়বেন। সেজন্য জোহরান মমদানিকে সমর্থন করি, যিনি এমন এক নেতা যিনি মানুষের কথা শোনেন, নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেন এবংআমাদের যা প্রয়োজন তা নিষ্পত্তি করতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। আমরা সংগঠিত হয়ে এমন একজন প্রার্থীকে ভোট প্রদান করবো, যিনি আগামী দিনের সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করবেন।

মুনা কনভেনশন ৮-১০আগস্ট

(শেষ পাতার পর)

শিশু-কিশোর-কিশোরী, নারী ও পুরুষরা এই কনভেনশনে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এগিয়ে চলছে সকল কনভেনশনের প্রস্তুতি। মুনা'র ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ও কনভেনশন কমিটির চেয়ারম্যান আরমান চৌধুরী সিপিএ এসব তথ্য জানিয়েছেন।

মুনা সূত্রে জানা গেছে, মূলত: ৮ আগষ্ট শুক্রবার পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টারে জুম্মার নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে তিনদিনব্যাপী এই কনভেশন শুরু হবে। পরবর্তীতে ১০ আগষ্ট রোববার বিকেল ৫টায় কনভেনশনের সমাপ্তি ঘটবে। মাঝে শনিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান চলবে রাত এগারোটা পর্যন্ত। কনভেনশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে একাধিক সেমিনার, শিশুদের বিভিন্ন রাইড, ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাজার, ইয়ুথ প্রোগ্রাম, সিস্টার্স প্রোগ্রাম প্রভৃতি। কনভেনশনে যোগ দিতে আগ্রহীদের জন্য চলছে রেজিস্ট্রেশন। স্থানীয় হোটেলে থাকার ব্যবস্থা থাকছে বিশেষ ছাড়।

কনভেনশনে আমন্ত্রিত ইসলামিক স্কলারগণের মধ্যে থাকবেন ড. ওমর সুলেইমান, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, সামী হামদী, মোহাম্মদ ইলসেনওয়ে, ড. আলতাফ হোসাইন, ইমাম টম ফ্যাকইন, হামজাহ আব্দুল মালিক, ইমাম সিরাজ ওহাজ, আসিফ হাইরানী, আব্দুল নাসির জাংদা প্রমুখ। এছাড়াও নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য ও আফ্রিকার বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারগণ কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।

আরমান চৌধুরী আরো জানান, কনভেনশনে শিশু-কিশোর, ইয়ুথ ও নারীদের জন্য আলাদা অনুষ্ঠান থাকবে। নতুন প্রজন্মের তরুণদের জন্য রোবটিক্স এআই এর মত অনুষ্ঠানগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও তরুনী সিস্টার ও অ্যাডাল্ট ভাই-বোনদের জন্য থাকবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এছাড়াও রোববার দিন ‘মেট্রোমোনিয়াল ডে’তে তরুণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যারা অবিবাহিত রয়েছেন তাদের ‘ম্যাচ মেকিং’ এর জন্য কিছু স্পেশাল পর্ব থাকবে। কলেজ পড়ু য়া বা বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদের এই পর্বে যোগ দেয়ার সুযোগ থাকবে।

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা-মুনা একটি অলাভজনক দাওয়াহ ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক জাতীয় সংগঠন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান নগরী নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। মুনা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত, নৈতিক ও মানুষের জীবনের সামাজিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গ রাজ্যে মুনা'র কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত করতে মুনা মুসলমানদের সুসংগঠিত করতে সদা সচেষ্ট। মুনা মুসলমানদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চার আহবান জানিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে চেষ্টা করে। এছাড়া আমেরিকায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সাথে মুনা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত। মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা-মুনা'র ৮-৯-১০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশনে যারা যোগদান করতে চান বা কনভেনশন সম্পর্কে জানতে আগ্রহীদের সরাসরি মুনা অফিস-এ যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে। মুনা অফিসের ঠিকানা: ১০৩৩, গ্লেনমোর এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২০৮। লগইন করুন: www.munaconvention.com

বাংলাদেশ সেমেটারির কাজ শুরু

(শেষ পাতার পর)

কাটিয়ে বৃহৎ এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ এই প্রকল্পে কবরের ব্যবস্থা ছাড়াও ফিউনেরাল ও নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে অয়োজিত জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রকল্পের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রকল্পের সদস্য সচিব এবং পরিচালক জাহিদ মিন্টু এসব তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয় যে, ক্রয়কৃত ‘বাংলাদেশ সেমেটারির মাটি পরীক্ষাসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩১ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে। এতে পর্যায়ক্রমে লক্ষাধিক কবর তৈরী করা হবে। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে কবরে লাশ দাফন করা যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মসজিদ কমিটি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ২০ হাজারের মতো কবর ক্রয় করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ‘বাংলাদেশ সেমেটারি প্রকল্পের আহ্বায়ক এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া। এরপর প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন জাহিদ মিন্টু। পরবর্তীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক। সংবাদ সম্মেলনের সার্বিক বিষয় সমন্বয় করেন সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম সহ গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তাদের মধ্যে ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য খোকন মোশাররফ, রফিকুল ইসলাম ভুইয়া, আবুল কালাম, রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, মাইনুল ইসলাম মাহবুব, সহ সভাপতি মোহাম্মদ তাজু মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক ছালেহ আহমেদ রুবেল, দপ্তর সম্পাদক মিরন কিবরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম তারু, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সদস্য মাহবুবল হক ও আব্দুল মালেক খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আল মামুর স্কুলের নতুন অধ্যক্ষ আতিয়া পাশা

শেষ পাতার পর)

আল মামুর স্কুলে আতিয়া উসমান পাশা নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেছেন। অধ্যক্ষ অনুসন্ধান কমিটির শীর্ষস্থানীয় নির্বাচিত সদস্য ছিলেন তিনি। অধ্যক্ষ অনুসন্ধান কমিটিতে ছিলেন ড. মোতাসিম বিল্লাহ, ডিডিএস ড. ওয়াদুদ ভূঁইয়া, ডিডিএস, ড. নাজমুল খান এমডি, ড. মাহমুদুর রহমান তুহিন এমডি, সৈয়দ আবু মুজাফফর, আর. পি.এইচ, ডি. সোহেলী চৌধুরী, পিএইচডি, অধ্যক্ষ আরশীন সাঈদ এবং ড. মহসিন পাটোয়ারী।

উল্লেখ্য, অধ্যক্ষ আতিয়া উসমান পাশার রয়েছে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা। ইসলামিক স্কুলে অধ্যক্ষ হিসেবে এক দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তিনি একজন সার্টিফাইড অধ্যক্ষ (পি-১২) এবং একজন সার্টিফাইড বিজ্ঞান শিক্ষক (৬-১২)। জেনেটিক্সে স্নাতকোত্তর এবং শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। তিনি বর্তমানে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রার্থী হিসেবে অধ্যয়নরত। ২০২৬ সালের প্রথম দিকে এটি অর্জনের কথা রয়েছে।

অধ্যক্ষ পাশা প্রতিটি শিশুর আজীবন শিক্ষার্থী হওয়ার সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন এবং অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের সাথে সাথে ব্যক্তিগত শিক্ষার্থীর বিকাশকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার দর্শন শিক্ষার্থীদের ইসলামী পরিচয় সংরক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। তাদের শিক্ষাকে দ্বীনের সাথে সংযুক্ত করতে এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশে উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেন।

আল মামুর স্কুল ২০০৩ সালে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্বাধীন অলাভজনক, ৫০১(সি)৩ চার্টার্ড স্কুল যা নিউইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং নিউইয়র্ক সিটি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অনুমোদিত। স্কুলটি প্রি-কে থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষা দান করে। এতে প্রায় ৩৪০ জন শিক্ষার্থী এবং ৪৮ জন শিক্ষক ও কর্মী রয়েছে। স্কুলটি ইসলামী পরিবেশে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদান করে। এর ১০০% হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। একটি পরিচালনা পরিষদ স্কুলের বিষয়গুলি তদারকি করে। অধ্যাপক মহসিন পাটোয়ারী পিএইচডি আল মামুর স্কুল পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও তিনি প্রিন্সিপাল সার্চ কমিটির চেয়ারম্যান।

মুনা সাউথ জোনের লিডারশিপ ডিনার

(শেষ পাতার পর)

কনভেনশন ২০২৫ উপলক্ষে ইমাম ও কমিউনিটি লিডারশিপ ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুনা নিউইয়র্ক সাউথ জোনের সভাপতি মাওলানা এমদাদ উল্লাহ। সঞ্চালনা করেন জোন সেক্রেটারি একেএম সাইফুল আলম ও জোন বায়তুল মাল সম্পাদক হাসান সরোয়ার্দী দুলাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আমেরিকার মুসলিম কমিউনিটির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন এবং ইমামদের ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন। অতিথি বক্তাদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট আবু আহাম্মেদ নুরুজ্জামান, মুনা ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আরমান চৌধুরী, সিপিএ, ন্যাশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আবু ওবায়দা, ন্যাশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. রুহুল আমিন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কাজী ইসমাইল, তরুণ কমিউনিটি নেতা সাফায়াত হোসেন সাফ। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য ইমাম, খতিব, এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এবং আগামী ৮, ৯ ও ১০ আগস্ট ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য মুনা কনভেনশন ২০২৫-এ অংশগ্রহণের জন্য দেশব্যাপী সকল ইমাম, খতিব, কমিউনিটি লিডার, পরিবার এবং মুসলিম কমিউনিটির সকল সদস্যকে আমন্ত্রণ জানান।

প্রারম্ভে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ পাঠ করেন ব্রুকলিন ইসলামী সেন্টার এর ইমাম জুনায়েদ হোসাইন। এছাড়া অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজের উন্নয়ন, ইসলামী শিক্ষা, নৈতিকতা ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধিতে ইমামদের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। বক্তারা মুনা'র বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর উদ্যোগের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শেষে অংশগ্রহণকারীদের সম্মানে নৈশভোজ পরিবেশন করা হয়।

সিটির বহু অ্যাপার্টমেন্ট কার্যত হোমলেস শেল্টার!

(শেষ পাতার পর)

ডিয়াজ তার দুই ছোট মেয়েকে জামাকাপড়, খেলনার স্তূপের মধ্যে শুয়ে থাকে, কারণ ওদের জন্য তার আর বাড়তি কোনো জায়গা নেই। এক বেডরুমে থাকে তার যমজ ভাই, আরেক ছোট ভাই এবং তার পিতা। তার শ্যালক ও তার ছেলেরা দ্বিতীয় বেডরুমে ঘুমায়। তিনি তার দুই মেয়ের সাথে অন্য রুমে একটি ডাবল বেড শেয়ার করেন এবং এবং তার বোন ও তার পাঁচ সন্তান ওই রুমের ফ্লোরে এয়ার ম্যাট্রেসের ওপর ঘুমায়। অর্থাৎ ছোট্ট একটি অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুমে ২ থেকে ২৫ বছর বয়সী ৯ জন লোক রাত কাটায়। ডিয়াজ বলেন, পুরো বিশৃঙ্খল এক অবস্থায় কাটাতে হয় আমাদের। কিম্বারলি ডিয়াজ ব্রুকলিনের এক হোমলেস শেল্টা থেকে তিন মাস আগে তার মেয়েদের নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে সার্বক্ষণিত আতঙ্কে থাকতেন তার নিজের জন্য এবং তার শিশু মেয়েদের জন্য। তিনি বলেন, আমার সন্তানদের কেবল শোয়ার জন্য একটি বেড নয়, তাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে সিটি হাউজিং অথরিটির অ্যাপার্টমেন্ট গুলোতে দুই লাখের বেশি লোক গাদাগাদি অবস্থায় কাটায়। তারা এটাকেও মানুষের চোখের আড়ালে হোমলেস শেল্টার বলে বিবেচনা করে। ডদিও তাদের মাথার ওপর ছাদ আছে, কিন্তু ভাড়া অত্যধিক এবং স্থান কম। কারণ এগুলো নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ও সিটির হাউজিং অথরিটির যোগসাজেসে এভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

নিউইয়র্কের স্ট্যাটেন বরো ছাড়া অন্য চারটি বরোর রাস্তাগুলোতে যানজট লেগেই থাকে,

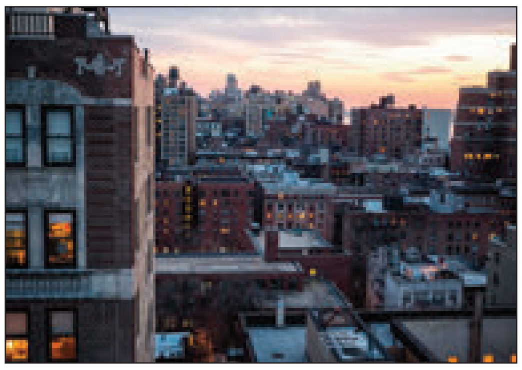

সাবওয়েতে যাত্রীদের ভিড় অনেক সময় নিরাপদে চলাচলের অণুপযোগী হয়ে পড়ে এবং ফুটপাতগুলোতে হোমলেস ও নানা ধরনের জিনিসপত্র বিক্রির ফেরিওয়ালাদের কারণে স্বস্তিতে হাঁটা যায় না। পুরো নিউইয়র্ক সিটিই জনভারে আক্রান্ত এবং ভিড়ের শহর। সিটির দরিদ্র মানুষের বসবাসের অ্যাপার্টমেন্টগুলোতেও একইভাবে ভিড়, বলা যায় উপচে পড়া ভিড়। ঠাঁই নাই ঠাঁই অবস্থা। দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষেরা এক এক বেডরুমে দুজন তিন জন করে থাকে, এটাই সাধারণ দৃশ্য। সিটিজুড়ে ৮% পরিবারকে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। কিন্তু সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ হাউজিং প্রিজারভেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর পরিসংখ্যান অনুসারে অ্যাপার্টমেন্টে ২৭ শতাংশ অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসকারী একটি শিশুসন্তানসহ পরিবারের বার্ষিক আয় এক লাখ ডলারের নীচে। কোয়ালিশন ফর দ্য হোমলেস নামে এক সংস্থার জরিপ অনুসারে ৪০% একক ব্যক্তি এবং ২০% পরিবার অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে উপচে পড়া ভিড়ের অভিযোগ করেছে। তারা একসময় হোমলেস শেল্টারে ছিলেন, কিন্তু সেখানে বসবাসযোগ্য পরিবেশ না থাকায় তারা সিটি পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় চেয়েছিলেন। এই সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সিটির শেল্টারগুলো কখনো শূন্য থাকে না এবং জীবনযাত্রার ব্যয় প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। অতএব তাদের পক্ষে সিটির আবাসনের বরাদ্দ লাভের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

কোয়ালিশন অফ হোমলেস এর নির্বাহী পরিচালক ডেভ গ্রিফিন বলেন, নিউইয়র্ক সিটির হাউজিং সংকট গোপন কোনো ব্যাপার নয়। যারা নিম্ন ও মাঝারি আয়ের মানুষ তাদের জন্য এ ধরনের ঘিঞ্জি আবাসন অকল্পনীয়। তাদেরকে কেউ হোমলেস বলে না, কিন্তু বাস্তবে তারা হোমলেসদের মতোই বাস করতে বাধ্য হয়। সিটির বক্তব্য হচ্ছে, এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলোও ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ এর দশকের মধ্যে নির্মিত। সেগুলো এখন আর কাঙ্খিত পর্যায়ে নেই। অ্যাপার্টমেন্ট গুলোর মাসিক ভাড়া মাত্র ১,১০০ ডলার, যা বিশাল একটি গ্রুপের কাছে অ্যাফোর্ডেবল বলে বিবেচিত। এগুলো কখনো খালি হয় না বললেই চলে। বাড়ি স্বল্পতার কারণে এসব অ্যাপার্টমেন্টে বাসবাসকারীরা আসলে ফাঁদে আটকা পড়ার অবস্থার মধ্যে আছে।

বিপার বর্ণাঢ্য 'সঞ্চারী' অনুষ্ঠিত

(শেষ পাতার পর)

যা জন্মলগ্ন থেকেই করে আসছে সংগঠনটি। ছাত্রছাত্রীদের মঞ্চভীতি দূর করা এবং পারফর্মার হিসাবে গড়ে তোলার কাজটাই 'সঞ্চারী'র মূল লক্ষ্য। এবারের সঞ্চারি ছিলো ছোটদের গান, ছড়াড়্কবিতার পরিবেশনা, আমন্ত্রিত অতিথি এবং বাংলা শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি এবং বড়দের গান ও কবিতার পরিবেশনা।

অনুষ্ঠান শুরুতেই সঞ্চালক সোহানী ইসলাম ছোটদের দলকে মঞ্চে ডেকে নেন । শুরুতেই দলীয় পরিবেশনা 'রাগ ইমন' পরিবেশন করে আলভিনা, শ্রদ্ধা, অর্নব, আরিশা, আর্য, ড্রু, লওরিনা, সাহিতা। তারপর একে একে দ্বৈত গানে অংশ নেয় আমরীন ও অবনী, আধীম ও প্রতিক, দেবীকা ও আনুস্কা, আনুরুদ্ধ ও মাহ-রিম, পায়েল ও আকিফ, সেহজীন ও সারলীজ, আরজু ও নুর, স্নেহার্দ্রতা ও মারসিয়া, ওয়ালীফ ও ওয়াযীহা এবং ড্রু রোমিও কুইয়া একটি একক গান পরিবেশন করে। ছড়া, কবিতায় অংশ নেয় আনুশেহ সুরি, দিব্য মাধব মোদক, শাহরিন আমরিন, সাহিতা নবী তয়ি, রায়না বড়ুয়া, ইশরাত সামিরা এবং শ্রদ্ধা সাহা। প্রথম পর্ব পরিচালনায় ছিলেন নিলোফার জাহান। তিনি নিজেই এই পর্বের প্রশিক্ষক। এবং কবিতা আবৃত্তির প্রশিক্ষক সাবিনা নিরু ও মৃদুল আহমেদ।

এরপর সোহানী ইসলাম এ পর্বের আমন্ত্রিত অতিথি ড. ধনঞ্জয় সাহাকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বায়ো পাঠ করেন। ড. ধনঞ্জয় সাহা তার নিজের কিছু বই বিপা'র জন্য উপহার হিসেবে শিক্ষক এ্যানি ফেরদৌসের হাতে তুলে দেন। এরপর তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং একটি কবিতাও পাঠ করে শোনান। শিক্ষক এ্যানি ফেরদৌস বিপা'র বাংলা শিক্ষকদের মঞ্চে ডেকে দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ১০ মিনিট বিরতির পর শুরু হয় বড়দের পরিবেশনা। গান পরিবেশন করেন আরাধ্য দেব, চলন্তিকা রায়, প্রিয়ন্তী পাল, রত্না বারোই, সানজিদা হিয়া, ম্যাথিউ মিত্র, সোনিয়া রহমান, সেলিম শাহরিয়ার, সরকার ফারজানা সুলতানা মমো, মলয় বিশ্বাস। কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন প্রিয়াংকা ভৌমিক, চম্পা পল, ফাতেমা খান, বুশরা তুবা এবং উর্মি রোজারিও ।দ্বিতীয় পর্ব বড়দের গান পরিচালনায় ছিলেন সেলিমা আশরাফ। সহযোগী শিক্ষক নাজমা ইসলাম, ফাবিহা নিসা ও কাজী মাহমুদুল হক। তবলায় পিনাক পানি গোস্বামী, কিবোর্ড ড়এম ডি রুবেল, মন্দিরা লিপি রোজারিও। আবৃত্তির প্রশিক্ষক সাবিনা নিরু। শব্দ পরিচালনাড় অনুপ মাল্টি মিডিয়া ইনকর্পোরেটেড ।বিপার অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ লেডিস ক্লাবের সৌজন্যে মিলন-ায়তনের বাইরে চায়ের ব্যবস্থাও রাখা হয় ।সমাপনীতে সেলিমা আশরাফ নতুন শিক্ষকদের পরিচিয় করিয়ে দেন।

সেলিম আশরাফ ও নিলোফার জাহান সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শাহজালালে যাত্রীদের বিদায়-স্বাগত জানাতে ২ জনের বেশি নয়

ঢাকা : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের বিদায় বা স্বাগত জানাতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। গত ২৪ জুলাই রাতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, ২৭ জুলাই থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের বিদায়/স্বাগত জানাতে বিমানবন্দর এলাকার ডিপারচার ড্রাইভওয়ে ও এরাইভাল ক্যানোপিতে যাত্রীর সঙ্গে সর্বোচ্চ দু'জন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবেন।

যাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক রাখা, যানজট ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

বিমানবন্দর এলাকায় আগত সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল এবং সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বৃটেনে ছেলের হাতে বাংলাদেশি বাবা খুন

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের ওয়েলসের রাজ্যের কার্ডিফ শহরে ছেলের হাতে বাংলাদেশি বাবা হত ্যার শিকার হয়েছেন। হত ্যকান্ডের শিকার বাবার নাম হাজী আতাউর রহমান বিলাত মিয়া। গত ২২ জুলাই ভোর রাতে তিনি নিজ বাসায় এই হত ্যার শিকার হন।

সত্তুরোর্ধ বিলাত মিয়া কার্ডিফ শহরের ব্রডওয়ে এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে, মানসিক সমস ্যায় আক্রান্ত পুত্র সন্তান গত ২২ জুলাই মধ্যরাতে বাবার পেটে ও গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করে। এসময় শব্দ পেয়ে বাসার অন ্য রুমে থাকা মেয়ে ও মেয়ের জামাই আসলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাতক। এরপর সে বাসার উপরের এ ্যাটিক দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকেই বিলাত মিয়াকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে তার মৃত্যু হয়। ঘাতক পুত্র বেশকিছু দিন মানসিক হাসপাতালে ভর্তি ছিলো। কয়েকমাস আগে বাবা বিলাত মিয়া তাকে নিয়ে আসেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় একজন জানান, নিহত বিলাত মিয়ার স্ত্রী বছর দুয়েক আগে মারা যান। ঘাতক পুত্র দাবি করেছে, তার মা তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছে বাবাকে পাঠিয়ে দিতে।

নিহত বিলাত মিয়ার গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলা সদরের উলুআইল গ্রামে।

অপর এক পক্ষ বলছে, বাবা বিলাত মিয়ার কাছে টাকা দাবি করলে দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় এই হত্যাকান্ড হয়।

বিশ্ব নিরাপত্তা সূচকে কোন দেশ এগিয়ে

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্ব নিরাপত্তা সূচক ২০২৫ প্রকাশ হয়েছে। এতে মধ্য প্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত সবার ওপরে অবস্থান করছে। নিরাপত্তা মানে কোনো দেশের শুধু আইনশৃঙ্খলার বহর, পুলিশের সংখ্যা কত, তা নয়, বরং নাগরিকরা দেশে কতটা নিরাপদ বোধ করেন, সেটাই মূল কথা। নামবিও নামের একটি সংস্থা এই সূচক প্রকাশ করেছে। অপরাধের হার কম, আইনশৃঙ্খলা কড়া এবং রাত-বিরাতে চলাচলের সুবিধা, এসব কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রথম স্থানে এসেছে। তালিকায় সবচেয়ে ১০টি নিরাপদ দেশ- আরব আমিরাত ৮৬.৫, অ্যান্ডোরা ৮৪.৮, কাতার- ৮৪.৬, তাইওয়ান- ৮৩.০, ম্যাকাও- ৮১.৮, আর্মেনিয়া- ৮১.২, ওমান- ৮১.০, জর্জিয়া- ৮০.৭, হংকং- ৮০.৫, আইসল্যান্ড- ৮০.৪। সবচেয়ে অ-নিরাপদ দেশগুলো হলো- হাইতি ১৯.০, পাপুয়া নিউ গিনি ১৯.৩, ভেনেজুয়েলা ১৯.৫, আফগানিস্তান ২৪.৮, দক্ষিণ আফ্রিকা ২৫.৪। বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে ৯১তম স্থানে।

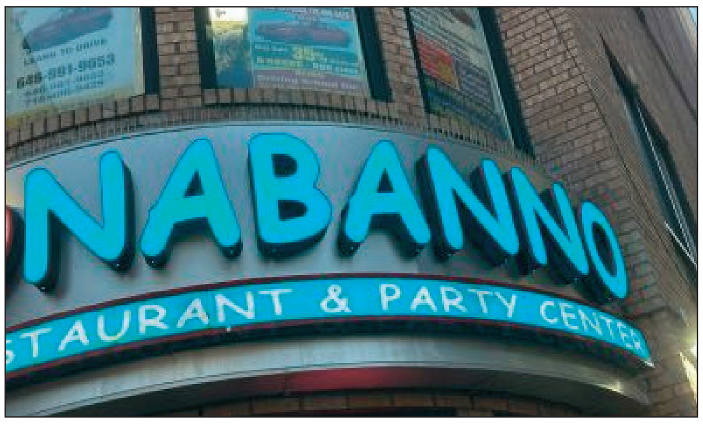

নতুন মালিকানায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট

(শেষ পাতার পর)

কেয়ার ব্যবসায়ী। অলকাউন্টি হোম কেয়ারের কর্ণধার। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা গেজেটের প্রকাশক ও সম্পাদক। তিনি রেস্টুরেন্টটি কিনে নেয়ার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। মঙ্গলবার থেকেই সবকিছু নতুন ব্যবস্থাপনায় শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

মুহাম্মদ কাদের শিশির সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে অতি পরিচিত নবান্ন রেস্টুরেন্টটি কাস্টমারের চাহিদা পূরনে সচেষ্ট থাকবে। গুণগত মান ও সেবার প্রশ্নে কোন আপোষ করবো না। উন্নতমানের খাবার সাশ্রয়ী মূল্যে কমিউনিটির মানুষ পাবেন। আমাদের প্রধান টার্গেট থাকবে খাবারের মান উন্নত করা ও পার্টি সেন্টারকে আরও আধুনিকীকরণ। সকলের সহযোগিতা চাইছি শুরুতেই।নবান্নের বিদায়ী মালিক শিমুল বলেন, বাস্তবতার কারনেই মালিকানা ছেড়ে দিতে হলো। নতুন ধরনের কোন ব্যবসায় পা রাখবো। বিগত সময়ে সবার কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সবার প্রতি শুভ কামনা থাকলো।জানা গেছে, রেস্টুরেন্টটি প্রায় ৮ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছে। ২৫ বছরের লিজ নিয়ে কাদের নবান্নের যাত্রা শুরু করলেন।

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে কমিউনিটি কলেজে পড়ার সুযোগ

(শেষ পাতার পর)

ও সাশ্রয়ী করতে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক রিকানেক্ট প্রোগ্রাম নামে এক নতুন কর্মসূচি চালু করেছে নিউইয়র্ক স্টেট। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ২৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সী এমন প্রাপ্তবয়স্করা, যাদের আগে কোনো কলেজ ডিগ্রি নেই, তারা স্টেটের কমিউনিটি কলেজগুলোতে নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। কর্মসূচিটি নিউইয়র্কবাসীদের জন্য শিক্ষার নতুন দ্বার উন্মোচন করছে এবং একই সঙ্গে স্টেটের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তি গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নিউইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হোকুল সম্প্রতি স্টেটের নতুন শিক্ষা উদ্যোগ কর্মসূচি চালু করেছেন, যার মাধ্যমে ২৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে কমিউনিটি কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো উচ্চশিক্ষার ব্যয়হ্রাস করে নিউইয়র্কবাসীর জন্য শিক্ষাকে আরো সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করে তোলা। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অধীনে এ কর্মসূচি চলতি বছরের শরৎকাল থেকেই চালু হচ্ছে।

এ কর্মসূচির আওতায় যেসব শিক্ষার্থী কলেজ ডিগ্রি না থাকা অবস্থায় চাহিদাসম্পন্ন কিছু নির্দিষ্ট পেশায় অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জনে আগ্রহী, তারা স্টেটের ব্যয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন। এতে টিউশন, ফি, বই ও সরঞ্জামের সম্পূর্ণ খরচ কভার করা হবে, যা প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা বাদে বাকি অংশ হিসেবে স্টেট বহন করবে। শিক্ষার্থীরা পরামর্শ, অ্যাকাডেমিক সহায়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবাও পাবেন।

গভর্নর হোচুল বলেন, নিউইয়র্কের কোনো নাগরিক যেন কেবল খরচের কারণে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতেই আমরা এ কর্মসূচি চালু করেছি। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের দরজা সবার জন্য খুলে দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণ এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথ সহজ করছি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নিউইয়র্কে প্রায় ৪০ লাখ কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক রয়েছেন যাদের কোনো কলেজ ডিগ্রি নেই। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক রিকানেক্ট প্রোগ্রাম কর্মসূচি এসব নাগরিকদের জন্য একটি কার্যকর ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ এনে দিচ্ছে, যা রাজ্যের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ কর্মসূচির জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব ক্ষেত্র বেছে নেওয়া হয়েছে তা হলো: উন্নত ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, নার্সিং ও স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশবান্ধব ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং শিক্ষকতায় ক্যারিয়ার (বিশেষ করে যেখানে শিক্ষক ঘাটতি রয়েছে)। এ পেশাগুলো স্টেটের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রিকানেক্ট কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নে কমিউনিটি কলেজগুলোকে পরামর্শ, ভর্তি, প্রচার, পূর্ব শিক্ষার ভিত্তিতে ক্রেডিট প্রদান ও অন্যান্য সেবার জন্য ৪ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও ভর্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো ১ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ এবং প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি সম্পন্নে সহায়তার লক্ষ্যে ১.১ মিলিয়ন ডলারের 'অ্যাডাল্ট লেয়ারনের লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ চালু করা হয়েছে। নিউইয়র্ক রাজ্যের শ্রম কমিশনার রবার্টা রিয়ারডন বলেন, এ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে পারবেন না, বরং রাজ্যব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে অবদান রাখবেন। এ কর্মসূচিকে অনেকেই নিউইয়র্কে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার এক যুগান্তকারী সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

সাবেক এমপি বাহার ও তার মেয়ের ১৭ কোটি টাকাসহ ৫৩টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

ঢাকা : কুমিল্লা-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার ও তার কন্যা কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র তাহসিন বাহার সূচনার নামে এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ৫৩টি ব্যাংক

হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এসব হিসাবে ১৭ কোটি ৩৯ লাখ ৯৭ হাজার ৬০০ টাকা রয়েছে। অর্থ পাচারের অভিযোগে আদালতের আদেশে এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সংঘবদ্ধভাবে প্রতারণা, জাল-জালিয়াত, কমিশন গ্রহণ, হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ গ্রহণসহ বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করার অভিযোগে আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার ও তার মেয়ে তাহসিন বাহার সূচনার ১৭টি ব্যাংকের ৫৩টি অ্যাকাউন্টের ১৭ কোটি ৩৯ লাখ ৯৭ হাজার ৬০০ টাকা ফ্রিজ করেছে সিআইডি। এতে আরও জানানো হয়, সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৮ জুলাই ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের সিনিয়র স্পেশাল জজ এসব অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আদেশ দেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাহাউদ্দিন বাহার ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। এ সংক্রান্তে মানিলন্ডারিং আইনে দ্রুতই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী ঝুঁকি তৈরি করছে : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কবার্তা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের থেকে একটি বড় মহামারী ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। এমনটা সতর্ক করে দিলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। এটি প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। দুই দশক আগে একটি বড় প্রাদুর্ভাবের মতো এর পুনরাবৃত্তি রোধ করতে চায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চিকুনগুনিয়া একটি মশাবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ। যার থেকে জ্বর এবং তীব্র জয়েন্টে ব্যথা হয়। রোগীকে প্রায়শই দুর্বল করে দেয়। কিছু ক্ষেত্রে এটি মারাত্মকও হতে পারে। হু -এর ডায়ানা রোজাস আলভারেজ বলছেন, চিকুনগুনিয়া এমন কোনও রোগ নয় যা ব্যাপকভাবে পরিচিত, তবে এটি বিশ্বব্যাপী ১১৯টি দেশে শনাক্ত এবং রোগীদের সংক্রামিত করেছে, যার ফলে ৫.৬ বিলিয়ন মানুষ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, কীভাবে ২০০৪ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত, ভারত মহাসাগর সংশ্লিষ্ট অঞ্চল জুড়ে চিকুনগুনিয়া মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট ছোট দ্বীপ অঞ্চলে আঘাত হানার আগে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় পাঁচ লাখ মানুষকে প্রভাবিত করে। জেনেভায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, 'আজ, হু একই ধরণের ভাইরাসের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে, রিইউনিয়ন, মায়োট এবং মরিশাস সব জায়গায়ই বড় ধরনের চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া গেছে। জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই সংক্রামিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

'সতর্কতার আহ্বান' : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুসারে, চিকুনগুনিয়ার লক্ষণগুলি ডেঙ্গু জ্বর এবং জিকা ভাইরাস রোগের মতোই, যা রোগ নির্ণয় করা কঠিন করে তোলে। রোজাস আলভারেজ বলেন যে ২০ বছর আগের মতো, ভাইরাসটি এখন এই অঞ্চলের অন্যান্য স্থানে, যেমন মাদাগাস্কার, সোমালিয়া এবং কেনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ছে। দক্ষিণ এশিয়াতেও মহামারী সংক্রমণ ঘটছে। ইউরোপে, ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জেও প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া গেছে। ফ্রান্সে স্থানীয় সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে এবং ইতালিতে সন্দেহভাজন আক্রান্ত শনাক্ত করা হয়েছে। রোজাস আলভারেজ বলেছেন, যেহেতু ২০০৪ সাল থেকে এই সংক্রমণের ধরণগুলো প্রাদুর্ভাবের সময় দেখা গিয়েছিল, তাই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রোধে হু জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, 'মৃত্যুর হার এক শতাংশেরও কম, কিন্তু যখন আপনি যখন লাখ লাখ শনাক্ত গণনা শুরু করেন, তখন সেই এক শতাংশ হাজার হাজার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আমরা দ্রুত সতর্কতা জারি করছি যাতে দেশগুলো খুব বড় প্রাদুর্ভাব এড়াতে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে পারে।

মশার উপদ্রব : রোজাস আলভারেজ ব্যাখ্যা করেছেন, যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বা একেবারেই নেই, সেখানে ভাইরাসটি দ্রুত মহামারী সৃষ্টি করতে পারে, যা জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকে প্রভাবিত করতে পারে। চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রামিত স্ত্রী মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়, এগুলো সাধারণত এডিস এজিপ্টি এবং এডিস অ্যালবোপিকটাস মশা। মানব-চালিত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে টাইগার মশা আরও উত্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। এরা মূলত দিনের আলোতে কামড়ায়, প্রায়শই ভোরে এবং বিকেলের শেষের দিকে এদের কামড়ের হার সর্বোচ্চ থাকে। মশার বংশবৃদ্ধি আটকাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানুষকে মশা নিরোধক ব্যবহার এবং পাত্রে পানি জমে না রাখার মতো ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে।

সূত্র : সায়েন্স এলার্ট

৫৫০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পেলেন ভারতীয় বৃত্তি

ঢাকা : চলতি বছর ৫৫০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভারতে উচ্চশিক্ষার জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর) বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়েছেন। গত ২৯ জুলাই তাদের বিদায় জানাতে সংবর্ধনার আয়োজন করে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন। বিদায় অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ বৃত্তি শিক্ষার্থীদের শুধু ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নই নয়, ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক শুধু কূটনৈতিক নয়, এটি গড়ে উঠেছে আমাদের অভিন্ন ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যৌথ ত্যাগের ভিত্তিতে। এ বৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে সেই বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। ভারতীয় হাইকমিশন সূত্র জানায়, আইসিসিআর বৃত্তি ভারত সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি, যার আওতায় মেধাবী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পান।

জেবিএফএ'র ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি ৪ আগস্ট

(শেষ পাতার পর)

সোসাইটি (জেএফএস)-এর ২৫ বছর পূর্তী পালনে সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। আগামী অক্টোবর মাসের সুবিধাজনক সময়ে দু'দিনব্যাপী সংগঠনের '২৫ বছর পূর্তী' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এদিকে সংগঠনের 'ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি' আগামী ৪ আগষ্ট সোমবার কুইন্সের কার্নিংহাম পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ব্যাক টু স্কুল কর্মসূচীর আয়োজন করা হবে আগামী ২২ আগষ্ট শুক্রবার। অপরদিকে সংগঠনের সার্থে সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর-কে জেএফএস'র উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়েছে। সংগঠন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

জেএফএস'র সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী জানান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন। একটি সামাজিক সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তী গৌরবেরও বিষয়। আমরা সবার অংশগ্রহনে জঁাকজমকভাবে ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তী উদযাপনে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। চলছে নানা প্রস্তুতি। আর সামার মৌসুম উপলক্ষে আয়োজন করা হচ্ছে বারবিকিউ পার্টির। আগামী ৪ আগষ্ট সোমবার কুইন্সের কার্নিংহাম পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন অপরাহ্ন ৩টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত এই পার্টি চলবে। এতে খেলাধুলা ও র‍্যাফল ড্রও থাকবে। অপরদিকে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য আগামী ২২ আগষ্ট শুক্রবার আয়োজন করা হবে 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচী। এনায়েত মুন্সী জানান, আমরা সবাইকে নিয়ে ফ্রেন্ডস সোসাইটিকে আরো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে চাই। এই লক্ষ্যে সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক জনাব শাহাব উদ্দিন সাগরকে সংগঠনের উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়েছে। গত ১ জুলাই তার মনোনয়ন চুড়ান্ত করে চিঠির মাধ্যমে সবাইকে অবহিত করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, 'ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি' সফল করতে সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি-কে আহ্বায়ক ও কার্যকরী সদস্য নওশাদ হায়দার-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তি পালন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী এবং সদস্য সচিব মনোনীত হয়েছেন সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ। কর্মসূচীগুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

লন্ডনে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর ভাইয়ের ২৬ কোটি টাকা মূল্যের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট

ঢাকা : যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের অভিজাত এজোয়ার রোড এলাকার কাছে একটি বিলাসবহুল বহুতল আবাসিক ভবনে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিমন্ত্রীর ভাই ব্যবসায়ী আনিসুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন একটি আধুনিক অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই ভবন মূলত আরব অঞ্চলের ধনকুবেরদের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। উত্তর লন্ডনের নিউক্যাসল প্লেসে অবস্থিত 'ওয়েস্টমার্ক টাওয়ার'-এর এই অ্যাপার্টমেন্টের মূল্য ছিল ১৬ লাখ ৬ হাজার ৪৫০ ব্রিটিশ পাউন্ড। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ২৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা। যুক্তরাজ্যের ভূমি নিবন্ধন ও কোম্পানি হাউসের দলিল পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০২১ সালের ১৫ জুলাই 'বিটকম রিয়েল এস্টেট লিমিটেড' নামের একটি আবাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্পত্তি কেনা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের কোম্পানি হাউসে নিবন্ধিত তথ্য অনুযায়ী, বিটকম রিয়েল এস্টেট লিমিটেডের (কোম্পানি নম্বর: ১২৫৮২৪৬২) দুই পরিচালক হলেন আনিসুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী ইমরানা জামান চৌধুরী। দুজনেরই জাতীয়তা বাংলাদেশি হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে। কোম্পানিটি ২০২০ সালের ১ মে গঠিত হয় এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধিত অফিস লন্ডনের ২২ গিলবার্ট স্ট্রিট। সম্পত্তিটি কেনা হয়েছিল যুক্তরাজ্যের অন্যতম প্রধান আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'বার্কলে হোমস' থেকে ৯৯৯ বছরের ইজারা চুক্তিতে। কোম্পানি হাউসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি এই অ্যাপার্টমেন্টের ওপর একটি

পুনঃ মর্টগেজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বিটকম রিয়েল এস্টেট লিমিটেড ও সেনক্যাপ লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। চার্জ দলিলে এই অ্যাপার্টমেন্টের ওপর ফিক্সড ও ফ্লোটিং চার্জ আরোপ করা হয়েছে।

আনিসুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ভাই। এই পরিবার দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি ও ব্যবসার জগতে প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচিত। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক দেশে সম্পদ অর্জন ও অর্থ স্থানান্তরের অভিযোগে তদন্ত চলছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের একটি সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত এক বছরে যুক্তরাজ্যের ভূমি নিবন্ধন কার্যালয়ে বাংলাদেশের সাবেক সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে অন্তত ২০টি সম্পত্তি বিক্রয়, হস্তান্তর বা পুনঃ মর্টগেজসংক্রান্ত আবেদন জমা পড়েছে। সেই তালিকায় আনিসুজ্জামানের নামও রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আনিসুজ্জামান লন্ডনের রিজেন্টস পার্ক এলাকায় ১ কোটি পাউন্ড মূল্যের একটি জর্জিয়ান টাউন হাউসসহ অন্তত চারটি সম্পত্তি বিক্রয় অথবা পুনঃ মর্টগেজের জন্য আবেদন করেছেন। এর আগে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নামে থাকা প্রায় ১৭ কোটি পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি জব্দ করে। এসব সম্পদের অর্থের উৎস যাচাই প্রক্রিয়া এখনো চলছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নজরে থাকা সম্পত্তির মধ্যে বেশির ভাগই লন্ডনের অভিজাত এলাকায় অবস্থিত।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী শতকোটিপতি কারা, কত তাঁদের সম্পদ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ধরা যাক, আপনার জন্ম হয়েছে নিপীড়নমূলক ও একনায়কতান্ত্রিক দেশে, আপনার হাতে এক টাকাও নেই, তখন ভবিষ্যৎ বলে কিছুই থাকে না। জীবনে যে কখনো উন্নতি হবে, এমন ভাবনাও আসে না। তখন আপনি ভাবেন, আদৌ আশা আছে কি? ৭৯ বছর বয়সী শতকোটিপতি স্টিভেন উডভার-হ্যাজি ফোর্বস ম্যাগাজিনকে এ কথা বলেন। হাঙ্গেরি থেকে শিশু বয়সে নিউইয়র্কে পাড়ি জমান স্টিভেন। ১৪ বছর বয়সে ম্যানহাটানের একটি গুদামে ঘণ্টায় মাত্র ৩০ সেন্টের বিনিময়ে বাক্স গোছানোর কাজ নেন। পরবর্তীকালে তিনি বিমান লিজিং শিল্পের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন। বিষয়টি হলো, কপর্দকহীন অভিবাসী হিসেবে কেউ যখন ধনী কোনো দেশে পাড়ি জমান, তখন তাঁর মানসিকতাই বদলে যায়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের নাগরিকদের চেয়ে। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির এ দেশের নাগরিকেরা জন্মসূত্রেই স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত। কিন্তু এই অভিবাসীদের তা অর্জন করে নিতে হয়। হ্যাজি বলেন, এ পরিস্থিতিতে মানুষ একদম অন্য প্রান্ত থেকে জীবন শুরু করেন, তখন জীবনের মূল্য তৈরি করা অন্যতম লক্ষ্য হয়ে যায়। এ সময় মানুষ যাঁদের সহায়তা পায়, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে ওঠে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য তখন স্পষ্ট হয়ে যায়ড়যত দ্রুত সম্ভব সেই দুঃসহ অতীত থেকে বেরিয়ে আসা। অভিবাসীদের এই যে জেদি মনোভাব, ঠিক সেখানেই জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকদের চেয়ে তাঁরা একেবারেই আলাদা। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, বিশ্বের সবখানেই অভিবাসীদের এ মনোভাব দেখা যায়। ফোর্বসের ২০২৫ সালের তালিকা বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসী শতকোটিপতির সংখ্যা এখন ১২৫। ২০২২ সালে যা ছিল ৯২ জন, অর্থাৎ সেখান থেকে এ সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ বেশি। এই শতকোটিপতিদের আগমন ৪১টি দেশ থেকে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৯০০ শতকোটিপতির মধ্যে তাঁদের অনুপাত তেমন একটা বেশি নয়, ১৪ শতাংশ। সম্মিলিতভাবে তাঁদের সম্পদের পরিমাণ ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন বা ১ লাখ ৩০ হাজার কোটি ডলারের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের শতকোটিপতিদের সম্পদের প্রায় ১৮ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই অভিবাসী ধনীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ধনী ভারতীয়। দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করা ১০ জন এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনীর মধ্যে ৩ জনেরই শিকড় ভিন্ন দেশে। নতুন মুখের মধ্যে আছেন ইরানি বংশোদ্ভূত মাকি জানাগানে। তিনি বলেন, অভিবাসী হওয়ার অর্থ হলো নিজের শিকড় না ভুলে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া এবং প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগানো। ইউরোপের রোবোটিক সার্জারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে কাজ করার পর ২০০২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। বর্তমানে তিনি বায়োটেক প্রতিষ্ঠান সামিট থেরাপিউটিকসের সহপ্রধান নির্বাহী। তাঁদের সম্ভাবনাময় ক্যানসারের ওষুধের কারণে শেয়ারের দাম এক বছরে প্রায় ২০০ শতাংশ বেড়েছে। সেই সূত্রে জানাগানে শতকোটিপতির তালিকায় উঠে এসেছেন। সফলতার প্রসঙ্গে জানাগানে বলেন, ‘ব্যবসাতেও নিয়ম একড়আপনাকে সজাগ থাকতে হবে, পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকতে জানতে হবে। আমি সেই মানসিকতা নিয়েই এগিয়েছি।’

তালিকায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শতকোটিপতি উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পেয়েছেন অথচ অভিবাসীদের মধ্যে ৯৩ শতাংশই স্বনির্ভরড়নিজের চেষ্টায় সম্পদ গড়ে তুলেছেন। তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশই ধনী হয়েছেন প্রযুক্তি (৫৩ জন) বা আর্থিক খাত (২৮ জন) থেকে। এই অভিবাসীদের অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার জন্য এসে থেকে গেছেন। যেমন ইলন মাস্ক কিংবা সাইবার নিরাপত্তা খাতে সফল ব্যবসায়ী ভারতীয় বংশোদ্ভূত জয় চৌধুরী। তিনি ১৯৮০ সালে স্নাতকোত্তরের জন্য প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। জ্যাকসনভিলস জাগুয়ারের মালিক শহীদ খান ১৬ বছর বয়সে পরিবারের সব সঞ্চয় দিয়ে টিকিট কিনে ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ের উদ্দেশে উড়াল দেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এক রেস্তোরাঁয় থালাবাসন ধোয়ার চাকরি পান ঘণ্টায় ১ দশমিক ২০ ডলার মজুরিতে। তাঁর মতে, সেই মজুরিও ছিল তাঁর দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষের চেয়ে বেশি। সেখান থেকেই কৃতজ্ঞতা, বিনয় আর নিজের ওপর বিশ্বাসের ওপর ভর করে যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ মিলিয়ন বা তিন কোটি ডলার অনুদান দিয়েছেন। ২০২২ সালে তাইওয়ানের মোট শতকোটিপতি ছিল মাত্র চারজন। এখন সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১। এ ছাড়া নারী অভিবাসী শতকোটিপতির সংখ্যাও বেড়ে হয়েছে ১৭। ২০২২ সালে যা ছিল মাত্র ১০ জন। দেখে নেওয়া যাক, কোন দেশের কতজন শতকোটিপতি এই অভিবাসী ধনীর তালিকায় আছেন। দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি শতকোটিপতি অভিবাসীর জন্মস্থান ভারত। ভারতীয় শতকোটিপতি অভিবাসীর সংখ্যা ১২। দ্বিতীয় স্থানে আছে ইসরায়েল। এই দেশে জন্মগ্রহণ করা শতকোটিপতি অভিবাসীর সংখ্যা ১১। সমসংখ্যক ধনী নিয়ে তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন তাইওয়ান। নয়জন ধনী নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে কানাডা। আটজন নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে চীন। ছয়জন নিয়ে যৌথভাবে ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে আছে জার্মানি ও ইরান। পাঁচজন নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে ফ্রান্স। চারজন নিয়ে নবম ও দশম স্থানে আছে ইউক্রেন ও হাঙ্গেরি। ২০২৫ সালের তালিকায় সবচেয়ে বেশি যুক্তও হয়েছেন ভারতীয় শতকোটিপতিরা। নতুন ভারতীয়দের মধ্যে আছেন গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী বা সিইও সুন্দর পিচাই, মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলা ও সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান পালো আলটো নেটওয়ার্কের সিইও নিকেশ অরোরা।

ইলন মাস্ক : অভিবাসী শতকোটিপতিদের মধ্যে শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের (৫৪) জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। এরপর কানাডা হয়ে শিক্ষার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তিনি। টেসলার কর্ণধার ইলন মাস্কের সম্পদমূল্য বর্তমানে ৪১৩ দশমিক ২ বিলিয়ন বা ৪১ হাজার ৩২০ কোটি ডলার।

জেনসেন হুয়াং : দ্বিতীয় স্থানে আছেন এনভিডিয়ার সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও জেনসেন হুয়াং। তাইওয়ানে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তীকালে থাইল্যান্ড হয়ে ৯ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তাঁর সম্পদ এখন ১৫০ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ১৫ হাজার ১০ কোটি ডলার।

সের্গেই ব্রিন : তৃতীয় স্থানে আছেন গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিন (৫১)। ইহুদিবিদ্বেষের সমুম্খীন হয়ে মাত্র ছয় বছর বয়সে রাশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। বর্তমানে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৪৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ১৪ হাজার ৫৮০ কোটি ডলার।টমাস পেটেরফি : হাঙ্গেরির বংশোদ্ভূত টমাস পেটেরফি আছেন চতুর্থ স্থানে। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৭৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ৭ হাজার ৪৮০ কোটি ডলার।

টমাস পেটেরফি : হাঙ্গেরির বংশোদ্ভূত টমাস পেটেরফি আছেন চতুর্থ স্থানে। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৭৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ৭ হাজার ৪৮০ কোটি ডলার।

মিরিয়াম আডেলসন : পঞ্চম স্থানে আছে ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত মিরিয়াম আডেলসন অ্যান্ড ফ্যামিলি। এই পরিবারের সম্পদমূল্য ৩৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার।

রুপার্ট মারডক : ষষ্ঠ স্থানে আছে রুপার্ট মারডক অ্যান্ড ফ্যামিলি। এই পরিবারের সম্পদমূল্য ২৪ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৪১০ কোটি ডলার।

পিটার থিয়েল : সপ্তম স্থানে আছেন জার্মান বংশোদ্ভূত পিটার থিয়েল। তাঁর সম্পদমূল্য ২৩ দশমিক ২ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৩২০ কোটি ডলার।

ইয়ান কৌম : অষ্টম স্থানে আছেন ইউক্রেনের ইয়ান কৌম। তাঁর সম্পদমূল্য ১৬ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৬৮০ কোটি ডলার।

Health Career Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিশ্ব রেকর্ডে ২১ সপ্তাহে জন্ম নেওয়া শিশুটি

বাংলাদেশ ডেস্ক : মাত্র ২১ সপ্তাহ বা ৫ মাসের কিছু বেশি সময় মায়ের গর্ভে থাকার পরই পৃথিবীর আলো দেখল এক শিশু। জন্মের সময় ওজন ছিল মাত্র ১০ আউন্স (২৮৩ গ্রাম)। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও যুক্তরাষ্ট্রে ঘটেছে এমন ঘটনা। শুধু তাই নয়, এক বছর বয়স হতেই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও নাম লিখিয়েছে সে! শিশুটির নাম নাশ কিন। ২০২৪ সালের ৫ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়ায় তার জন্ম। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১৩৩ দিন অর্থাৎ প্রায় ১৯ সপ্তাহ আগেই পৃথিবীতে চলে আসে সে। জন্মের পরই কিনকে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেট ফ্যামিলি চিলড্রেনস হাসপাতালের নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানে টানা ছয় মাস চিকিৎসা নেওয়ার পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে মা মলি কিন ও বাবা র্যান্ডাল কিনের সঙ্গে বাসায় ফিরেছে শিশুটি। চলতি জুলাইয়ে কিনের প্রথম জন্মদিন উদ্যাপন করেছে পরিবার। আর জন্মদিনের সঙ্গেই এসেছে আরেকটি বড় স্বীকৃতি। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। ২০২০ সালে আলাবামায় জন্ম নেওয়া এক শিশুর আগের রেকর্ড ভেঙে মাত্র এক দিনের ব্যবধানে সবচেয়ে কম বয়সে জন্মানো জীবিত শিশুর খেতাব এখন নাশ কিনের দখলে!

চিকিৎসকেরা সাধারণত ২২ সপ্তাহের আগে জন্মানো শিশুর জন্য জীবনরক্ষামূলক চিকিৎসা দেন না। কারণ, তখন টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। অবশ্য কিনের ব্যাপারে চিকিৎসকেরা আশাবাদী। তাঁরা বলছেন, সাধারণত অপরিণত শিশুদের যেসব শারীরিক ও বিকাশগত জটিলতা দেখা যায়, তার অনেকটাই আশাজনকভাবে পেরোতে পারছে কিন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মালিন্ডা শ্যাফার বলেন, কিনের জন্ম মা ও নবজাতকসংক্রান্ত চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তবে কিনের লড়াই শেষ হয়নি। এক বছরের একটু বেশি বয়সী কিনকে এখনো শ্বাস নিতে অক্সিজেনের সাহায্য নিতে হয়, খেতে হয় ফিডিং টিউবের মাধ্যমে। তবে এখন ধীরে ধীরে মুখে নরম খাবার দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। কিনের হৃৎপিণ্ডেও হালকা সমস্যা আছে। তবে চিকিৎসকদের ধারণা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটিও ঠিক হয়ে যাবে। কিন এখন নিজে নিজে গড়াগড়ি দিতে পারে। তার মা বলেন, 'সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখার চেষ্টা করছে, এটা দারুণ ব্যাপার।'

এআই নিয়ন্ত্রণে 'বিশ্বব্যাপী যৌথ উদ্যোগের' তাগিদ জাতিসংঘের প্রযুক্তি প্রধানের

বাংলাদেশ ডেস্ক : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি দ্রুত অগ্রসর হওয়ায় এর নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে তাগিদ দিয়েছেন জাতিসংঘের শীর্ষ প্রযুক্তি কর্মকর্তা ডরিন বগদান-মার্টিন। তিনি বলেছেন, ভিন্ন ভিন্ন ও খণ্ডিত পন্থা গ্রহণ করলে ঝুঁকি এবং বৈষম্য আরও বাড়তে পারে। জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) প্রধান জেনেভায় এএফপিকে বলেন, তিনি আশাবাদী যে, এআই মানবজাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তবে এই প্রযুক্তিকে ঘিরে ব্যাপক চাকরি হারানোর আশঙ্কা, ভুয়া ভিডিও (ডিপফেইক), ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার আশঙ্কা এবং সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির মতো উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন, সঠিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গঠনে এখনই উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। বগদান-মার্টিন বলেন, একটি সঠিক বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি করা এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। তিনি এই মন্তব্য করেন এমন এক সময়ে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি আগ্রাসী, কম-বিধিনিষেধ নির্ভর এআই কৌশল ঘোষণা করেছেন - যার লক্ষ্য হলো চীনের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে রাখা।

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রকাশিত ৯০টির বেশি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এআই উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হতে পারে, এমন বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হবে। এই ব্যাপারে মন্তব্য চাইলে বগদান-মার্টিন সরাসরি সমালোচনা না করে বলেন, তিনি এখনো যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা 'হজম' করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, এখন বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন পথে এগোচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) এক ধরনের পন্থা আছে, চীনের আছে ভিন্ন পথ, এখন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের কৌশল দেখাচ্ছে। এখন সময় এসেছে এসব পথ একে অপরের সঙ্গে সংলাপে বসে সমাধান করা। তিনি আরও জানান, এখনো বিশ্বজুড়ে ৮৫% দেশের এআই নিয়ে কোনো জাতীয় নীতি বা কৌশলই নেই।

নবীগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : খারাপ আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে বার্ষিক বনভোজন ২০২৫ সম্পন্ন করেছে নিউইয়র্কস্থ নবীগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক।

গত ২৭ জুলাই ব্রঙ্কসের ফেরি পয়েন্ট পার্কে অনুষ্ঠিত হয় নবীগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন। সকালে ছিল হালকা বৃষ্টি। খারাপ আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে নবীগঞ্জ উপজেলাসহ বিভিন্ন প্রবাসী বাংলাদেশি আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত হন ফেরি পয়েন্ট পার্কে।

দুপুরে শুরু হয় দিনব্যাপী বনভোজনের মূল আয়োজন।

এক ঝাঁক বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ সূচনা করেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের একাংশের সভাপতি বদরুল হোসেন খান।

সংগঠনের সভাপতি শেখ জামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী টিপুর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ইমদাদ চৌধুরী, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি শফি উদ্দিন তালুকদার, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, নবীগঞ্জ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোবাশ্বের চৌধুরী, সাবেক সভাপতি সাব্বির হোসেন, উপদেষ্টা হাসান আলী, সহ-সভাপতি মামুন আলী, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম আহমদ, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামান।

আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশু-কিশোর-যুবকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

আইটেম ছিলো প্রীতি ফুটবল, শিশু কিশোরদের দৌড় প্রতিযোগিতা ও মেয়েদের অংশগ্রহণে বালিশ খেলার প্রতিযোগিতা।

অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক আবু তাহের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক শাহ রাহিম শ্যামল, সদস্য সচিব মো. মিটু আলী সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

বনভোজনে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির উপস্থিতিতে আনন্দঘন পরিবেশ তথা মিলন মেলায় পরিণত হয়।

শুভেচ্ছা জানাতে নিউইয়র্কের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে নবীগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আলমগীর চৌধুরী, গোয়াইনঘাট উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মইনুল হোসেন (একাংশ), শাহীন কামালী, শাহীনুল ইসলাম, খলিলুর রহমান, অ্যাসালের কোষাধ্যক্ষ বসির মিয়া, কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা মনজুর হোসেন, আমেরিকান বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন সভাপতি আব্দুস শহীদ, এন ইসলাম মামুন, এমডি আলাউদ্দীন, অধ্যক্ষ সানাউল্লাহ, কপিল উদ্দিন চৌধুরী, শ্যামল চন্দ্র চন্দ প্রমুখ।

দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজে উপস্থিত সবাই অংশগ্রহণ করেন।

সবশেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন খেলাধুলায় ও র্যাফেল ড্রয়ের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

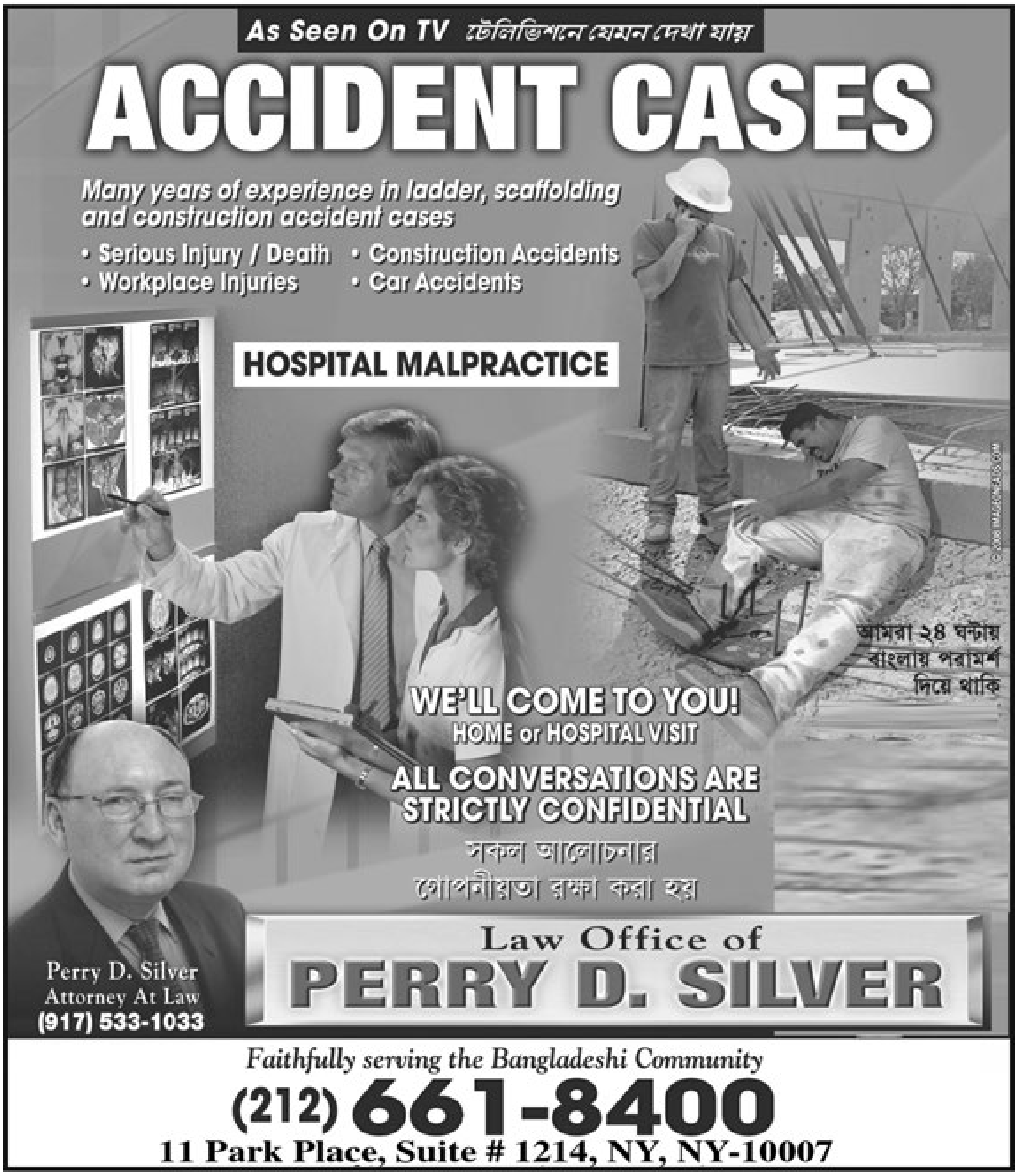

ডাকসু নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর, প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় যাঁরা

ঢাকা : গণ-অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ছয় বছর আগে সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচনে বেশির ভাগ পদে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) প্যানেল থেকে জয় পেলেও সহসভাপতির (ভিপি) পদে জয়ী হয়েছিলেন কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতা নুরুল হক নূর। সেই কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকেই গত বছর বাংলাদেশে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে পতন ঘটে আওয়ামী লীগের প্রায় ১৬ বছরের শাসনের। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের একটি অংশ এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাঁরা বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে আছেন। তাই নতুন এই বাস্তবতায় ডাকসু নির্বাচনে কোন কোন ছাত্রসংগঠনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে এবং কারা সম্ভাব্য প্রার্থী, তা নিয়ে ক্যাম্পাসের রাজনীতিসচেতন শিক্ষার্থীদের কৌতূহল রয়েছে। গত ২৯ জুলাই এ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। আর ভোট গ্রহণ হবে ৯ সেপ্টেম্বর। থাকছে না বয়সের বাধা : সর্বশেষ ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৯ সালে। ২৮ বছর পর অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়স ছিল ৩০ বছর। তবে আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হলেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তমতে, এবারের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না সান্ধ্যকালীন কোর্সের শিক্ষার্থীরা। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হতে হলে শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হতে হবে, যিনি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা এমফিলে অধ্যয়নরত এবং কোনো আবাসিক হলে অবস্থানরত বা সংযুক্ত। এ ছাড়া সান্ধ্যকালীন কোর্সের পাশাপাশি পেশাদার বা এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও ভাষা কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও ভোটার বা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন না। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সংযুক্ত কলেজ বা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। তা ছাড়া ছাত্রত্ব না থাকলে ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা। আইনি জটিলতা এড়াতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডাকসু নির্বাচন আয়োজনে গঠিত নির্বাচন কমিশন। এবারের ডাকসু নির্বাচন সামনে রেখে ছাত্রসংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি দাবি ছিল হলের বাইরে ভোটকেন্দ্র করা। সেই দাবি মেনে ডাকসু নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর বাইরে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কেন্দ্রগুলো হলো: এক. কার্জন হল কেন্দ্র (পরীক্ষার হল); ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক হলের শিক্ষার্থীরা এখানে ভোট দেবেন। দুই. শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র; জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা এখানে ভোট দেবেন। তিন. ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি); রোকেয়া হল, শামসুন নাহার হল ও কবি সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থীরা এখানে ভোট দেবেন। চার. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্র; বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের শিক্ষার্থীরা এখানে ভোট দেবেন। পাঁচ. সিনেট ভবন কেন্দ্র (অ্যালামনাই ফ্লোর, সেমিনার কক্ষ, ডাইনিংরুম); স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীরা এখানে ভোট দেবেন। ছয়. উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র; সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীমউদ্দীন হলের শিক্ষার্থীরা এখানে ভোট দেবেন।

যে পরিকল্পনায় এগোচ্ছে ছাত্রসংগঠনগুলো : তফসিল ঘোষণার পর ছাত্রসংগঠনগুলোর নিজেদের মধ্যে প্রার্থী নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। কাকে কোন পদে প্রার্থী করলে জয় ছিনিয়ে আনা যাবে, চলছে সেসব বিশ্লেষণ। তবে অধিকাংশ ছাত্রসংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এবার দলীয় প্যানেলের চেয়ে সম্মিলিত সাধারণ শিক্ষার্থী প্যানেলের কথা ভাবছে সংগঠনগুলো। নিজ সংগঠনের বাইরে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির অনেক প্রার্থীকে তাঁরা নিজেদের প্যানেলে রাখতে চাচ্ছেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর হওয়া ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা অভ্যুত্থানে অবদান রাখা প্রার্থীদের কিছুটা এগিয়ে রাখবেনড় এমনটা মনে করছে কিছু সংগঠন। এ ছাড়া নারী শিক্ষার্থী, বিজ্ঞান অনুষদগুলোর শিক্ষার্থী, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোট প্রার্থীদের জিতে আসার জন্য বড় ভূমিকা রাখবে বলেও মনে করা হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেল কেমন হবে, তা দলীয় সিদ্ধান্তের আলোকেই ঠিক করা হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ সম্মিলিত সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্যানেল করবে, এমন আলোচনা চলছে। বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর পাশাপাশি ইসলামী ছাত্রশিবিরও পৃথকভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে প্যানেল দিতে পারে এমন আলোচনা হচ্ছে।

প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় যাঁরা : ডাকসু নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহসাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) এবার মোট ২৮টি পদের বিপরীতে লড়বেন প্রার্থীরা। ছাত্রসংগঠনগুলোর দাবির মুখে এবার গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক; ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক নামে চারটি নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে। ছাত্রসংগঠনগুলোর শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরিচিত কিছু মুখ সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর গঠিত হওয়া সংগঠন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার, সদস্যসচিব জাহিদ আহসান ও মুখ্য সংগঠক তাহমিদ আল মুদ্দাসির চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আবদুল কাদের প্রার্থী হতে পারেন। আলোচনায় রয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদও। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান ও বি এম কাওসার, কবি জসীমউদ্দীন হল শাখা ছাত্রদলের প্রচার সম্পাদক তানভীর বারী হামিম প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন। বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেঘমল্লার বসু ও বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর জাবির আহমেদের নাম আলোচনায় রয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পর ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি আবু সাদিক কায়েম ও বর্তমান সভাপতি এস এম ফরহাদ প্রার্থী হতে পারেন। এ ছাড়া ছাত্র অধিকার পরিষদের বিন ইয়ামিন মোল্লার নামও আলোচনায় রয়েছে।

কে কী বলছেন : নির্বাচন আয়োজনে কালক্ষেপণের অভিযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এরপরও তফসিল ঘোষণায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিছুটা তড়িঘড়ি করেছে বলে মনে করছেন ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন। নাহিদুজ্জামান বলেন, 'অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছিল নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হলে এবং শিক্ষার্থী নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত চিহ্নিত ছাত্রলীগ কর্মী ও ফ্যাসিবাদের দোসর শিক্ষকদের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার পর তফসিল ঘোষণা করা হবে। কিন্তু আমরা সেগুলোর কিছুই দেখিনি। ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারের বিষয়েও কোনো প্রকার অগ্রগতি দেখিনি।' শিক্ষার্থীদের সংস্কার প্রস্তাবের বেশির ভাগই উপেক্ষা করে আগের কাঠামোর মধ্যেই ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের। সংগঠনটির একাংশের সাধারণ সম্পাদক শিমুল কুম্ভকার বলেন, 'অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিদায়ের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাসিবাদী কাঠামোর বিলোপের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ডাকসু সংস্কারের প্রস্তাব দেয়। অপরাপর সংগঠনগুলোও সংস্কারের দাবি জানায়। কিন্তু আমরা দেখি, শিক্ষার্থীদের সংস্কার প্রস্তাবের বেশির ভাগই উপেক্ষা করে আগের কাঠামোর মধ্যেই ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করা হলো।' এরপরও ডাকসু নির্বাচনকে সাধুবাদ জানিয়ে শিমুল বলেন, প্রতিবছর নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রত্যাশা করেন তাঁরা। ছাত্র ইউনিয়ন চায়, ডাকসু নির্বাচনে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান এবং চব্বিশের জুলাইয়ে যাঁরা গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত, সেসব সংগঠন এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে নির্বাচনকে বিতর্কিত না করুক। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে বলে মনে করছেন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আবদুল কাদের। তিনি বলেন, 'এই উচ্ছ্বাস যেন আশাহত অবস্থায় রূপ না নেয়, সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সচেষ্ট থাকতে হবে। কুচক্রী মহলের ডাকসু বানচালের পাঁয়তারায় প্রশাসনের মধ্যে যেন জুজুর ভয় সঞ্চারিত না হয়, সেটাই আমাদের আহ্বান থাকবে।' ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি আবু সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, 'প্রতিটি ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব নির্বাচন করা জুলাইয়ের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা। আমাদের দাবি থাকবে, অনতিবিলম্বে প্রতিটি ক্যাম্পাসেই যেন ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়।' নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের (সবার জন্য সমান সুযোগ) ওপর প্রশাসনের জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ। তিনি বলেন, 'বিপুল অর্থ এবং পেশিশক্তির ব্যবহার করে যাতে কোনো গোষ্ঠী এই নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সে ব্যাপারে তাদের ভূমিকা রাখতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, একটা অবাধ, সুষ্ঠু, নিরেপক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁদের যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত করবেন।'

গণহত্যা গবেষণা ইনস্টিটিউট হচ্ছে আওয়ামী লীগ অফিসে

ঢাকা : আওয়ামী লীগের পতনের পর গুলিস্তান এলাকায় তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে ছাত্র-জনতা। এর পর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে এটি ছিল পরিত্যক্ত ভবন। এক বছরে এটি ভাসমান মানুষের সৌচাগার ও নেশার আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল। মানুষজন ময়লা-আবর্জনা ফেলায় এমন অবস্থা হয়েছে যে উৎকট গন্ধে আশপাশে টেকা দায়। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রায় বছর পর তা এখন সংস্কার হচ্ছে। পরিত্যক্ত ভবনে টাঙানো হয়েছে একটি লাল ব্যানার, এতে লেখা আছে, 'আন্তর্জাতিক ফ্যাসিজম ও গণহত্যা গবেষণা ইনস্টিটিউট'। মূলত এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় এর মেরামত কাজ চলছে। ভবনের সামনে থাকা কয়েকজন জানান, জুলাই অভ্যুত্থানে নিহতদের নামে এটি গণহত্যা গবেষণা ইনস্টিটিউট কার্যালয় হবে। তবে পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিতের ভাষ্য, এখানে ফ্যাসিজম ও গণহত্যা গবেষণা ইনস্টিটিউট হবে। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষে হলে দেখতে পারবেন সবকিছু। তবে এ ধরনের কোনো ইনস্টিটিউট করার বিষয়ে সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। একজন শ্রমিক বলেন, গত বুধবার থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি। আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ময়লা-আর্বজনা আমরা এখান থেকে সরিয়ে নিতে পারব। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সড়ক, স্থাপনার নাম পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় মার্চ মাসে বদলে ফেলা হয় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের নাম। সড়কটির নতুন নাম হয়েছে শহীদ আবরার ফাহাদ এভিনিউ।

মে মাসে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর সব ধরনের কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অন্তর্বর্তী আন্তর্বর্তী সরকার। দল হিসেবে নিবন্ধনও স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। ফলে ছয় মেয়াদে দুই যুগের বেশি সময় সরকারে থাকা দেশের অন্যতম প্রাচীন এ দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে গুলিস্তানে পরিত্যক্ত বিভিন্ন বাড়ি খালি পড়ে ছিল। এসব ভবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যালয় হয়। তারই একটি তখনকার ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের ঠিকানার এই পুরনো ভবন, যা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে ১৯৮১ সাল থেকে। পুরনো ভবনটি ভেঙে ফেলা হয় ২০১৬ সালে, ২০১৮ সালে ১০ তলা ভবন তৈরি করা হয়। আট কাঠা জমি ৯৯ বছরের জন্য সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেয়া হয়েছিল আশির দশকে। পরে এই জমিতে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণ করে এটিকে আওয়ামী লীগের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ২০১৮ সালের ২৩ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের দিনই এই ভবনটিতে আগুন ধরিয়ে সব কিছু নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এর পর থেকে ভবনটি অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ভবনটির প্রথম থেকে তৃতীয়তলা পর্যন্ত প্রতিটি ফ্লোর ৪ হাজার ১০০ বর্গফুট। চতুর্থতলা থেকে ওপরের সবগুলো ফ্লোর ৩ হাজার ১০০ বর্গফুটের চতুর্থ ও পঞ্চমতলায় সাজানো হয়েছিল দলের অফিস, ডিজিটাল লাইব্রেরি ও মিডিয়া রুম। ষষ্ঠতলায় সম্মেলন কক্ষ; সপ্তমতলা বরাদ্দ দলের কোষাধ্যক্ষের জন্য। অষ্টমতলায় সাধারণ সম্পাদকের অফিস। নবমতলা ছিল দলের সভানেত্রীর জন্য। তার নিরাপত্তা নিশ্চিতে এই ফ্লোরটি 'বুলেটপ্রুফ' করা হয়। দশমতলায় ছিল ক্যাফেটেরিয়া।

জামায়াত আমীরের হার্টে ৩ ব্লক, জরুরি বাইপাস সার্জারির সিদ্ধান্ত

ঢাকা : জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমানের হার্টে একাধিক ব্লক ধরা পড়েছে। জরুরি ভিত্তিতে তার বাইপাস সার্জারীর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চিকিৎসকরা। এমনটাই জানিয়েছেন জামায়াত আমীরের পিএস মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। মানবজমিনের সঙ্গে আলাপে সন্ধ্যায় তিনি বলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দলের জাতীয় সমাবেশে বক্তৃতাকালে আচমকা মঞ্চে পড়ে যাওয়ার পর থেকে তার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে।

এর ধারাবাহিকতায় বুধবার এনজিওগ্রাম হয়। কার্ডিওলজিস্ট ডা. মমিনুজ্জামানের অধীনে সম্পন্ন হওয়া এনজিওগ্রামে তার হার্টে ৩ টি মেজর ব্লক ধরা পড়ে। চিকিৎসকরা এনজিওপ্লাস্টি না করে বাইপাস সার্জারির পরামর্শ দিয়েছেন। দলীয়ভাবে তাকে দেশের বাইরে পাঠানোর চিন্তা করা হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি এটি নাকচ করেছেন। জানিয়েছেন দেশের চিকিৎসার প্রতি তার পূর্ণ আস্থা আছে। তাই দেশেই জরুরি ভিত্তিতে এখন তার বাইপাস করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মিস্টার ইসলাম জানান, দলীয়ভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। ডা. শফিকুর রহমান এবং তার পরিবার দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

চিকিৎসার জন্য ফের লন্ডন যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

ঢাকা : চিকিৎসার জন্য ফের লন্ডন যাচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে তার ফলোআপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এনিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চেয়েছে বিএনপি। অন্তর্বর্তী সরকার এবং দলটির নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র রোববার সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। জানিয়েছে, চিকিৎসকরা লন্ডনে তার চিকিৎসার ফলোআপকে জরুরি মনে করছেন। গত ৮ই জানুয়ারি চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান বেগম খালেদা জিয়া। সেখানে প্রায় ৪ মাস ছিলেন তিনি। জানুয়ারি মাসের প্রায় পুরোটা সময় ছিলেন হাসপাতালে ভর্তি। পরের ৩ মাস ছিলেন বড় ছেলে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাসায়। সেখানে থেকে তার চিকিৎসার ফলোআপ হয়। স্মরণ করা যায়, একের পর এক মামলা আর আদালতকে প্রভাবিত করা রায় দিয়ে অসুস্থ বেগম জিয়াকে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ এবং গৃহবন্দি করে রাখে শেখ হাসিনার সরকার। সে সময় তার উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিতে বিদেশে পাঠাতে সরকারের প্রতি অনুরোধ করে তার পরিবার বিএনপি এবং মিত্র রাজনৈতিক দলগুলো।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তরফেও তার চিকিৎসার অধিকারের বিষয়ে সচেতন থাকতে সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু না, পতিত সরকার কোনো অনুরোধ বা আহ্বানের পরোয়া করেনি বরং বেগম জিয়ার অসুস্থতাকে নিয়ে তীর্যক এবং ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করা হয়। ৫ই আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ভারতে পালিয়ে যান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার সরকারের মন্ত্রী-উপদেষ্টা, এমপি এবং দলের শীর্ষ নেতাদের স্থান হয় জেল কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে। হাসিনা

সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি মুক্ত হন খালেদা জিয়া। সর্বাগ্রে তার চিকিৎসা নিশ্চিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারের আমীরের পাঠানো বিশেষ এয়ার এম্বুলেন্সে তিনি ঢাকা ছেড়ে যান। এয়ারবাস এ-৩১৯ মডেলের ওই এয়ারক্রাফটে ভেন্টিলেটর, ডিফিব্রিলেটর, ইনফিউশন পাম্প ও উন্নত কার্ডিয়াক মনিটরসহ জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।

আওয়ামী সন্ত্রাসে নিহতদের তালিকা প্রস্তুতের নির্দেশ

ঢাকা : ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের আগে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের হামলায় নিহতদের তালিকা প্রস্তুত করে প্রত্যেকটি ঘটনার তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হাতে নিহত বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের স্বজনদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। এ সময় আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহ, ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজ ও মামা মোফাজ্জল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আবরার ফাহাদকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারার ঘটনাটি পুরো জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার সম্পন্ন হবেই। চব্বিশের জুলাই গণ অভ্যুত্থানের আগে আওয়ামী লীগ ও এর সংগঠনের দলীয় সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহতের তালিকা করে প্রত্যেকটি ঘটনা তদন্ত করা হবে। এর পাশাপাশি তৎকালীন সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেগুলো নিয়েও তদন্তকাজ চলছে। সরকার ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে।' আবরারের বাবা বরকত উল্লাহ বলেন, 'দেশের জন্য কথা বলার কারণে তাকে সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। সে দেশের স্বার্থে কথা বলেছিল, অসম পানি বণ্টনের বিরুদ্ধে বলেছিল। তিনি বলেন, 'তার মা এখনো ছেলের জন্য আর্তনাদ করেন। আর কোনো মায়ের যেন সন্তান হারানোর কষ্ট পেতে না হয়, আর কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয়।' এ সময় আবরার ফাহাদ হত্যা মামলার বিচারকাজ ত্বরান্বিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিতে প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানান বরকত উল্লাহ।

ওবায়দুল কাদেরের কুকীর্তি ফাঁস করল ভারতীয় মিডিয়া

বাংলাদেশ ডেস্ক : টেলিগ্রামে চাঁদাবাজি, অননুমোদিত গ্রুপ পরিচালনা ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অর্থ সংগ্রহের অভিযোগে এবার ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। ক্ষমতা হারানোর পরেও আওয়ামী লীগের এই শীর্ষ নেতা কীভাবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে দল পরিচালনা ও অর্থ আদায়ের চেষ্টা করছেন, তা তুলে ধরা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। টেলিগ্রাম সেশনে শেখ হাসিনার সামনে কথা বলতেও লাগে টাকা, অভিযোগের কেন্দ্রে ওবায়দুল কাদের। আগামী ৫ আগস্টড়্যে দিনটি শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়ার এক বছর পূর্ণ হবেড়্তার আগেই আওয়ামী লীগের ভেতরে তীব্র অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের একাধিক শীর্ষসূত্র ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮-কে জানিয়েছে, দলটি এখন একাধিক জটিল সমস্যার মুখোমুখি। বাংলাদেশে দলটি নিষিদ্ধ হওয়ায় নেতারা খুব একটা অবাক না হলেও, টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্মে দলীয় নেতা-কর্মীদের কথা বলার সুযোগ করে দিতে টাকা আদায়, অনুমোদনহীন গ্রুপ গজিয়ে ওঠা এবং এসব গ্রুপে গোয়েন্দা সংস্থার অনুপ্রবেশড়্এসব ঘটনায় বিস্মিত আওয়ামী লীগের শীর্ষ মহল।

টেলিগ্রাম গ্রুপ আর চাঁদাবাজির 'অপারেশন' : গত এক বছরে টেলিগ্রাম হয়ে উঠেছে পালিয়ে থাকা শেখ হাসিনার দলের মূল সংগঠনিক প্ল্যাটফর্ম। কিছু গ্রুপে সদস্যসংখ্যা

২০ থেকে ৩০ হাজারের বেশি। প্রতিদিন রাত ৯টার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলা এই ভার্চুয়াল আড্ডায় অংশ নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতা, বর্তমান-সাবেক সংসদ সদস্য, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা। তবে আওয়ামী লীগের নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো নিউজ ১৮-কে জানিয়েছে, এমনকি যখন শেখ হাসিনা নিজে কোনও টেলিগ্রাম সেশনে উপস্থিত থাকেন, তখনও কে তার সামনে কথা বলবে তা নির্ধারণে অর্থ লেনদেন হয়। এই বিষয়ে সন্দেহের কেন্দ্রে রয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। ওবায়দুল কাদের এখন নিজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মঞ্চ হিসেবে টেলিগ্রামকে বেছে নিয়েছেন। প্রতিদিন একাধিক গ্রুপে নিজে কথা বলার সময়সূচি ঠিক করেন এবং প্রায়ই বলেন 'ঢাকা ঘেরাও' করার ডাক। তবে তার বক্তব্যে সময়সীমা বা বাস্তব পদক্ষেপের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব আছে বলেও অভিযোগ। দলটির এক সিনিয়র নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে নিউজ ১৮-কে বলেন, 'ওবায়দুল কাদেরকে এখন কর্মীরা প্রত্যাখ্যান করছে। তিনি নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখার জন্য টেলিগ্রামে অসংখ্য গ্রুপ তৈরি করেছেন। এগুলো দলের জন্য নয়, একটি অর্থনৈতিক প্রতারণা চালানোর জন্য। শীর্ষ নেতৃত্ব জানতে পেরেছে, তিনি দলের সিনিয়র নেতা, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, যাতে তারা শেখ হাসিনার সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নিতে পারেন।'

সালমান এফ রহমানকে ১০০ কোটি টাকা জরিমানা, পুঁজিবাজারে আজীবন নিষিদ্ধ

ঢাকা : পুঁজিবাজারে অনিয়ম ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থহানির অভিযোগে আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, তার ছেলে ও সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমানকে আজীবন পুঁজিবাজারে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) তাদের ৯৬৫তম সভায় আর্থিক জরিমানাসহ আরও কয়েকটি শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ। বিএসইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আইএফআইসি ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান সালমান ফজলুর রহমানকে আজীবনের জন্য পুঁজিবাজারে অবাঞ্ছিত ঘোষণা এবং তাকে ১০০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাংকের তৎকালীন ভাইস-চেয়ারম্যান আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমানকেও আজীবনের জন্য অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয় এবং তাকে ৫০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া, আইএফআইসি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের তৎকালীন সিইও ইমরান আহমেদকে ৫ বছরের জন্য পুঁজিবাজারে সব ধরনের কাজ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচাল শাহ আলম সারওয়ারের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠান হিসেবেও আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসিকে সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া, আইএফআইসি ব্যাংকের তৎকালীন মনোনীত পরিচালক এ আর এম নাজমুস সাকিব, মো. গোলাম মোস্তফা, মো. জাফর ইকবাল (এনডিসি), কাওমরুন নাহার আহমেদ এবং তৎকালীন স্বতন্ত্র পরিচালক সুধাংশু শেখর বিশ্বাসকেও সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কমিশন। বিএসইসি জানায়, পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে কমিশনের কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে।

উৎস নেই, তবু সাড়ে ১২ কোটি টাকা রাদওয়ানের ব্যাংকে

ঢাকা : প্রায় ৩ কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং সাড়ে ১২ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রবিবার ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে দুদকের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন মামলাটি করেন। এ ছাড়া সরকারি জমি দখল করে বস্তি বানিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর ভাড়া দিয়ে ৩৭ কোটি ৪৪ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক এমপি ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহসহ চারজনের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা করেছে দুদক। গত ২৮ জুলাই রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক জ্ঞাত আয় বহির্ভূতভাবে ২ কোটি ৮৯ লাখ ৩ হাজার ৩৫৫ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন।

তার নামে কোনো স্বীকৃত ব্যবসা বা পেশাগত উৎস না থাকা সত্ত্বেও তিনি তিনটি ব্যাংক হিসাবে মোট ১২ কোটি ৪৮ লাখ ৪০ হাজার ৫৪৯ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। এসব লেনদেনের মাধ্যমে তিনি অর্থের উৎস গোপন করেছেন।

মো. আক্তার হোসেন বলেন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের কয়েকজন সাবেক প্রকৌশলীর যোগসাজশে পল্লবীর ঝিলপাড়ে ৭ একর সরকারি জমি অবৈধভাবে দখলে রেখে দীর্ঘদিন ভাড়া আদায় করে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ। মামলার অন্য অভিযুক্তরা হলেন- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নুরুল ইসলাম, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী মো. আবু হানিফ এবং সাবেক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (ঢাকা ডিভিশন-১) মো. হারিজুর রহমান।

ইতিহাসে প্রথম এক বছরে ৪০৯ কোটি ডলার বিদেশি ঋণ শোধ করল বাংলাদেশ

ঢাকা : দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক অর্থবছরে বিদেশি ঋণের আসল ও সুদ মিলিয়ে পরিশোধের পরিমাণ ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। সদ্য সমাপ্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে মোট ৪০৮ কোটি ৬৭ লাখ ৩০ হাজার ডলার পরিশোধ করেছে, যা বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ২১ শতাংশ বেশি। গত ২৭ জুলাই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, পরিশোধিত এই ৪০০ কোটি ডলারের মধ্যে ২৫৯ কোটি ৫১ লাখ ডলার ছিল ঋণের মূলধন এবং ১৪৯ কোটি ১৮ লাখ ডলার ছিল সুদ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে (২০২৩-২৪) এই খাতে পরিশোধের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০২ কোটি ডলার (মূলধন) এবং ১৩৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার (সুদ)। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে মূলধন পরিশোধে ২৯ শতাংশ এবং সুদ পরিশোধে প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধের চাপ বৃদ্ধির পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে গত এক দশকে নেওয়া বিশাল অবকাঠামো প্রকল্প এবং বাজেট সহায়তার ঋণগুলোর 'অনুগ্রহকাল' (গ্রেস পিরিয়ড) শেষ হয়ে যাওয়া।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের ঋণের কিস্তি আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে, ফলে সামনে এই চাপ আরও বাড়বে। পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ২০১৬-১৭ সাল থেকে সরকার যেসব বড় প্রকল্পে ঋণ নিয়েছে, তার অনেকগুলোই বাজেট স্ফীত করে তৈরি হয়েছে এবং বাস্তবতা বিবেচনা না করেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর ফলস্বরূপ দেশের রাজস্ব আদায় দুর্বল থাকায় বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে এবং গত সাত বছরে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মাসরুর রিয়াজ আরও উল্লেখ করেন, কোভিড-১৯ মহামারি-পরবর্তী অর্থনৈতিক চাপ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়ে। তখন বাজেট সহায়তার নামে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য অনেক ঋণ নেওয়া হয়েছিল, যেগুলোর শর্ত ছিল কঠিন এবং সুদের হারও ছিল বেশি। এখন সেই ঋণগুলোর কিস্তি পরিশোধ শুরু হওয়ায় অর্থনৈতিক চাপ আরও বেড়েছে।

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes
Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

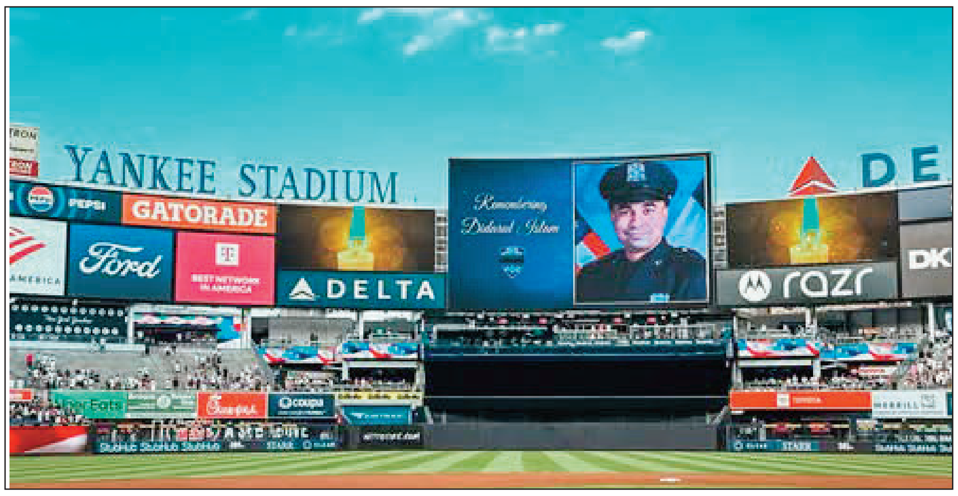

পুলিশ অফিসার দিদার বাংলাদেশিদের গর্ব

(প্রথম পাতার পর)

নিহত অপর চার ব্যক্তির মধ্যে সন্দেহভাজন বন্দুকধারীও রয়েছেন। দিদারুল ইসলাম প্রায় চার বছর ধরে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করছিলেন। তাঁর পরিবারে মা-বাবা, স্ত্রী ও দুই সন্তান আছেন। তাঁর স্ত্রী এখন আট মাসের সন্তানসম্ভবা বলে জানা গেছে। তিনি ব্রঙ্কস বরোর পার্চেস্টার এলাকায় তিনি বসবাস করতেন। গত সোমবার ২৮ জুলাই বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। সোমবার মধ্যরাতে

তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হয়। আজ বৃহস্পতিবার তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। দিদারুলের বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলায় বলে জানান তিনি। দিদারুল ইসলামের নিহত হওয়ার খবর শুনে তাঁর বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে, সন্দেহভাজন বন্দুকধারী হত্যাকান্ড চালিয়ে নিজেকে গুলি করে 'আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনার পরপর সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্টে জানান, একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে 'আঘাত' করা হয়েছে। তিনি নিহত দিদারুলের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান মেয়র। সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, সোমবার বিকেল সাড়ে ছয়টায় শেন তামুরা নামে ২৭ বছরের এক যুবক এ হামলা চালান। এনওয়াইপিডির কমিশনার জেসিকা টিশ গণমাধ্যমকে জানান, পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ জানিয়েছেন, বন্দুকধারী একটি বিএমডব্লিউ গাড়িতে এসেছিল। গাড়ির ভেতর কয়েক রাউন্ড গুলিসহ একটি রাইফেলের কেস, লোডেড রিভলবার, ম্যাগজিন ও ওষুধ পাওয়া গেছে। জেসিকা টিশ আরও জানান, বন্দুকধারীর নাম শেন ডেভন তামুরা (২৭)। তিনি চারজনকে হত্যার পর নিজেও আত্মহত্যা করে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি নেভাদা থেকে গাড়ি চালিয়ে নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন। কী কারণে তিনি হামলা চালিয়েছেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। তামুরা বহুতল করপোরেট ভবনের ভেতরে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালান এবং পরে নিজেই গুলি করে আত্মহত্যা করেন। প্রাথমিক তদন্তে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার লাস ভেগাসের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল বলেও জানা গেছে। পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল ৩৪৫ পার্ক এভিনিউ এবং ইস্ট ফিফটি ওয়ান স্ট্রিটের চারপাশ এখন পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী এক নারী নাম জানান, একটি অফিস ভবনে এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, 'আমি তখন পাশেই ছিলাম। তিনি (বন্দুকধারী) একের পর এক ফ্লোরে ঘুরছিলেন।' প্রত্যক্ষদর্শীরা এএফপিকে জানান, ঘটনাটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকস্টোন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির একটি কার্যালয়ে ঘটেছে। ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স জড়ো করা হয়েছে। আকাশে হেলিকপ্টার উড়তে দেখা গেছে। ম্যানহাটানের ওই এলাকায় বেশকিছু পাঁচ তারকা হোটেল এবং করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর রয়েছে।

তৃতীয় সন্তান জন্মের আগে দিদারুলের বিদায়: নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশি অভিবাসী দিদারুল বহুতল ভবনটিতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর পরিবারে স্ত্রী ও দুই সন্তান আছে। তৃতীয় সন্তান জন্মগ্রহণের অপেক্ষা আছে দিদারুলের পরিবার। নিউ ইয়র্কের বঙ্কস কাউন্টিতে থাকে দিদারুলের পরিবার। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রাতেই রাস্তায় নেমে আসেন। নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশে দিদারুল সাড়ে তিন বছর ধরে কর্মরত ছিলেন। মেয়র অ্যাডামস এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে আরো বলেন, এনওয়াইপডি'র অফিসার বীর হিসেবে প্রশংসিত। নিউ-ইয়র্ক পুলিশে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত পুলিশ অফিসারদের মধ্যে কর্তব্য পালনকালে দিদারুল ইসলাম প্রথম নিহত হলেন। মেয়র তাকে 'সত্যিকার 'ব্লু' নিউইয়র্কার বলে অভিহিত করেন। তার মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে এনওয়াইপিডির পতাকায় ঢেকে সারিবদ্ধ পুলিশ অফি-সাররা তাকে অন্তিম বিদায় জানায় এবং এরপর পার্কচেষ্টারে তার পরিবারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

দিদারের পরিবারের আপনজন হারানোর চেয়ে পার্কচেষ্টার এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের কাছেও তার অকালমৃত্যুতে সবার চোখে ছিল অশ্রু। তাদের মতে, দিদারুল একজন ভালো কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার ছিলেন, তিনি স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির কল্যাণেও উদ্যোগী ছিলেন।

বৃহস্পতিবার জানাযা, দাফন নিউজার্সিতে

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে বন্দুক হামলায় নিহত বাংলাদেশি পুলিশ অফিসার দিদারুল ইসলামের নামাজে জানাযা আজ ৩১ জুলাই বৃহস্পতিবার যভষ জোহর ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর তার মরদেহ নি-উজার্সির টোটোয়ায় লরেল গ্রোভ সেমিট্রিতে দাফন করার কথা রয়েছে। বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য জানিয়েছে। বাপা জানায়, ৩১ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে পুলিশ অফিসার দিদারুল ইসলামের মরদেহ সর্বসাধারণের দেখানোর জন্য পার্কচেস্টার জামে মসজিদের ফিউনারেল হোমের বেজমেন্টে রাখা হবে। সেখানে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নারী এবং বেলা ১১টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত পুরুষদের জন্য দেখার সুযোগ রাখা হবে। নারীদের মাথা কাপড়ে আবৃত রাখা বাধ্যতামূলক। বেলা ১২টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ফিউনারেল হোমের ফার্স্ট ফ্লোরে মরদেহ দেখার সুযোগ পাবেন সহকর্মী, পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবেরা। এরপর দুপুর সোয়া ১টা থেকে দুপুর পৌণে ২টার মধ্যে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর মরদেহ দাফন করা হবে নিউজার্সির টোটোয়ায় লরেল গ্রোভ সেমিট্রিতে। উল্লেখ্য, গত ২৮ জুলাই সোমবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের মিডটাউনে বন্দুকধারীর হারায় পুলিশ অফিসার দিদারুলসহ চার জন নিহত হন। হামলাকারী শেন তামুরা পরে আত্মহত্যা করেন।

সর্বত্র শোকের ছায়া

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের এক শান্ত পাড়ায় রাত গভীর হলেও মানুষের আনাগোনা থামেনি। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু আর স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির অনেকে এসেছেন এক তরুণ পুলিশ কর্মকর্তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর নাম দিদারুল ইসলাম।দিদারুল ছিলেন নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) একজন অফিসার। বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন, ছিলেন দুই সন্তানের বাবা। তাঁর স্ত্রী এখন অন্তঃসত্ত্বা, তৃতীয় সন্তান আসছে শিগগিরই। সোমবার সকালে ম্যানহাটনের পার্ক অ্যাভিনিউয়ের একটি বড় ভবনে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন দিদারুল। সেখানে এক বন্দুকধারী হঠাৎ গুলি ছোড়া শুরু করেন। পুলিশ বলছে, ওই ব্যক্তি লাস ভেগাস থেকে গাড়ি চালিয়ে এসে ভবনের ভেতরে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালান। এতে চারজন নিহত হন। পরে ওই বন্দুকধারী নিজেও আত্মহত্যা করেন। সবার আগে গুলিতে প্রাণ হারান দিদারুল ইসলাম। ম্যানহাটনের একটি হাসপাতালে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। সেখানে এক সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, 'তিনি মানুষের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি নিউইয়র্কারদের রক্ষা করছিলেন। ইউনিফর্মের বাইরেও তিনি ছিলেন আমাদের শহরের গর্ব।' ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় দিদারুলের একটি দোতলা বাড়ি

ছিল। সেখানেই তিনি তাঁর পরিবার আর বাবুমায়ের সঙ্গে থাকতেন। ওই বাড়িতেই পুলিশের সদস্যরা আসছিলেন। কেউ কেউ ঘরে ঢুকছিলেন, আবার বের হয়ে যাচ্ছিলেন। ঘরের ভেতর থেকে এক শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছিল। মসজিদের ইমাম এসেছিলেন পরিবারের পাশে দাঁড়াতে। এই শহরে উবার চালান, এমন অনেকেই আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে আসছিলেন। বাড়ির সামনে পুলিশি পাহারা ছিল। ছোট ছোট বাচ্চারা খেলা করছিল, তারা জানত না কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। রাত ১টা পর্যন্ত মানুষ আসছিলেন, সঙ্গে নিয়ে আসছিলেন রান্না করা খাবার। শোয়েব চৌধুরী নামের ৪৯ বছর বয়সী একজন ভাড়াটে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তিনি খুবই তরুণ ছিলেন। সকালে আমি তাঁকে দেখেছি আর সন্ধ্যায় শুনি তিনি আর নেই।' দিদারুলের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারজানুল করিম (৩১) বললেন, 'তিনি নিউইয়র্কের বাংলাদেশি তরুণদের অনেক সাহায্য করতেন। আমি ভেবেছিলাম, উনি সেপ্টেম্বরে আমার বিয়েতে থাকবেন।' মারজানুল আরও বলেন, 'উনি বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন, প্রথমে একটা স্কুলে নিরাপত্তা রক্ষার চাকরি করতেন। এরপর পুলিশে যোগ দেন। আমার মা একদিন বলেছিলেন, "পুলিশের কাজ তো অনেক ঝুঁকির, তুমি নিরাপদ চাকরি ছেড়ে এলে কেন?" উনি মাকে বলেছিলেন, "আমি *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN
PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

জুলাই সনদ ঘিরে রাজনীতিতে নতুন সংকট

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারের ৬২ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া গেছে। এ আলোচনায় দলগুলো অনেক ইস্যুতে একমত হয়েছে, অনেক বিষয়ে হয়নি। তবে প্রথম আলোচনার কোনো বিষয়েই সবাই একমত হতে পারেনি। গতকাল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রকাশ করা প্রথম পর্বের আলোচনায় ৬২ বিষয়ে দলগুলোর ঐকমত্যের এ চিত্র পাওয়া গেছে। কমিশন সূত্র জানান, কমিশনের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ৬২টি প্রস্তাব মোট ৩৮টি দলের কাছে স্প্রেডশিট আকারে পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে তিনটি দল তাদের মতামত কমিশনকে ফেরত দেয়নি। ৩৫টি দল প্রথম পর্যায়ের আলোচনার মতামত জানিয়েছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন একটা সংকটময় মুহূর্তে এনসিপি জুলাই সনদের পাশাপাশি নতুন বাংলাদেশের ইশতেহার ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আগামী ৩ আগস্ট ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নতুন বাংলাদেশের ইশতেহার ঘোষণা দেওয়া হবে। সেদিন সবাইকে শহীদ মিনারে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে নাহিদ বলেন, 'আপনারা সেদিন সঙ্গে থাকলে সকল দাবি আমরা আদায় করে ছাড়ব।'

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এনসিপির 'দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা'র শেষ দিন ছিলো বুধবার। ১ জুলাই রংপুরের পীরগঞ্জের বাবনপুর জাফরপাড়া গ্রামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী পদযাত্রা শুরু করেছিল এনসিপি। বুধবার নরসিংদীর পথসভায় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমরা দেখেছি গত এক বছরে দেশে নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে। নতুন সংবিধান আমরা পাইনি, ফ্যাসিস্টের রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে দেওয়া হয় নাই, আমাদের ঘোষণাপত্র দেওয়া হয় নাই। আমরা কোনো দাবি থেকে সরে আসিনি। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত বাংলাদেশের দাবিতে রাজপথে নামতে হচ্ছে আমাদের।'

দেশের মানুষের মুক্তির দাবিতে চব্বিশের আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছিল উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'গত এক মাস সারা দেশ ঘুরতে ঘুরতে আজ আমরা বিপ্লবের শহর নরসিংদীতে আপনাদের কাছে এসেছি। বিপ্লবের স্মৃতি আমরা কেউ ভুলে যাইনি।' তিনি বলেন, 'আমাদের মনে আছে ১৮ জুলাইয়ের কথা। আমরা ভুলিনি সেদিন নরসিংদীতে কী হয়েছিল। ১৭ জুলাই যখন আমাদের সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, আমরা "কমপ্লিট শাটডাউন" ঘোষণা করেছিলাম। তখন নরসিংদীর শিক্ষার্থী তাহমিদ শহীদ হয়েছিল। সেদিন শহীদ হয়েছিলেন আরেক শিক্ষার্থী ইমন।' এ সময় নাহিদ ইসলাম জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নরসিংদী জেলায় মোট ২২ জন শহীদ হয়েছেন বলে জানান। তাঁদের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, 'আমরা নরসিংদীর জন্য কাজ করতে চাই, এ জেলাকে শিল্পোন্নত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। নরসিংদীতে সন্ত্রাসীরা রয়েছে, চাঁদাবাজেরা রয়েছে। আমরা তাদের বিতাড়িত করতে চাই। আপনারা সবাই নরসিংদীতে এনসিপির হাত শক্তিশালী করুন, ইনশা আল্লাহ আমাদের বিজয় আসবে। সারা দেশে জুলাই পদযাত্রা যেভাবে সফল হয়েছে, ইনশা আল্লাহ আগামী সংসদে, আগামীর বাংলাদেশে জাতীয় নাগরিক পার্টির জয়জয়কার হবে।'

এনসিপির আহ্বায়ক আরও বলেন, 'আপনারা জানেন, অন্তর্বর্তী সরকারে দুজন ছাত্র উপদেষ্টা রয়েছেন। তাঁদের নিয়ে রাজনীতিতে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। তাঁরা দুজন আমাদের জাতীয় নাগরিক পার্টির কেউ নন। তাঁরা গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি। গণ-অভ্যুত্থানকে শক্তিশালী করতে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।' সমাবেশে এন-সিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'ঐকমত্য কমিশন গঠিত হয়েছে, কিন্তু পেছন থেকে পাঞ্জাবি টেনে ধরছে। এখনো সময় আছে, সরকারের কথা শুনুন, শহীদদের সঙ্গে থাকুন। যদি না থাকেন, তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না। আমরা এ দেশে নতুন সংবিধান চাই, নতুন সংবিধান আমরা বানিয়েই ছাড়ব।' চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের সময় সরকারের কোন বাহিনী, কোন কর্মকর্তার কী ভূমিকা ছিল, তা খুঁজে বের করতে হবে বলে দাবি জানান এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন। তিনি বলেন, 'আমরা নিজ চোখে দেখেছি, সেনাবাহিনীর অনেক কর্মকর্তা গুলি চালিয়েছিল। কার নির্দেশে তারা গুলি চালিয়েছিল, আমরা জানতে চাই।'

এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সঞ্চালনা সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন উত্তরাঞ্চলের সংগঠক শিরিন আক্তার, যুগ্ম সমন্বয়ক আবদুল্লাহ আল ফয়সাল, নরসিংদীর প্রধান সমন্বয়কারী আওলাদ হোসেন প্রমুখ। এর আগে বিকেল পাঁচটার দিকে নরসিংদী শহরের জেলখানার মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু করে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে এনসিপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা পৌরসভার সামনে সমাবেশস্থলে পৌঁছান। পদযাত্রা শুরুর আগে নরসিংদী ক্লাবে জেলায় গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এসব কর্মসূচি ঘিরে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছিল পুলিশ। শহরে মোড়ে মোড়ে ও সভাস্থলে পুলিশ সদস্যদের অবস্থান নিতে দেখা গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি সূত্র জানায়, ৯ শতাধিক পুলিশ সদস্য মাঠে ছিলেন।

ঐক্য অনৈক্যের জুলাই সনদ

প্রথম পর্যায়ের আলোচনার ফলাফলে দেখা যায়, সংবিধান সংস্কার ইস্যু, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় একমত হয়েছে ৩০ দল; উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারণে একমত একমত হয়েছে ৩০ দল; উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারণে একমত ২৪ দল; জাতীয় সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি করে ১০০-তে উন্নীত করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয় ১৯ দল, ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন দিতে একমত হয় ২৯ দল, সংবিধানের ৭৮ (৫) অনুচ্ছেদ অনু-যায়ী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণে একমত ২৪ দল, রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়ায় ২৮ দল একমত, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে 'বাংলা'য় ৩০টি দল একমত, বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকরা বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন বিষয়ে ৩১ দল একমত, সংবিধানবিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতাবিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করতে একমত ২৮ দল, সংবিধানে 'বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে' যুক্ত করতে একমত ৩৩ দল, মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণে ৩১ দল একমত, আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনস-ভায় অনুমোদনে একমত ২৩ দল, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একমত ২৮ দল, সংবিধানে 'সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে' যুক্ত করতে একমত হয়েছে ২৭ দল, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করতে একমত হয়েছে ২৭ দল, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহে একমত হয়েছে ২৪ দল, জেলা সমন্বয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠায় একমত ২৫ দল, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০ (২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম তফসিল সংবিধানে না রাখার বিষয়ে একমত ২৩ দল, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার ইস্যুতে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় রাজনৈতিক দলকে আওতাভুক্ত করতে একমত ২৪ দল।

বিচার বিভাগ সংস্কার ইস্যু, আপিল বিভাগের বিচারকসংখ্যা বৃদ্ধিতে একমত ৩০ দল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন গঠনে ২৬ দল একমত, সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাই কোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশনসংক্রান্ত বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে একমত ২৯ দল, বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে একমত ৩২ দল, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশে ৩১ দল একমত, সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়নে ২৯ দল একমত, অধস্তন আদালতে বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করতে একমত হয়েছে ৩১ দল, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠায় ৩১ দল একমত, স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠায় ২৯ দল একমত। স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠায় ৩০ দল একমত, বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপনে একমত ৩২ দল, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তরে একমত ৩০ দল, বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশে একমত ২৮ দল, আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটাইজ করায় ৩২ দল একমত, 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করা এবং মেডিয়েশনের বিধানসংবলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ ২০২৫' জারি এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণে একমত ৩১ দল, আইনজীবীদের আচরণ-বিধি যুগোপযোগীকরণে একমত ২৬ দল, আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপে একমত ২৫ দল, বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করতে একমত ৩২ দল। জনপ্রশাসন সংস্কার ইস্যুতে জুলাই গণহত্যা ও ভোট জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনে ৩২ দল একমত, স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনে একমত ২৯ দল, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সংশোধনে ৩২ দল একমত, অফিশিয়াল সিক্রেটসও অ্যাক্ট সংশোধনে একমত ২৭ দল, কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠনে একমত ২৮ দল, স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপনে একমত ২৫ দল।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার ইস্যুতে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধনে ৩০ দল একমত, দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র প্রণয়নে একমত ৩০ দল, বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতাদানের চর্চা বন্ধ করায় ৩২ দল একমত, রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সুবিধাভোগী মালিকানাসংক্রান্ত আইন প্রণয়নে একমত ৩১ দল, উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে আইন প্রণয়নে একমত ২৯ দল, নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে একমত ২৫ দল, পরিষেবা খাতের কার্যক্রম ও তথ্য অটোমেশন করায় একমত ২৯ দল, বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনায় ৩১ দল একমত, কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড বাস্তবায়নে একমত ৩০ দল, দুদক কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে একমত ২৯ দল, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধনে একমত ২৬ দল, দুদক কমিশনারদের মেয়াদ কমাতে একমত ২৫ দল, দুদক বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তনে একমত ৩১ দল, দুদক বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির গঠন প্রক্রিয়ার আইনে একমত ২৫ দল, বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুদক কমিশনার নিয়োগের অনুসরণীয় পদ্ধতি বিষয়ে একমত ২৭ দল, দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার পদ্ধতি বিষয়ে একমত ৩১ দল, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করতে একমত ২৭ দল, আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯-এর সংশোধনে একমত ২৭ দল, ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপের পক্ষভুক্ত হওয়ার বিষয়ে একমত ২৩টি রাজনৈতিক দল।

মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনকের জাঁকজমকপূর্ণ বনভোজন

(৪৪ পাতার পর)

রুবেল মিয়া, জয়টিকা,আসমা আনজু, রোখসানা আক্তার মালা, শাহনাজ পারভীন রিতা, রবিউল ইসলাম,নাজমা নাজনীন, মোজাফ্ফর হোসেন, জসিম উদ্দিন সহ সমিতির অন্যান্য সকল সদস্য।

দুপুরের খাবারের পর পরই প্রায় সবাই লেকে চলে যান। লেক ভ্রমণ শেষে চলতে থাকে ঝাঁল মুড়ির মচমচানী শব্দ। নাজমা নাজনীন তার সুস্বাদু ঝাল মুরি সবার মাঝে বিতরন করে মন জয় করে নেন। সেই সাথে চলতে থাকে তরমুজ দিয়ে অতিথীসহ সবাইকে তরমুজ আপ্যায়ন। আপ্যায়নের দায়িত্বে ছিলেন- সাইদুর রহমান রন্জু, সহিদুর রহমান ছানা ও সবুজ মোল্লা। চা ও পানের দায়িত্বে ছিলেন মোসলেহ উদ্দিন সেলিম ও মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

অতিথি হিসাবে ছিলেন, ব্রাক ইউনিভার্সিটি সম্মানিত ভাইস চেন্সেলর প্রফেসর সৈয়দ ফারহেদ আনোয়ার, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন খান সেলিম সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান , সাহিত্য সম্পাদক আক্তার বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলি, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, মুলধারার রাজনিতিবীদ ফখরুল আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বেলাল চৌধুরী, ফাহাদ সোলাইমান, রাব্বি সৈয়দ, মোহাম্মদ সোলাইমান আলী ভুইয়া এ ছারাও আরও অনেকেই ছিলেন অতিথির তালিকায়।

দোয়া পরিচালনা করেন, হাজীতৈয়ব উদ্দিন মোল্লা ।সমিতির প্রধান উপদেষ্টা তৈয়েবুর রহমান হারুন পিকনিকে উপস্থিত থেকে সবার কাজ তদারকি সহ অতিথি আপ্যায়ন করেন।

এরপরই শুরু হয়ে যায় রাফেল ড্র-এর আকর্ষনীয় বাহারি আয়োজন। ১৬ টি আকর্ষনীয় পুরস্কার এর মধ্যে ১ম পুরষ্কার: নিউইয়র্ক ঢাকা নিউইয়র্ক এয়ার টিকেট স্পন্সর আহসান হাবিব উপদেষ্টা মানিকগন্জ সমিতি, ২য় পুরষ্কার স্বর্নের গহনা স্পন্সর আব্দুস সালাম আজম,উপদেষ্টা মা-নিকগন্জ সমিতি, ৩য় পুরস্কার স্বর্নের চেইন স্পন্সর করেন আকিব হোসেন সিনিয়র লোন অফিসার, ৪র্থ পুরুস্কার : ৬০" টিভি মোঃ আলম পি সি রিচার্ড ৪র্থ, ৫ম পুরস্কার:ল্যাপটপ/ ক্যাশ সৌজন্যে খলিল বিরানী, ৬ষ্ঠ পুরস্কার: ল্যাপটপ সৌজন্য ফাহাদ সোলাইমান, ৭ম পুরস্কার ল্যাপটপ, সৌজন্যে সাউথ ইস্ট ইউএস এ গ্রুপ ৮ম পুরস্কার কক্সবাজারে ২ রাত্রি যাপনের সুযোগ - সৌজন্যে সাহাদৎ হোসেন বাহার সিইও গোল্ড সেন্ডস গ্রুপ ৯ম পুরস্কার ইয়ার কন্ডিশন সৌজন্যে রুমি/ জাফর জামান, ১০ম পুরস্কার ৪৫" টিভি সৌজন্যে সাইদ হোসেন, ১১ তম পুরস্কার৪৫"টিভি সৌজন্যে কামরুজ্জামান ১২ তম পুরস্কার মাইক্রোওয়েভ সৌজন্যে রাব্বি সৈয়দ১৩তম পুরস্কার প্রেসার কুকার সৌজন্যে দিপু/ সাম্মী ১৪ তম পুরস্কার, লেজার প্রিন্টার সৌজন্যে শামীম মুজুমদার, ১৫ তম টাউয়ার ফ্যানসৌজন্যে নাসরীন রেজা নদী এবং বিশেষ পুরস্কার কুকিং সেট প্রদান করেন প্রফেসর সৈয়দ ফারহেদ আনোয়ার ভাইস চেন্সেলর ব্রাক ইউনিভার্সিটি। এছাড়াও আরও আকর্ষনীয় মূল্যবান পুরস্কার থাকায় লটারির কুপন কেনার জন্য সবাই হুমরি খেয়ে পরে এড: সামিউল করিম আলমগীর ভাইয়ের উপর। রেফেল ড্র-এর কুপন বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত ছিল:- শাহনাজ পারভীন রিতা, কানিজ ফাতেমা এমি, জয়টিকা জয়া শাম্মী আক্তার সাঈদা ইসলাম হিতু। এরপরই শুরু হয় সুরের ঝংকারে মন মাতানো গানের পর্ব, এতে গান পরিবেশন করেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সজল রায়, জনপ্রীয় শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, জহুরা আলিম ও আবু সুফিয়ান শিল্পীর গানের মনমাতানো তালে তালে অনেকেই নৃত্যের প্র্যাকটিসও সেরে নেন ক্ষনিকের জন্য। চাঁদার দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সম্মানিত আহব্বায়ক মোসলেহ উদ্দিন খান সেলিম অর্থ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন । গেষ্ট অফ অনার হিসাবে ছিলেন নুরুল আজিম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সম্পূর্ন নিরপেক্ষ ও সততার সাথে রেফেল ড্র পরিচালনা করেন, আহসান হাবিব, জাহিদুল ইসলাম, লুৎফর রহমান, আব্দুস সালাম আজম ও সামীয়ুল করিম আলমগীর।

পুরো অনুষ্ঠানটি স্থির ও ভিডিও চিত্র ধারন করেন সহ-সভাপতি আমহাদ হোসেন খান (+১ (৯২৯) ৮৯৯-১৪৭২)। সব শেষে সভাপতি, প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি আহবায়ক, সদস্য সচিব, প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং উপদেষ্টাগণ তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। প্রধান অতিথি গিয়াস আহমেদ তার বক্তব্যে মানিকগন্জ সমিতির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন এবং ভবিষ্যতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশ ও প্রবাসে সকলের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানোর উদাত্ত আহবান জানান। ফখরুল আলম, ফখরুল ইসলাম ইসলাম দেলোয়ার, বেলাল চৌধুরী তাদের ভাষনে মা-নকগন্জ সমিতির একতা দেখে অভিভুত হয়ে বলেন সব সময় সমিতির পাশেই ছিলেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন । সর্বশেষে সভাপতি জিকরুল আমিন জুয়েল তার সমাপনি বক্তব্যে কষ্ট করে সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান, এবং বলেন মানিকগন্জ সমিতির সব অনুষ্ঠানই প্রমান করে দিয়েছে প্রবাসের অন্যতম সংগঠন হচ্ছে আমাদের প্রানের সংগঠন মানিকগন্জ সমিতি। সংগঠন আরও মজবুত করার জন্য সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার জন্য সবাইকে বিনীত অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রাশেদ মিয়া ও সম্মানিত উপদেষ্টা আহসান হাবিব।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাউথ শিল্ডস'র নতুন কমিটি

লন্ডন: গত ২৭ জুলাই রাতে ইন্ডিয়ান ব্রাসারী রেস্টুরেন্টে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের সভা নর্থ ইস্ট রিজিওনাল কনভেনের আব্দুল মান্নান মুন্নার সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব সৈয়দ জিয়াউল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্রেটার সিলেট ইউকে'র কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহবায়ক হাবিবুর রহমান রানা ও যুগ্মআহবায়ক আফসারুজ্জামান পারভেজ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নুর আহমেদ কিনু, মইনুর ইসলাম, মুফতি বুরহান উদ্দিন, মুসফিক চৌধুরী রাব্বি, সৈয়দ আব্দুর রউফ (মইনুল ইসলাম) প্রমুখ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দেলোয়ার হোসেনকে চেয়ারপার্সন, মাহিম উদ্দিনকে জেনারেল সেক্রেটারী ও সিরাজুল ইসলামকে ট্রেজারার করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষনা করা হয়েছে।

সভা চলাকালে টেলিকনফারেন্সে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনের কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে মুজিবুল হক শাহী, আকলাকুল আলম সেবু, মুশাহিদ আহমেদ লস্কর, সাফিউল আলম সাফি, বদর উদ্দিন, হাসাদ মিয়া, সহিদুল ইসলাম, হেভেন চৌধুরী, ইমতিয়াজ শরীফ জিলানী, বশর মিয়া, জুনেদ মিয়া, মাহিম উদ্দিন, মামদ মিয়া, তোফায়েল আহমেদ, জিলাক মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, হাজি তাজ উল্লাহ, সৈয়দ আব্দুল মজিদ, জাবেদ মিয়া, সাঈদ আহমেদ ভূঁইয়া, সৈয়দ ফাহিম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় মাইলস্টোনের শিশু-শিক্ষক-অভিভাবকের মধ্যে নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ ও দুর্ঘটনায় আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সহ নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে স্মল বিজনেস বিষয়ক কর্মশালা

(শেষ পাতার পর)

কর্মশালায় নিউইয়র্ক সিটির সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তা ও বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মুলতঃ ক্ষুদ্র ব্যবসারে প্রসার নিউইয়র্ক সিটির সুযোগকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ সোসাইটি এই কর্মশালার আয়োজন করে। বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্ব এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। ‘স্মল বিজনেস সার্ভিস’ শিরোনামে এই কর্মশালা আয়োজনে সহযোগিতা করেছে নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এবং ক্যারিয়ার বিজনেস নেইবারহুডস। এই কর্মশালার মাধ্যমে বাংলাদেশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা মূলধারার ব্যবসায়ে কীভাবে সম্পৃক্ত হওয়া যায়, তা জানার সুযোগ পেয়েছেন। বিশেষ করে সিটির অনেক সাপ্লাইয়ের কাজ আছে, যেখানে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট খাবার সাপ্লাই দিতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অন্যদিকে, নারী উন্নয়নে মূলধারায় অনেক সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে সিটির বিভিন্ন বিভাগে চাকরির সুযোগ নিতে পারেন নারীরা। এ ধরনের অনেক বিষয় কর্মশালায় তুলে ধরা হয়। তবে, যথাযথ প্রচারের অভাবে কর্মশালায় উপস্থিতি ছিল হতাশাব্যঞ্জক। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে বড় পরিসরে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়েজন করা হবে।

অনলাইন হিফজুল কোরআন ও বয়স্ক কোআন শিক্ষা ক্লাস শুরু হচ্ছে

বাংলাদেশ রিপোর্ট: প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক থেকে শুরু হতে যাচ্ছে অনলাইন হিফজুল কোর-আন ও বয়স্কদের কোরআন শিক্ষা ক্লাস। আগামী আগস্ট থেকে অনলাইন কোরআন ক্লাসের উদ্যোগ মগ্রহণ করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার, উডসাইড বায়তুল জান্নাহ মসজিদের ইমাম হাফেজ মুক্তাকী বিল্লাহ। তিনি বলেন, আমাদের যেসব ভাইবোন ছোটকালে কোরআন পড়া শিখেছিলেন, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন কোরআন ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি। সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ক্লাস চলবে। এটা সম্পূর্ণ ফ্রি। পৃথিবীর যেকোনো অংশে বসবাসকারী যেকোনো বয়সের লোক ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

অন্যদিকে অনলাইন হেফজুল কোরআন শিক্ষার ক্লাস হবে সপ্তাহে দুইদিন: প্রতি শুক্র ও শানিবার নিউইয়র্ক সময় সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। ইমাম মুত্তাকী বলেন, হিফজুল কোরআন ক্লাস ফ্রি হবে না। আমাদের একটি নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ করতে হবে। তবে এর পরিমাণ খুব কম। যারা হিফজুল কোরআন ক্লাসে অংশগ্রহণ করবেন তাদের বয়স হতে হবে ৮ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে। তিনি আরো বলেন, আমাদের অনলঅইন ক্লাস হবে ইংরেজি ভাষায়। তবে প্রয়োজন পড়লে ইংরেজির সাথে বাংলা ভাষার ক্লাসও থাকবে। আগ্রহীদের ইমেইল muttakibillah2014@gmail *এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।*

গণঅভ্যুত্থান বেহাত হতে দেওয়া যাবেনা

(প্রথম পাতার পর)

সরকারকে বেকায়দায় ফেলার। সম্প্রতি তারা জোরদার করেছে এই প্রক্রিয়া। পাঁচ আগস্টের আগেই বড় ধরনের নাশকতার একটি পরিকল্পনার তথ্য ধরা পড়েছে গোয়েন্দা জালে। এজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বার কয়েক উল্লেখ করেছেন তার সরকারের যুদ্ধাবস্থার কথা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ত্রিমুখী যুদ্ধ চালিয়েযাচ্ছেন তিনি। তার সরকারের এই যুদ্ধ পতিত স্বৈরাচার, ভারত ও নির্বাচন ইস্যুতেদেশের প্রধান বিরোধী দলের সাথে। এছাড়া বড় ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলছে সরকারের বড় অংশীদার সেনাবাহিনীর সাথে। তার সরকারেরই একটি মহল কৌশলে জিইয়ে রেখেছে এই যুদ্ধ। যা ড. ইউনুস সরকারকে যেমন দুর্বল করছে, তেমনি ঠেলে দিচ্ছে বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে। ড. ইউনুসের সাথে তার নিয়োগদাতাদেরও চলছে মনোমালিন্য। এমনিতে উপদেষ্টা পরিষদ এবং সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা অনেকটা ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকারকে। উপদেষ্টা নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা এবং সরকারের অভ্যন্তরে একাধিক সরকারের অস্তিত্বের বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। ফলে সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেননা ড.ইউনুস। এছাড়া প্রশাসনিক অদক্ষতা, অনভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে দ্রুত ম্লান হয়ে যাচ্ছে গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশা। সবকিছু মিলিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সরকারের স্থায়িত্ব এবং গণঅভ্যুত্থানের বেহাত হওয়া নিয়ে।

বাংলাদেশে গত বছর ৫ আগষ্ট স্বৈরশাসকের পতন ঘটায় স্বপ্নবাজ তরুণ শিক্ষার্থী ও গণমানুষ। অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে দেশ ও জাতিকে। ছাত্র জনতার এই অভ্যুত্থান বিশ্ব ইতিহাসে একটি নজির-বিহিন ঘটনা। গণঅভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালায় স্বৈরাচার। গণভবনে অবাধ প্রবেশাধিকার পায় দেশের গণমানুষ। নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ও অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করে ভিন্ন মাত্রার এক বাংলাদেশ। গণঅভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্খা ফ্যাসিবাদমুক্ত একটি বৈষম্যহীন, মানবিক, কল্যাণকর, আইনের শাসনের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আজকের নতুন প্রজন্ম দেখছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ৮ আগস্ট গঠন করা হয় অন্তর্বর্তী সরকার। চব্বিশের জুলাই আগষ্ট গণঅভ্যুত্থানের একটি বছর অতিক্রান্ত হতে চলছে।জাতীয় জীবনে মোটেও নাতিদীর্ঘ নয় এই সময়কাল। অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকার এসময়ে ধারেকাছে পৌছাতে পারেনি জন আকাঙ্খা পূরণের। মুখ থুবরে পড়েছে মৌলিক রাষ্ট্র সংস্কার প্রক্রিয়া। দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই পতিত স্বৈরচার ও তার সহযোগিদের বিচার কর্মের। নিশ্চিত হয়নি শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন ও আহতদের সুচিকিৎসা। অবনতিশীল আইন শৃংখলা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ উৎকন্ঠা বেড়েছে জনজীবনে। আন্দোলন অবরোধের শতমুখী বিস্তার উসকে দিচ্ছে নৈরাজ্য। নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে গণপিটুনিতে মৃত্যু। নব্য চাঁদাবাজ, দখলদাররা নির্বিঘ্নে হাঁটছে পতিত স্বৈরাচারের অনুসৃত অন্ধকার গলিতে। সর্বোত চলমান রাজনীতিতে প্রকট হয়ে উঠছে অতীতমুখী রীতিনীতি। সৌজন্য সহমর্মিতার জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে অশুভ প্রতিযোগিতা,অসৌজন্যতা ও প্রতিহিংসা-পরায়নতা।

রাজনীতিতে ক্রমাগত নির্বাচনই হয়ে উঠছে গণঅভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্খা। যার একমাত্র ও প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষমতার মসনদ। ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি ঘিরেই চলছে সব কুটকৌশল। এখানে জন প্রত্যাশা গৌণ।

অতীতের ধারাবাহিকতায় ক্রমশই দেশের চেয়ে দল এবং দলের চেয়ে বড় হয়ে উঠছে ব্যক্তির প্রাধান্য। অপরদিকে ম্লান হয়ে যাচ্ছে মৌলিক রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের স্বপ্ন। কথিত সংস্কার নিয়ে অন্তর্বতীকালীন সরকারের ঐকমত্য কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলো কালক্ষেপন করছে ক্ষমতাকেন্দ্রিক ইস্যু নিয়ে। প্যাড সর্বস্ব রাজনৈতিক দলের নেতারাও আলোচনায় আতিথ্য গ্রহণ করছেন। ঝড় তুলছেন চায়ের কাপে। অন্তর্বতী সরকারের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো দাবি করছে সংস্কার কাজের বড় অংশীদারত্ব। বাগড়া দিচ্ছে জনমুখী নানা ইস্যুতে। নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দলীয় স্বার্থে সংস্কার কার্যক্রম নিশ্চিত করতে চাচ্ছে দলগুলো। এখানে প্রশ্ন উঠেছে এসব রাজনৈতিক দল কি ১৭ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে? তারা প্রতিনিধিত্ব করে নিজ দলের নেতা কর্মীদের। তারা নির্বাচিত কোন জন প্রতিনিধি নন। এসব রাজনৈতিক নেতৃত্বের চাপিয়ে দেয়া সংস্কারে দেশের জনগণের মতামতের কোন প্রতিফলন নেই। ক্ষমতাকেন্দ্রিক দু’চারটি বিষয় ছাড়া ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবে উল্লেখ নেই মৌলিক রাজনৈতিক সংস্কারের ইস্যু। বিশেষ করে ভবিষ্যতে স্বৈরশাসনের উত্থান রোধ করতে হলে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির অবসান, রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করা, দলের অভ্যন্তরীন আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা, কমিটি ও মনোনয়ন বাণিজ্য সহ মৌলিক রাজনৈতিক ইস্যুতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এছাড়া জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং শ্রম অধিকার বিষয় নিয়ে সংস্কার উদ্যোগ নেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের। এসব বিষয়ে নুন্যতম সংস্কার ছাড়া পূর্ণতা পাবে না জুলাই সনদ।

রাজনৈতিক দলগুলোই রাষ্ট্র পরিচালনা করে। কিন্তু নিজ দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জনস্বার্থে কোন সংস্কার তারা কখনোই করতে পারেনি অতীতে। এজন্য প্রয়োজন জনগণের ম্যান্ডেট। মৌলিক রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য গণভোট জরুরী। জনগণের ম্যান্ডেটহীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব নয়,একমাত্র গণভোটের মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে কাঙ্খিত এবং টেকসই রাষ্ট্র সংস্কার। যার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হতে পারে চব্বিশের জুলাই আগষ্টের গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশিত নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশন আলোচনা করছে সংস্কার নিয়ে ঐকমত্যে আসার জন্য। কিন্তু সম্ভব হয়নি ঐকমত্যে পৌঁছানো। রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে বাংলাদেশ আবার ফিরে যাবে চব্বিশের অভ্যুত্থানের পূর্বাবস্থায়। একারণেই সর্বগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক সংস্কার কমিশন। অপরাজনীতির কারণে অর্ধশতাব্দীকালেও গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা পূর্ণ হয়নি বাংলাদেশে। বার বার উত্থান ঘটেছে ফ্যাসিবাদের। সরকার বদলেছে কিন্তু মৌলিক গুণগত কোন পরিবর্তন আসেনি রাজনীতিতে।

সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এজন্য ঢেলে সাজাতে হবে সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। পরিবর্তন আনতে হবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে। সংস্কারের মূল বিষয়গুলো প্রচার মাধ্যম ছাড়াও লিফলেট আকারে পৌছে দিতে হবে দেশের প্রতিটি মানুষের নিকট। সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে হবে সংস্কারের বিষয়াদি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি শ্রম ও মৌলিক রাজনৈতিক সংস্কার সাধিত হলে একজন নাগরিক নতুন কি সুবিধা পাবে তা জানাতে হবে জনগণকে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার সংস্কার করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেওয়া। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে একটি যৌক্তিক সময় দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছে দেশের মানুষ। জনগণ মনে করে রাষ্ট্র সংস্কার আগে, নির্বাচন পরে। তবে এসময়কালে সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিধান করতে হবে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা। নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর মূল্য ও সহজ প্রাপ্যতা। বলা যায় এক্ষেত্রে অন্তর্বতী সরকারের তেমন কোন সাফল্য নেই। এসব নিয়ে এক ধরণের অস্থিরতা বিরাজ করছে সমাজ ও রাষ্ট্রে। আর এই সুযোগটি গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছে কিছু রাজনৈতিক দল। অতি দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে মাঠ গরম করতে চাচ্ছে দলগুলো। সংস্কারকাজ অসম্পূর্ন রেখে যেকোন মূল্যে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল হলে বেহাত হবে গণঅভ্যুত্থান। সবধরণের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করতে হবে ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারকে। গণঅভ্যুত্থান বেহাত হওয়ার সকল পথ ও সম্ভাবনা রুখে দিতে হবে ছাত্র জনতাকে।

নির্বাচন হলেই সাধারণ মানুষের ভাগ্যের যে কোন পরিবর্তন হয় না দেশবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে জাতীয় সংসদের বিগত ১২টি নির্বাচনে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে তাদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন হবে এমন সামান্যতম কোন নজির বা প্রমাণ তারা এখনো পায়নি। জনগণ চায়না পতিত স্বৈরাচার পালানোর পূর্বে রাষ্ট্র পরিচালনার দৌড় ক্ষান্ত দিয়ে ক্ষমতার কাঠিটি যেখানে ফেলে গেছে সেখান থেকে সেই কাঠি নিয়ে আরেকটি দল দৌড় শুরু করুক। রাজনীতির এই রিলে রেসে বিরতি টেনে দিয়েছে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান। নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে একটু দম নিয়ে দৌড়াতে হবে। এই দম নেয়াটাই হচ্ছে রাষ্ট্র সংস্কার। এখানে অধৈর্য্য কিংবা অস্থিরতার সুযোগ নেই। দেড় হাজার শহীদ ও পঁচিশ সহস্রাধিক আহত মানুষের পরিবারের সদস্যদের আহাজারি এখনো শুনা যায় ইথারে কান পাতলে। অথচ বছর না ঘুরতেই গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব নিয়ে চলছে বাহাস। খাটো করার চেষ্টা চলছে ছাত্র-জনতার অবদানকে। এসবই ফাটল ধরাচ্ছে জাতীয় ঐক্যের স্তম্ভে। সরকারের নির্মোহ ও শক্তিশালী ভূমিকা প্রয়োজন। পতিত স্বৈরাচারের প্রেতাত্মারা এখনো বিচরণ করছে রাষ্ট্রের পরতে পরতে। যেনতেন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান দেশ ও জাতিকে আরো গভীর সংকটে নিপতিত করবে। সকল প্রতিবন্ধকতা সামাল দিয়েইএগুতে হবে ডঃ ইউনূসের সরকারকে। হাজারো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত গণঅভ্যুত্থানবেহাত হতে দেওয়া যাবে না।

ফেডারেল এয়ার মার্শাল সার্ভিসে চাকুরি

(শেষ পাতার পর)

উদ্দেশ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে পদ খালি থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। বার্ষিক বেতনের পরিমাণ ৬৩,১৬৩ ডলার থেকে ৮২,১০৮ ডলার পর্যন্ত। এর বাইরে লোকালিটি পে রয়েছে। এয়ার ফোর্স মার্শাল পদে এন্ট্রি লেভেলে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউ-রিটি, ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ল এনফোর্সমেন্ট/ফেডারেল ল এয়ার মার্শাল সার্ভিসে ল এনফোর্সমেন্ট অফিসার হিসেবে কাজ করতে হবে। আবেদনকারীদের বয়স কমপক্ষে ২১ এবং সর্বোচ্চ ৩৭ বছরের নিচে হতে হবে। তাদের অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে ব্যাচেলর বা উচ্চতর ডিগ্রিধারী হওয়া আবশ্যক। এই চাকুরি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করার পদ্ধ সম্পর্কে জানতে আগ্রহীরা https//:www.usajobs.gov/job/839783700 ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।

যে ব্যাকটেরিয়ার মল থেকে মেলে খাঁটি সোনা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু স্বর্ণ সাধারণত বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। খনি থেকে যখন স্বর্ণের আকরিক (গোল্ড আয়ন) তোলা হয়, সেগুলোতে অনেক সময় যথেষ্ট পরিমাণে বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি থাকে। রাসায়নিকের সাহায্যে যেসব বিষাক্ত উপাদান অপসারণের পরেই মেলে বিশুদ্ধ সোনা। তবে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একধরনের ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন, যারা খাদ্য হিসেবে সেই বিষাক্ত আকরিক বা গোল্ড আয়ন গ্রহণ করে এবং তারপর যখন মলত্যাগ করে–সেই মলে থাকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুদ্র স্বর্ণের কণা উপস্থিতি এবং সেসব স্বর্ণ কণা পুরোপুরি বিশুদ্ধ বা খাঁটি। এই ব্যাকটেরিয়ার নাম কিউপ্রিয়াভিডাস মেটালিডুরান্স। নলাকৃতির এই জীবাণুটি অত্যন্ত বিষাক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার অনন্য ক্ষমতা রাখে।

মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এমন এক ব্যাক্টেরিয়ার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। কয়েক বছর আগে, অস্ট্রেলিয়ায় কয়েকশো কিলোমিটার ব্যবধানের দূরে দু’টি সোনার খনিতে প্রথম ধরা পড়ে এর অস্তিত্ব।

সম্প্রতি মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ‘দ্য গ্রেট ওয়ার্ক অফ দ্য মেটাল লাভার’ শীর্ষক একটি শিল্প ও জৈবপ্রযুক্তির প্রদর্শনীতে এই সাফল্যের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন মিশিগান স্টেট বিশ্ব্যবিদ্যালয়ের অন্যতম গবেষক অ্যাডাম ব্রাউন।

মিশিগানের বিজ্ঞানীদের গবেষণা বলছে, সাধারণত স্বর্ণ কিংবা দস্তার খনিতে মেলে এই কিউপ্রিয়াভিডাস মেটালিডুরান্স। এদের প্রধান খাবার ধাতুর আকরিক। খনির যে স্তরে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে, সেখানকার পরিবেশ এবং আকরিক বেশ বিষাক্ত থাকে এবং কোনো প্রাণের পক্ষে সেখানে বেঁচে থাকা কার্যত প্রায় অসম্ভব।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, খনির এমন বিষাক্ত পরিবেশেও বেশ ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এই বিচিত্র ব্যাকটেরিয়া, খাবার হিসেবে গ্রহণ করছে বিষাক্ত গোল্ড আয়ন বা স্বর্ণের আকরিক এবং মলের সঙ্গে বের করছে খাঁটি স্বর্ণের কণা। অ্যাডাম ব্রাউন জানান, ব্যাকটেরিয়াটির সক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য তারা খনি থেকে সেগুলোর নমুনা তুলে এনে স্বর্ণ মিশ্রিত বিষাক্ত রাসায়নিক তরল গোল্ড ক্লোরাইডের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

এর ফলাফলও হয়েছিল বিস্ময়কর। বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে, ব্যাকটেরিয়াগুলো ওই বিষাক্ত তরলের মধ্যে অবিশ্বাস্যভাবে বংশবৃদ্ধি করছে এবং শুধু তা-ই নয়, যে পাত্রের মধ্যে যৌগটি রাখা হয়েছিল, সেটির তলায় জমতে দেখা গেছে ২৪ ক্যারেটের বিশুদ্ধ স্বর্ণের কণা।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই ব্যাকটেরিয়ার পাচনতন্ত্রে এমন একটি উৎসেচক বা এনজাইমের উপস্থিতি রয়েছে, যার বলে এটি আকরিকের বিষাক্ত উপাদন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে হজম করা এবং আকরিক থেকে বিশুদ্ধ স্বর্ণ উগরে দিতে সক্ষম।

মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মতে, আকরিক থেকে স্বর্ণ নিষ্কাশন শিল্পকে পরিবেশ বান্ধব করার ক্ষেত্রে কিউ-প্রয়াভিডাস মেটালিডুরান্স একটি নতুন সম্ভাবনার নাম।

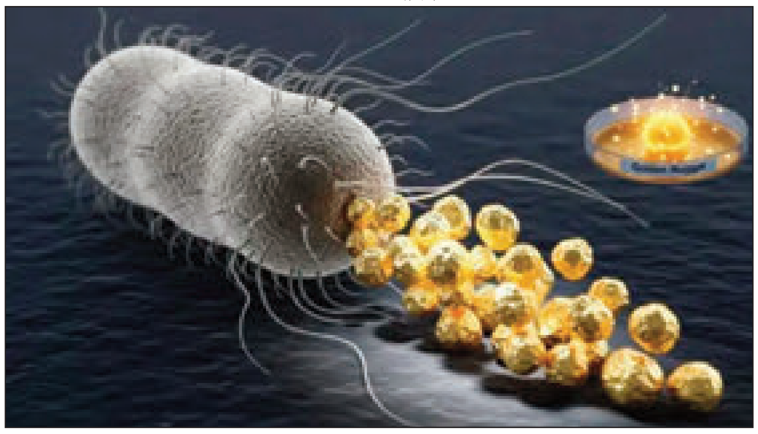

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ায় বাংলাদেশ শীর্ষে

(প্রথম পাতার পর)

দেখায় দালাল। এ জন্য দিতে হবে ১৫ লাখ টাকা। এতে প্রলুব্ধ হন মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার বাসিন্দা রিপন শিকদার। টাকাটা দিয়ে গত বছরের ২৮ জানুয়ারি ইতালির উদ্দেশে রওনা হন তিনি। কিন্তু দুবাই হয়ে তিনি পৌঁছান লিবিয়ায়। কাজের বদলে জোটে নির্যাতন। উল্টো আরো সাড়ে ২৫ লাখ টাকা খরচ করে গত ২১ জুন দেশে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে। এসব তথ্য জানিয়ে রিপন শিকদার বলেন, ‘আমাকে বলা হয়েছিল ইতালি পাঠানো হবে। এ জন্য নেওয়া হয় ১৫ লাখ টাকা। পরে আমাকে দুবাই পাঠানো হয়। দুবাই পাঁচ-ছয় দিন রেখে আমাকে মিসর নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমাকে লিবিয়া নিয়ে যায়। রিপন শিকদার বলেন, ‘লিবিয়া নিয়ে দালালচক্র আমাকে প্রচুর নির্যাতন করতে থাকে, আর বলে টাকা দিতে। এভাবে আরো সাড়ে ২৫ লাখ টাকা দিয়েছি। আমি লিবিয়া থাকতেই আমার পরিবার মামলা করে। কিন্তু এখনো সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। আসামিও গ্রেপ্তার হয়নি। শুধু রিপন শিকদারের মামলা নয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মানবপাচার মামলাসংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এমন চার হাজার ৩৬০টি মামলা ঝুলে আছে। এর মধ্যে এক হাজার ৩৪৬টি মামলা এখনো তদন্তাধীন। তিন হাজার ১৪টি মামলা বিচারাধীন। এমন পরিস্থিতিতে ৩০ জুলাই পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবপাচার প্রতিরোধ দিবস। ২০১৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে এই দিনটিকে মানবপাচার দিবস ঘোষণা করে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে, ‘সংঘবদ্ধ অপরাধ মানবপাচার, বন্ধ হোক শোষণের অন-াচার’।

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের গবেষণায় দেখা গেছে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে যে দেশগুলোর মানুষ ইতালি প্রবেশের চেষ্টা করছে, বাংলাদেশ এখন সেই তালিকায় প্রথম। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে অন্তত ৯ হাজার ৭৩৫ জন বাংলাদেশি অবৈধ পথে ইতালি প্রবেশ করেছে। ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য বলছে, এভাবে যাঁরা ইউরোপে যাচ্ছেন, তাঁদের বেশির ভাগের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছর। মাদারীপুর, শরীয়তপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জসহ বাংলাদেশের ১০-১২টি জেলার লোকজন এভাবে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এসব ক্ষেত্রে এখন সামাজিক যোগাযোগের নানা মাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুকের নানা গ্রুপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার শীর্ষে বাংলাদেশিরা। এভাবে ইতালি যাওয়ার পথে অনেক প্রাণহানি ঘটে। এ ছাড়া লিবিয়ায় অনেক মানুষ ভয়াবহ নিপীড়নের শিকার হন। ক্যাম্পে বন্দি রেখে তাঁদের নির্যাতন করা হয়। এরপর পরিবারকে টাকা দিতে বাধ্য করা হয়।’ তিনি বলেন, ‘এই যে বিদেশে কাজ বা শ্রম অভিবাসনের নামে মানবপাচার, এটি ভয়াবহ সমস্যা। পাচারকারীরা এখন তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। সে তুলনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী পিছিয়ে। আবার পাচারের মামলাগুলোরও বিচার হচ্ছে না।’ মানবপাচারে বাড়ছে নতুন রুট ও কৌশল : ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য অনুযায়ী, মানবপাচারকারীরা এখন শুধু সাগরপথে নয়, ভিজিট ভিসা, কনফারেন্স ইনভাইটেশন, ওয়ার্ক পারমিট ও হজ ভিসাও ব্যবহার করছে। দুবাই-লিবিয়া হয়ে ইউরোপ আবার দুবাই-সার্বিয়া-স্লোভেনিয়া হয়ে ইতালি কিংবা সৌদি আরব হয়ে রাশিয়া। ব্র্যাক বলছে, দুবাইয়ে বিউটি পার্লার বা রেস্টুরেন্টে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে সেখানে নিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডান্স ক্লাব ও যৌন ব্যবসায় বাংলাদেশিদের বাধ্য করা হচ্ছে। শুধু দুবাই নয়, বর্তমানে নারীদের ভিজিট ভিসায় মালয়েশিয়ায় বিউটি পার্লারে কাজ করানোর নামে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁদের ডান্স ক্লাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এরপর যৌনকাজে বাধ্য করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশিরা সাইবার স্ক্যামে ভয়াবহ নির্মমতার শিকার হচ্ছে। মায়ানমারের ভয়ংকর স্ক্যাম সেন্টার থেকে চলতি বছরই উদ্ধার হয়ে আসেন ১৮ জন বাংলাদেশি। উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁরা দুবাইয়ে কাজ করতেন। সেখানে ডিজিটাল প্রতারণার ফাঁদে ফেলে থাইল্যান্ড হয়ে মায়ানমারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অস্ত্রের মুখে দিনের পর দিন কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ইউরোপে পাঠানোর কথা বলেও এখন বাংলাদেশিদের নেপালে নিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে। যেহেতু নেপাল প্রবেশে অন অ্যারাইভাল ভিসা আছে, সে ক্ষেত্রে সহজে পাচারকারীরা কর্মীদের নেপালে নিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া মানবপাচারকারীরা বর্তমানে আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া, তিউনিশিয়া, রাশিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, সার্বিয়ার মতো দেশ ব্যবহার করছে। লিবিয়ার যাত্রাপথ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা থেকে দুবাই-মিসর হয়ে লিবিয়া গেছেন সবচেয়ে বেশি মানুষ। এ ছাড়া ঢাকা থেকে ইস্তাম্বুল-দুবাই হয়ে লিবিয়া, ঢাকা থেকে কাতার হয়ে লিবিয়া, ঢাকা থেকে দুবাই-সিরিয়া হয়ে লিবিয়া এবং অল্প কিছু লোক ঢাকা থেকে সরাসরি লিবিয়া গেছেন।

ডলারের দাম যে তিন ঝুঁকিতে কমাচ্ছে না

(প্রথম পাতার পর)

সার্বিক অর্থনীতি তিন ধরনের ঝুঁকিতে পড়ার শঙ্কা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স হুন্ডিমুখী হয়ে পড়তে পারে। রপ্তানি খাতে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যাওয়ার শঙ্কা আছে। ভবিষ্যতে দেশের ও বৈশ্বিক কোনো নেতিবাচক পরিস্থিতির কারণে ডলারের ওপর যে কোনো ধরনের চাপ মোকাবিলায় সমস্যা হতে পারে। এসব কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের দাম কমাতে চাচ্ছে না। তারা বর্তমানের দাম ধরে রেখে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখার নীতি গ্রহণ করেছে। এ কারণে ডলারের দাম ৩ টাকা ৪০ পয়সা কমলেও দ্রুত বেশি দামে কিনে এর দামকে তুলে এনেছে। ফলে ডলার এখন আগের মতো সর্বোচ্চ ১২৩ টাকায় উঠে এসেছে। সূত্র জানায়, গত মে মাসের মাঝামাঝিতে আইএমএফের চাপে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়। এর আগে ডলারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম উঠেছিল ১২২ টাকায়। বাজারের ওপর ছাড়ার পর এক মাসের ব্যবধানে এর দাম বেড়ে সর্বোচ্চ ১২৩ টাকায় ওঠে। চলতি মাসের প্রথমদিক থেকে ডলারের দাম কমতে শুরু করে। মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দাম সর্বোচ্চ ৩ টাকা ৪০ পয়সা কমে সর্বনিম্ন ১১৯ টাকা ২০ পয়সায় নেমে আসে।

এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের দাম ধরে রাখতে বাজারে হস্তক্ষেপ করে। তারা বাজার থেকে বেশি দামে ডলার কিনে এর দামকে ধরে রাখে এবং পর্যায়ক্রমে দাম বাড়তে সহায়তা করে। এতে ডলারের দাম বেড়ে গত রোববার আগের দামে অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১২৩ টাকায় ওঠে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর দাম ১২২ থেকে ১২৩ টাকার মধ্যেই ধরে রাখার নীতি গ্রহণ করতে চায়। ডলারের দাম কমলে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা করা হচ্ছে রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে। হুন্ডির প্রভাব কমে আসায় রেমিট্যান্স এখন প্রতিমাসে বাড়ছে। ডলারের দাম কমে গেলে হুন্ডির প্রভাব আবার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তখন রেমিট্যান্সও হুন্ডিমুখী হলে ব্যাংক চ্যানেলে আসা কমে যেতে পারে। রেমিট্যান্স কমলে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তখন ডলারের সংকট বেড়ে টাকার মান কমে যাবে। এতে মূল্যস্ফীতিতে চাপ বাড়বে। বৈদেশিক বাণিজ্যে যে শৃঙ্খলা নিয়ে আসা হয়েছে তা আবার ভেঙে পড়বে। বৈদেশিক দেনা পরিশোধে সমস্যা হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের রেটিং আরও ঝুঁকির পর্যায়ে চলে যাবে। যে কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের দাম স্থিতিশীল রাখতে চায়। দেশের মোট রপ্তানির একটি বড় অংশই যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছে। এটি নিয়ে এখন ওই দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এতে দেশের রপ্তানি খাত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এই মুহূর্তে আবার ডলারের দাম কমালে বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশি পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। একদিকে মুদ্রার বিনিময় হারের কারণে রপ্তানি পণ্যের খরচ বাড়বে, অন্যদিকে মার্কিন শুল্ক কিছুটা কমানো হলেও কিছু বাড়তি শুল্ক থাকবে। এ কারণেও রপ্তানি পণ্যের দাম বাড়বে। এছাড়া ডলারের দাম কমলে রপ্তানিকাররা আয়ের বিপরীতে টাকা পাবে কম। ফলে এ খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন আক্রমণ করলে বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বেড়ে গিয়ে বৈশ্বিক সংকট দেখা দেয়। এই সংকটের কারণে দেশের অর্থনীতিতে দেখা দেয় মন্দা। যে মন্দায় সাধারণ ভোক্তারা আক্রান্ত হয়। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে ওই মন্দার প্রভাব এখনো বিদ্যমান। বিশ্বের প্রায় সব দেশ ওই সংকট থেকে বের হয়ে এলেও বাংলাদেশ এখনো পারেনি। এজন্য আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশ থেকে ব্যাপকভাবে টাকা পাচারকে দায়ী করা হচ্ছে। টাকা পাচারের কারণে ডলার সংকট দেখা দিয়েছে। ব্যাপক হারে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে সেগুলো উৎপাদনমুখী কাজে না লাগিয়ে ঋণের টাকাও বিদেশে পাচার করা হয়েছে। যে কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বৃদ্ধি ছিল কৃত্রিম। রিজার্ভ বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায় ৪ হাজার ৮০৬ কোটি ডলারে পৌঁছলেও তা দিয়ে স্বস্তির বার্তা দিতে পারেনি। করোনার সময়ে রেমিট্যান্স বাড়ায় রিজার্ভ বেড়েছে। ওই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের দাম ধরে রেখেছে। উলটো ডলারের বিপরীতে টাকার মান বাড়িয়েছে কিছুটা। যে কারণে ২০২২ সালের মন্দার ধাক্কা প্রথমে এসে পড়ে ডলার ও রিজার্ভের ওপর। ওই সময়ে ডলারের দাম ধরে না রেখে ধীরে ধীরে বাড়ালে হয়তো সংকট এত প্রকট হতো না। এসব কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর আগের সরকারের মতো ভুল পথে হাঁটছে না। তারা ডলারের দাম স্থিতিশীল রেখে ধীরে ধীরে টাকার মান কিছুটা কমাবে। এতে দেশে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে প্রবাসীরা উপকৃত হবে। রপ্তানিকারকরাও প্রতিযোগিতায় বিনিময় হারের সুবিধা পাবে। এর মাধ্যমে ডলার আয় বাড়লে টাকার মান কমার কারণে যে চাপ বাড়বে তা সহজেই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

কঠিন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের পরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। এসব তথ্য জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সংস্থার (ইউএসসিআইএস) পরিচালক জোসেফ এডলো। ২৬ জুলাই শনিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু।সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এডলো বলেন, “বর্তমানে (নাগরিকত্ব পাওয়ার) পরীক্ষাটি খুব কঠিন নয়। খুব সহজেই উত্তর মুখস্থ করে পাস করা যায়। এতে আমরা প্রকৃত আইনের চেতনাকে অনুসরণ করছি না বলেই মনে হয়।”তিনি জানান, তার সংস্থা ২০২০ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম মেয়াদে চালু হওয়া সংস্করণটি আবার চালুর কথা ভাবছে, যেখানে আরও বেশি প্রশ্ন এবং কঠিন শর্ত ছিল।এছাড়া এইচ-১বি ভিসা সংস্কারের বিষয়েও এডলো মত দিয়েছেন। বর্তমানে প্রতি বছর ৮৫ হাজার বিদেশি পেশাজীবীকে এই ভিসা দেওয়া হয়। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, উচ্চ বেতনের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।এডলো বলেন, “এইচ-১বি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যবসা, অর্থনীতি এবং কর্মীদের সহায়তা করা। এমনটা না যে তাদের জায়গা দখল করে নেওয়া।”এদিকে এই পরিবর্তনের ফলে তরুণ ও উচ্চ শিক্ষিত অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে সুযোগ হারাতে পারেন বলে সতর্ক করেছেন বিশ্লেষকেরা।

ক্যাটো ইনস্টিটিউটের অভিবাসন গবেষণা পরিচালক ডেভিড বিঅর নিউজউইক-কে বলেন, “শুধু উচ্চ বেতনের চাকরির ভিত্তিতে এইচ-১বি ভিসা দেওয়া হলে মূলত বয়স্ক কর্মীরাই অগ্রাধিকার পাবেন, যারা হয়তো শিগগিরই অবসর নেবেন বা দেশ ছেড়ে চলে যাবেন।”তিনি আরও বলেন, “এই পরীক্ষাকে সহজ বলা বিস্ময়কর, কারণ বেশিরভাগ আমেরিকানই তা পাস করতে পারবেন না।”এদিকে দেশটির স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগও এইচ-১বি ভিসা নির্বাচনের লটারিভিত্তিক পদ্ধতি বাতিল করে বেতনের ভিত্তিতে পরিমাপের একটি নতুন পদ্ধতি চালুর প্রস্তাব বিবেচনা করছে। ইনস্টিটিউট ফর প্রোগ্রেস-এর মতো সংস্থা বলছে, এতে এইচ-১বি কর্মসূচির অর্থনৈতিক প্রভাব প্রায় ৮৮ শতাংশ বাড়তে পারে।অবশ্য অভিবাসন বিষয়ে কড়া অবস্থানে থাকা কিছু রিপাবলিকানদের সমালোচনার মধ্যেও এডলো বৈধ অভিবাসনের পক্ষে অবস্থান জানিয়েছেন, আর সেটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করে এমন অভিবাসীদের জন্য। তিনি বলেন, “এটা অবশ্যই মোটের ওপর ইতিবাচক হওয়া উচিত। আমরা যদি দেখি কেউ অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে তাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।”তবে নাগরিকত্ব পরীক্ষা বা ভিসা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বা অন্যান্য ফেডারেল সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন হবে। বর্তমানে এসব বিষয়ে দুই দলের মধ্যে আলোচনাই চলছে।

জোহরান মামদানির বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্ব বেড়েছে ফিলিস্তিনের

(প্রথম পাতার পর)

দেখা গেছে, ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থনই ছিল তাঁর প্রচারের প্রধান চালিকা শক্তি। জোহরানকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের ৭৮ শতাংশ মনে করেন, ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে। আর ৭৯ শতাংশ চান, ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক। নিউইয়র্কের এসব ভোটারের মধ্যে ৬৩ শতাংশ মনে করেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা অনুযায়ী যদি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিউইয়র্ক নগরে আসেন, তাহলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা উচিত। জোহরান বলেছেন, নভেম্বরের নির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হলে তিনিও সেটাই করবেন। জরিপটি পরিচালনা করেছে ইনস্টিটিউট ফর মিডল ইস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং (আইএমইইউ) পলিসি প্রজেক্ট ও ‘ডেটা ফর প্রোগ্রেস’। ২০২৫ সালের ১১ থেকে ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে ডেমোক্র্যাটদলীয় প্রাথমিক বাছাইয়ের ৫১৩ জন ভোটারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ভোটারদের করা তিনটি প্রশ্নেই দেখা গেছে, জোহরানের সঙ্গে যেসব ভোটার একমত, তাঁদের বেশির ভাগই ২০২১ সালের মেয়র নির্বাচনে ভোট দেননি। হতে পারে, তাঁদের তখনো ভোটার হওয়ার বয়স হয়নি অথবা জোহরানের প্রচারই তাঁদের ভোট দিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

ভোটারদের প্রশ্ন করা হয়, কোন কোন বিষয় তাঁদের জোহরান মামদানিকে ভোট দিতে প্রভাবিত করেছে। সবচেয়ে বেশি ভোটার (৮৯ শতাংশ) বলেন, তাঁর জীবনযাত্রার খরচ কমানোর পরিকল্পনা তাঁদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে (৮৬ শতাংশ) বলা হয়, ধনীদের ওপর কর আরোপ ও করপোরেশনগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান। তৃতীয় সর্বোচ্চ কারণ হিসেবে (৬২ শতাংশ) বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি জোহরানের সমর্থন। ২০২৫ সালের নতুন ভোটারদের মধ্যে এ সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৮৩ শতাংশে। এমন সময়েই এ জরিপ চালানো হয়েছে, যখন কিছু রাজ্য এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, এমনকি ইসরায়েলি গবেষক ও বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলের নৃশংস হামলাকে ‘গণহত্যা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ক্রমবর্ধমান সমর্থন : তবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এ মনোভাব শুধু নিউইয়র্ক নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সিএনএনে প্রকাশিত গ্যালাপের নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি মার্কিনদের মধ্যে জনপ্রিয়তা মাইনাস ২৩ পয়েন্ট, যা ১৯৯৭ সালের পর সবচেয়ে কম। গাজায় ইসরায়েলের সামরিক কার্যক্রমের প্রতি মার্কিন জনগণের সমর্থন মাইনাস ২৮ শতাংশ, অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষ তা নেতিবাচকভাবে দেখছেন। সব মিলিয়ে মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে যাঁরা ফিলিস্তিনিদের চেয়ে ইসরায়েলিদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল, সেই সংখ্যার ব্যবধান এখন ইতিহাসের সর্বনিম্নড়মাত্র +৫ পয়েন্ট। এটি ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার আগে ছিল প্লাস ৪৮ পয়েন্ট। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে স্বাধীনতাকামী হামাসের হামলার পর গাজায় ইসরায়েল যে হামলা শুরু করেছে, তাতে এখন পর্যন্ত ৬০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। মেডিকেল জার্নাল ‘দ্য ল্যানসেট’ বলেছে, এ সংখ্যা সম্ভবত কম বলা হয়েছে। আসল সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। আইএমইইউ পলিসি প্রজেক্টের যোগাযোগ পরিচালক হামিদ বিনদাস মিডল ইস্ট আইকে বলেন, ফিলিস্তিনিদের প্রতি জোহরানের সমর্থন ও ইসরায়েলের সমালোচনার আশপাশে যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে, সেটি দেখিয়ে দিচ্ছে, ডেমোক্রেটিক পার্টি এখন সাধারণ ভোটারদের ভাবনার সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। হামিদ বলেন, অভিন্ন তিনটি প্রশ্নে ভোটারদের মধ্যে যে ঐকমত্য দেখা গেছে, তার কথা কংগ্রেসের খুব কমসংখ্যক ডেমোক্র্যাট সদস্যই বলতে সাহস পান। তাঁদের মধ্যে অনেকেই গাজায় ইসরায়েলের কার্যক্রমকে গণহত্যা বলতেও ভয় পান বা অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার দাবিও করেন না। ইএমইইউ বিবৃতিতে আরও জানায়, জরিপে নিউইয়র্কের ১০ নম্বর কংগ্রেস আসনে ভোটারদের বাড়তি নমুনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ আসনের প্রতিনিধি ড্যান গোল্ডম্যান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদের প্রভাবশালী সংগঠন আইপেকের অর্থায়নে রাজনীতি করেন। তিনি বারবার রিপাবলিকানদের সঙ্গে মিলে ফিলিস্তিনবিরোধী প্রস্তাবে ভোট দিয়েছেন। আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স (অ্যাইপেক) হলো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী ইসরায়েলপন্থী লবিং গ্রুপ, যারা কংগ্রেস সদস্যদের জোরালোভাবে আর্থিকভাবে সহায়তা করে থাকে। মামদানির সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো, যিনি আইপেকের সমর্থন পেয়েছেন। হামিদ বিনদাস বলেন, এখানে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। প্রথমত, রাজনীতিক হিসেবে ইসরায়েল সরকারের সমালোচনা করলে, সেটি একধরনের ঝুঁকি তৈরি করে। কারণ, শক্তিশালী স্বার্থান্বেষী মহল আপনার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিজ্ঞাপন দিতে পারে। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাই নির্বাচনেও তাই হয়েছে। জোহরানের ইসরায়েলবিরোধী অবস্থান ও ফিলিস্তিনপন্থী বক্তব্যের কারণেই এসব হয়েছিল। তবু প্রাথমিক নির্বাচনে কুওমো প্রতিপক্ষ জোহরানের চেয়ে আট গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে সহজেই হেরে যান। হামিদ বলেন, ‘আমরা দেখেছি, বিশেষ করে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি সমর্থন এবং ইসরায়েল সরকারের সমালোচনার বিষয়ে এমন ঐকমত্য যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে প্রচার চালিয়েও তা ঠেকানো যায়নি।’ হামিদ বলেন, জোহরানের এ জয় ডেমোক্রেটিক পার্টির ভবিষ্যতের জন্য একটি রূপরেখা হতে পারে। দলটি এখন স্থবির হয়ে আছে, এমনকি হোয়াইট হাউস ও সিনেটে তাদের বিপর্যস্ত অবস্থা। হামিদ আরও বলেন, ফিলিস্তিন এখন ভোটারদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। এই ইস্যু মানুষকে উদ্দীপ্ত করছে এবং এমন একজন প্রার্থীকে সমর্থন দিতে উৎসাহিত করেছে, যিনি ওয়াশিংটনের নির্ধারিত পথে হাঁটছেন না এবং এটিই মানুষকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করছে।

প্রবাসীদের জন্য সুখবর দিলো সৌদি

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভিজিট ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া প্রবাসীদের জন্য সুখবর দিয়েছে সৌদি আরব। সৌদিতে ইতোমধ্যে যাদের ভিজিট ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাদের দেশে ফেরার সুযোগ আরও এক মাস বাড়িয়েছে দেশটির পাসপোর্ট অধিদপ্তর জাওয়াজাত। চলতি বছরের ২৬ জুলাই থেকে এটি কার্যকর শুরু হয়েছে বলে নতুন ঘোষণায় জানানো হয়েছে। খবর : খালিজ টাইমসের। দেশটির পাসপোর্ট অধিদপ্তর জানিয়েছে, ৩০ দিনের জন্য এই বর্ধিত সময়কাল ১/২/১৪৪৭ হিজরি (২৬ জুলাই, ২০২৫) থেকে শুরু হবে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো, ভিজিট ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের চূড়ান্ত প্রস্থান সহজতর করা। এর আগে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিজিট ভিসাধারীদের দেশ ছাড়তে দেশটির পাসপোর্ট অধিদপ্তর ৬ জুন থেকে এক মাসের জন্য এই সেবা চালু করে। এর মেয়াদ ফের এক মাস বাড়াল দেশটি। বৈধভাবে সৌদি আরব ত্যাগ করতে নির্ধারিত ফি ও জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘আবশির’ প্ল্যাটফর্মের ‘তাওয়াসুল’ সেবার মাধ্যমে এই আবেদন করা যাবে। অবৈধ উপায়ে বসবাস না করে বৈধভাবে দেশে ফেরার এই বিশেষ সুযোগ কাজে

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

মাহরিন চৌধুরী : সোনার হরফে

(১৪ পাতার পর)

সেই শিশুদের বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ চোখে। তিনি উপস্থিত আছেন আমাদের জাতিগত বিবেকের জাগরণ ও প্রেরণার আলোকবর্তিকা হিসেবে,ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের পেশাগত নৈতিক দায় ও অনুপ্রেরণায়, এবং শিক্ষা ও ন্যায়বোধের সংগ্রামে এক কালজয়ী চেতনারূপে ইতিহাসের দর্পণে। ফলে তিনি রয়ে যাবেন জাতির সামষ্টিক স্মৃতিতে, যেখানে আত্মত্যাগের এক অনন্ত স্মারক হয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন অনাগত কালেও। তাঁর এই আত্মত্যাগ একক কোনো ব্যক্তির ঘটনা নয়, এটি একটি জাতির স্মৃতিতে লেখা হয়ে যাওয়া এক অনন্ত প্রতিশ্রুতিযেখানে শিক্ষা হবে দায়বদ্ধতা, ভালোবাসা হবে সাহসিকতায় পূর্ণএবং শিক্ষকতা হবে নৈতিক দায়তাড়িত এমনকি জীবনের প্রয়োজনে আত্মদানেও প্রস্তুত ।তাঁর নাম কেবল কোনো পাথরের ফলকে নয়, অম্লান থাকুক আমাদের চিন্তাচেতনায়, অনুভবে, ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়, শিক্ষায় এবংরাষ্ট্রের নৈতিক কাঠামোয়। সোনার হরফেলেখা তাঁর নাম খোদিত থাকুক জাতীয় চেতনার প্রাচীরে, দেশের শিক্ষকদের প্রতিটি উচ্চারণে, শিক্ষার্থীদের প্রতিটি স্বপ্নেএবং একটি জবাবদিহিমূলক ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনে সরকারের নৈতিক দায়িত্ববোধেরপ্রতিটি অঙ্গীকারে।

* লিখেছেন: ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য। Email: mahruf@ymail.com

মানবাধিকার লঙ্ঘন আড়াল না

(৮ পাতার পর)

কখনো শোনা যায় না, কিন্তু সম্পদের উত্তরাধিকারের দাবি উঠলেই ‘গেল, গেল’ রব তোলা হয়।

দেশে নারী-পুরুষ, ধর্ম-জাতি-গোত্রনির্বিশেষে কারও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে দেওয়া হবে নাড়এমন রাজনৈতিক অঙ্গীকার ঘোষণা ও তা প্রতিপালন করা হলে জাতিসংঘ বা বিদেশি কোনো সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কোনো সমস্যাই হওয়ার কথা নয়। সমস্যা কেবল তখনই হতে পারে, যদি আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনকে প্রশ্রয় দিই এবং তা আড়াল করতে চাই।

সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে, জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ও কাজ সম্পর্কে আমরা পর্যাপ্ত তথ্য না জেনেই বিতর্ক ও বিরোধিতায় নেমে পড়ি। গাজা ও পুরো ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের যে গণহত্যা ও দখলদারি, সেটা বৃহত্তর রাজনৈতিক সংকটের বিষয়, যার সমাধান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ শক্তিগুলোর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার কাজ শুধুই সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর তথ্য সংগ্রহ এবং তা বৃহৎ পরিসরে তুলে ধরা, যেটা তারা জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ ও জাতিসংঘ মহাসচিবের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের কাছে নিয়মিত পেশ করে।

বাংলাদেশে তাদের দপ্তর খোলার বিরোধিতায় বলা হচ্ছে, তারা ফিলিস্তিনে গণহত্যা রোধ করতে পারেনি। তাঁরা জানেনও না যে গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে জাতিসংঘের র্যাপোর্টিয়ার ফ্রান্সেসকা আলবানিজ গণহত্যা নিয়ে অব্যাহত সমালোচনা করতে থাকায় ইসরায়েলের পৃষ্ঠপোষকদের চক্ষুশূল হয়েছেন।

সম্প্রতি কোন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ইসরায়েলের জন্য সমরাস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করছে, তার তালিকা সমপ্রমাণে প্রকাশ করার পর যুক্তরাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার দপ্তর খোলা হলে তারা দেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে বলেও মতপ্রকাশ করেছেন ডান ও বামপন্থীড়উভয় ধারার রাজনীতিকেরা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত ফেব্রুয়ারিতে এক নির্বাহী আদেশে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ থেকে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও এমন বক্তব্যের ভিত্তি কী? প্রথমবারও ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করেছিলেন মানবাধিকার সংস্থার কথিত ইসরায়েলবিরোধী পক্ষপাতের অভিযোগে। এবার ক্ষমতা গ্রহণের দিনই তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নিয়েছেন।

২২ জুলাই ট্রাম্প জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো থেকেও যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, যার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, সংস্থাটি বিভাজন সৃষ্টি করে, এমন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোর প্রসার ঘটাচ্ছে। ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে সংস্থার সদস্যপদ দেওয়াও আরেকটি কারণ। বলা দরকার যে যৌনশিক্ষার বিষয়টি ইউনেসকোর কার্যক্রমের অংশ। নারী অধিকারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী রক্ষণশীল খ্রিষ্টান গোষ্ঠীগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কি আমাদের ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর খুব একটা পার্থক্য করা যায়? ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্রতত্ত্বের বিপরীতে আমাদের বরং এই সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জরুরি, কেননা গুমের মতো নিষ্ঠুর বর্বরতার বিরুদ্ধে এক দশক ধরে সবচেয়ে বেশি তৎপর ও সোচ্চার ছিল এই সংস্থা। হেফাজতের শাপলা চত্বরের সমাবেশে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অধিকারের প্রতিবেদনের বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের অব্যাহত অপবাদ সত্ত্বেও সংস্থাটি অধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল।

গত বছর ছাত্রহত্যার নিন্দা ও তদন্ত দাবি করে সবার আগে সবচেয়ে জোরালো বিবৃতিটি এসেছিল কোত্থেকে? ১৯ জুলাই মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক প্রথম বিবৃতি দিয়ে ছাত্র হত্যা বন্ধ ও সব ঘটনার তদন্তের আহ্বান জানান। জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার তদন্ত নিয়েও আপত্তি তোলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তাদের তদন্তের কারণেই ১ হাজার ৪০০ প্রাণহানি এবং শেখ হাসিনার সরকারের নিষ্ঠুরতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে। না হলে আওয়ামী লীগের বিদেশি বন্ধুদের অপপ্রচার মোকাবিলা দুঃসাধ্য হতো। তিন বছরের জন্য সংস্থাটির দপ্তর খোলার পেছনে তাই ষড়যন্ত্র না খুঁজে তাদের সহায়তায় মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি ও অতীত অপরাধের জবাবদিহি নিশ্চিত করায় মনোযোগী হওয়াই জরুরি। তাহলে তিন বছর পর আর তাদের প্রয়োজন হবে না।

কামাল আহমেদ, সাংবাদিক।

এমন ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি রোধে

(৮ পাতার পর)

হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেটের যে ক্ষুদ্র অংশ বরাদ্দ দেওয়া হয় তাও যৌক্তিকভাবে ব্যয় করা হয় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সামরিক বাহিনীর জন্য যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তার কত অংশ যুদ্ধাস্ত্র এবং কত অংশ যুদ্ধাস্ত্রবহির্ভূত কাজের জন্য ব্যয় হয় তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অস্বাভাবিক হবে না। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দুর্বলতার মধ্যে এই দুর্বলতাটি আমাদের দেশ রক্ষাব্যবস্থাকে ভয়াবহভাবে দুর্বল করে রেখেছে। এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও তদন্ত হওয়া উচিত। গত সোমবারের যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার মধ্যে প্রতিকার দাবি করে বিক্ষোভ হয়েছে। এসব বিক্ষোভে উপদেষ্টাদের কেউ কেউ নাজেহাল হয়েছেন। সচিবালয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিক্ষোভ হয়েছে। এ বিক্ষোভে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের উসকানি ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের ঘটনা না ঘটলেই ভালো হতো। জাতীয় দুর্যোগের সময় আমাদের প্রতিক্রিয়া যদি গঠনমূলক হয় সেটা দেশ ও দশের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমষ্টিগত মুক্তির স্বপ্ন

(৯ পাতার পর)

গণতান্ত্রিক মানবিক সমাজের স্বপ্ন, কিন্তু যুদ্ধের পর যারাই ক্ষমতায় এসেছে তাদের দ্বারা সেটা পূরণ হওয়া সম্ভবই ছিল না। কেননা জাতীয়তাবাদীরা সমাজতন্ত্রী হয় না; কারণ তারা সমাজকে এগিয়ে নিতে চায় না। শুধু ক্ষমতার হস্তান্তর চায়। জাতীয়তাবাদীরা সাধারণত ক্ষমতার রূপান্তর চায় না। যেমন পাকিস্তান আমলে আমরা দেখলাম যে ইংরেজ চলে গেল, পাকিস্তানি শাসকরা ক্ষমতা পেল। তখন আমরা মনে করলাম, পাকিস্তানি শাসকরা কেন ওই জায়গা দখল করে আছে, আমরা ওই জায়গাটা দখল করব। এজন্য ক্ষমতার হাতবদল হলো, কিন্তু মৌলিক কোনো পরিবর্তন এলো না। সেই আইন, সেই ব্যবস্থা, সেই আমলাতন্ত্র, সেই বাহিনী-সবই অক্ষুণ্ন রইল। প্রকৃত অর্থে যেটা ঘটল সেটা হলো ক্ষমতার হস্তান্তর। কাজেই তাঁরা, যাঁরা ক্ষমতার হস্তান্তরে বিশ্বাস করেন তাঁরা তো সমাজতন্ত্রী হবেন না। কারণ সমাজতন্ত্রের মূল কথাটা হচ্ছে-সমাজকাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন-বৈষম্য দূর করা, মানুষে মানুষে সাম্য তৈরি করা।

জাতীয়তাবাদীরা তো ওই লক্ষ্যে ছিলেন না। তাঁরা চাচ্ছিলেন যে ক্ষমতা পাকিস্তানিদের হাতে আছে, পাঞ্জাবিদের হাতে আছে, তারা ওই ক্ষমতাটা নেবেন এবং তারা জনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ওই ক্ষমতাটা পেয়ে গেলেন। মুক্তিযুদ্ধে জনগণই হচ্ছে চালিকাশক্তি, তারাই সংগ্রাম করেছে, তারাই বঞ্চিত হয়েছে, তাদের খবর কেউ রাখে না। তাদের ত্যাগের কোনো হিসাব নেই। মুক্তির সংগ্রামে এদের অংশগ্রহণ কীভাবে ঘটেছে তার খবর আমরা জানি না। নারী নির্যাতনের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। কিন্তু উপরে উপরে কতগুলো মানুষের ভূমিকাকে বড় করে দেখানোর জন্য মিডিয়া চেষ্টা করে, দলগুলো চেষ্টা করে।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নির্বাচনের সময় : তিনটি রাজনৈতিক

(৬ পাতার পর)

প্রথমার্ধে ভোট হবে এমন ঘোষণা দিতে পারেন। এতে নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে যে অনিশ্চয়তার কথা বলা হচ্ছে, তা কেটে যাবে। শনিবার ১৪টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বিষয়টি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ড. ইউনূস বলে দবে সরকার।

যদিও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং প্রেস উইং এসব বক্তব্যকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করেনি। তারা বলেছে, সরকার প্রধান ‘কয়েক দিনের কথা’ বলেছেন। এই বৈঠক নিয়ে প্রেস উইংয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও এসংক্রান্ত বক্তব্য নেই। এনডিএম চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ সমকালকে বলেছেন, অস্থিরতা নিরসনে নির্বাচন প্রয়োজন। প্রায় সব দল এ বক্তব্য দেওয়ার পর ভোটের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ করা হয় বৈঠকে। তখন প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচনের রোডম্যাপ হয়ে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ও ঘোষণা করা হবে।’ তখন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এ বক্তব্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে কিনা। তখন ড. ইউনূস বলেন, ‘বলতে পারেন।’

ববি হাজ্জাজের দাবি, বৈঠকের পর প্রেস উইংয়ের সঙ্গে আলোচনায় তিনি ধারণা পেয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টা কয়েক দিন বলতে বুঝিয়েছেন ৫ আগস্টের মধ্যে ভোটের তারিখ ঘোষণা করবেন। এ বিষয়ে জানতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বৈঠকে উপস্থিত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, গোপালগঞ্জের সহিংসতা, মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং সচিবালয়ের ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা এক পর্যায়ে বলেন, কয়েক দিনের মধ্যে নির্বাচনের সময় জানাবেন।

॥তিন॥ : বেশ কয়েকটি পত্রিকায় নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদসমূহের সারাংশ ওপরে উদ্ধৃত করা হলো। রবিবার সন্ধ্যার পর যখন এই কলামটি লিখছি তখন পর্যন্ত বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, এনসিপি, গণতন্ত্র মঞ্চসহ অন্য কোনো রাজনৈতিক জোট বা দল থেকে এসম্পর্কে কোনো প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে গত ২৭ জুলাই ঐক্যমত কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ড. আলী রিয়াজ জানিয়েছেন যে, জুলাই সনদের একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। সোমবার সেই খসড়াটি রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে প্রেরণ করা হবে। রাজনৈতিক দলসমূহ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সরকারকে তাদের মতামত জানালে সেই সব মতামত জুলাই সনদে সন্নিবেশিত করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের আলোচনা যেকোনোভাবে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। আলোচনা শেষ করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শেষ করার পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে চাই। জুলাই সনদ সম্পর্কে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বড় ধরনের কোনো মৌলিক আপত্তির বিষয় উত্থাপিত না হলে সেটি নিয়ে বৈঠকে আর আলোচনা করা হবে না।

॥চার॥ : অতীতে ড. ইউনূস একাধিকবার বলেছেন যে, জুলাই চার্টার বা জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সরকার জুলাই চার্টার চূড়ান্ত করবে। তার আগে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে না। জুলাই সনদ চূড়ান্ত হওয়ার পর আগামী ৫ আগস্ট অথবা ৮ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ঐ ভাষণে নির্বাচনের সময় ঘোষণা করা হবে। যারা বলছেন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে তারা ভুল বলছেন। কারণ, নির্বাচনের তারিখসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়সমূহ যথা নমিনেশন পেপার দাখিল করা, যাচাই বাছাই করা, প্রত্যাহার করা এবং নির্বাচনের তারিখ থাকবে একটি তফসিলে। জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে এই তফসিল ঘোষণা করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। প্রধান উপদেষ্টা শুধুমাত্র নির্বাচনের সময়, যথা ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধ বা এপ্রিলের প্রথমার্ধ– এই ধরনের সময় ঘোষণা করবেন।

আগামী ৫ আগস্ট জুলাই বিপ্লবের একবছর পূরণ হবে। এই দিনটি সরকার এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ঘটা করে পালন করবে। গত বছরের ৮ আগস্ট বর্তমান সরকার শপথ গ্রহণ করেছে। তাই ৫ বা ৮ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের সময়সীমা ঘোষিত হওয়ার কথা। এর মধ্যে আছে শুধু একটি মাত্র বিষয়। সেটি হলো, জুলাই সনদ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা। জুলাই ঘোষণা নিয়ে যদি কোনো বড় ধরনের মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হয় তাহলে নির্বাচনের সময় ঘোষণা ৫ বা ৮ আগস্ট করা কিছুটা ডিফিকাল্ট হবে। একারণে জনগণ আগামী ৩, ৫ এবং ৮ আগস্টের দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে সমাধান

(৬ পাতার পর)

মনোনীত করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সুবিধা হলো- তাতে ভোটের ন্যায্যতা বেশি : প্রত্যেক ভোটের মূল্য প্রায় সমান থাকে। ছোট দল ও সংখ্যালঘুদের অধিক প্রতিনিধিত্ব পায়। বিভিন্ন মত ও শ্রেণীর আওয়াজ সংসদে আসে। রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে নারী, নৃতাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়। এর অসুবিধা হলো- অনেকসময় সরকার গঠনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। জোট সরকার গঠনের প্রবণতা বেশি, ফলে অস্থিতিশীলতা আসতে পারে। দলের ওপর নির্ভরতা বাড়ে এবং প্রার্থী নির্বাচনে দলের নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকে। ভোটার-প্রার্থীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দুর্বল হয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া জটিল ও ব্যয়বহুল হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য কোনটি উপযোগী? : ভালো-মন্দ সব দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত সমাধান হতে পারে মিশ্র পদ্ধতি। যেমন- নিম্নকক্ষে এখনকার ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২০০টি এফপিটিপি অনু-যায়ী এবং ১০০টি পিআর অনুযায়ী বরাদ্দ করা যেতে পারে (দলীয় তালিকা ও ভোটের আনুপাতিক হারে)। এতে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা থাকবে (এফপিটিপি অংশে)। জাতীয় ভোটের অনুপাতে দলগুলোর ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে (পিআর অংশে)। সংখ্যালঘু, নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাড়বে। দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন হবে এবং আলোচনা ও সমঝোতার রাজনীতি বিকশিত হবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন বর্তমান ৩০০ আসনে এফপিটিপি ঠিক রেখে আরো সমসংখ্যক আসন পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের জন্য সংরক্ষণ করা। এতে দুই ব্যবস্থার সমপ্রতিনিধিত্ব থাকবে। এমনকি এ ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের ধারণা পরিত্যাগও করা যায়। অন্য একটি জোরালো মত হলো-সংসদের বর্তমান ৩০০ আসনকে তুর্কি মডেলে ১৯টি বৃহত্তর জেলা অনুসারে নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা। এই নির্বাচনী অঞ্চলে যতগুলো সংসদীয় আসন রয়েছে তার প্রতিটি আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী ও দলের প্রতীক থাকবে। সে জেলায় ভোটের গড় করে জয়ী হওয়ার জন্য ভোটের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে এবং সে সংখ্যক ভোট যে দল যে ক’টি আসনে জয়ী হওয়ার মতো পেয়েছে তত আসন সেই দলকে দেয়া হবে। আর যেসব আসনে দলটি বেশি ভোট পেয়েছে সেই অনুসারে মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করা হবে। এ ব্যবস্থায় দলের বাইরে স্বতন্ত্র প্রার্থীও শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নির্বাচন করে জয়ী হতে পারবে।

এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য উপযোগী হলেও এটিতে বিএনপি সম্মত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। ফলে বর্তমান বাস্তবতায় বড় দলগুলো তাদের অবস্থান থেকে সরে এসে ঐকমত্য কমিশনের মূল প্রস্তাবে একমত হতে পারে। আর সেটি হলো- বিদ্যমান ৩০০ আসনে প্রচলিত ব্যবস্থায় ভোট হবে। আর নারী আসন ও উচ্চকক্ষে দলের প্রাপ্ত ভোট অনুপাতে আসন বণ্টন হবে। এ জন্য দলভিত্তিক ব্যালটও থাকতে পারে। অথবা দলের প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট হিসাব করে দলের ভোট নিরূপিত হতে পারে। আর ১০০ নারী আসনে প্রত্যক্ষ ভোটের দাবি গ্রহণ করা হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ৪০০ আসনের মধ্যে ৩০০ আসনে এফপিটিপি পদ্ধতিতে নির্বাচন করে বাকি ১০০ আসন ভোট অনুপাতে বণ্টন হতে পারে। আর উচ্চকক্ষে পুরোপুরি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে। আনুপাতিক পদ্ধতিতে আসনপ্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম ভোটের শর্ত তুরস্কের তুলনায় অর্ধেক এবং জার্মানির সমান ৫ শতাংশ করা যেতে পারে। দল বা জোট ৫ শতাংশ ভোট পেলে সংসদে আসন নিশ্চিত হবে। এতে সংরক্ষিত কোটার অন্তর্ভুক্তিও থাকতে পারে। পিআর তালিকার ভেতরে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত কোটা নির্ধারণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি আসনের ৩০ শতাংশ নারী, ১০ শতাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ৫ শতাংশ নৃতাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এটিই হতে পারে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। জুলাই সনদের মধ্যে এই ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হলে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে নতুন পদ্ধতি এবারই কার্যকর করা যেতে পারে। নতুন সংসদ সেই ব্যবস্থা অনুমোদন করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি বোয়িং বিমান

(প্রথম পাতার পর)

অন্তর্বর্তী সরকার। গত ২৭ জুলাই সচিবালয়ে নিজ অফিস কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব তথ্য জানান বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। সচিব বলেন, বোয়িংয়ের ব্যবসা সে দেশের সরকার করে না, কোম্পানিগুলো করে। আমরা ২৫টি বোয়িং কেনার জন্য অর্ডার দিয়েছি। একইভাবে ভারত ও ভিয়েতনাম ১০০টি ও ইন্দোনেশিয়া ৫০টি বোয়িং কিনবে। তিনি বলেন, আগে আমাদের ১৪টি অর্ডার ছিল। এখন বাণিজ্যঘাটতি আরও কমাতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সচিব বলেন, কেপাসিটি অনুযায়ী সরবরাহ করবে বোয়িং কোম্পানি। সুতরাং তারা অনেক সময় নেবে। এক-দুই বছর লাগবে। পারস্পরিক শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) সঙ্গে তৃতীয় দফায় ২৯ ও ৩০ জুলাই সরাসরি বৈঠকে বসছে বাংলাদেশ। বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, গত ২৩ জুলাই আমাদের অবস্থানপত্র দিয়েছিলাম। ২৯-৩০ জুলাই সরাসরি বৈঠক হবে ওয়াশিংটনে ইউএসটিআরের অফিসে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন, প্রধান উপদেষ্টার রিপ্রেজেন্টেটিভ খলিলুর রহমান সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমিও যাব। সচিব বলেন, আমাদের অবস্থানপত্রের ওই বিষয়গুলো এখানে সরাসরি বিস্তারিত আলোচনা হবে। সেজন্য প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হবে। ওই বৈঠকে সয়াবিন ও তুলা আমদানি প্রসঙ্গে কিছু উদ্যোগ রয়েছে জানিয়ে সচিব বলেন, সয়াবিন যারা বেসরকারিভাবে আমদানি করে, তারা চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকারকদের থেকে আনতে। আমরা যখন ইউএসটিআর-এর সঙ্গে বসব, তখন বেসরকারি আমদানিকারকরা ওই দেশের সয়াবিন রপ্তানিকারকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আশা করছি, তাদের মধ্যেও একটি সমঝোতা হবে। এ ছাড়া তুলা আমদানির বিষয়ে আগেই চূড়ান্ত হয়েছে। তিন বছর আগে আমরা ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারের তুলা আমদানি করতাম। সেটি এখন কমে গেছে। আবারও বাড়িয়ে আগের অবস্থায় নিতে পারলে ১ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি কমবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনকের জাঁকজমকপূর্ণ বনভোজন

নিউইয়র্ক : গত ২৭ জুলাই রোববার লং আইল্যান্ডের সানকিন মেডো স্টেট পার্কের ইস্ট অরচার্ড প্যাভিলিয়নের এক মনোরম পরিবেশে মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনকের বিপুল সংখ্যক সদস্য, পরিবার ও অতিথিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসের অন্যতম সংগঠন মানিকগজ্ঞ সমিতির বার্ষিক বনভোজন ২০২৫। নিউ ইয়র্ক, কানেকটিকাট, পেনসেলভানিয়া এবং নিউ জার্সি থেকে বিপুল সংখ্যক সদস্য নিজস্ব গাড়ি নিয়ে পিকনিকে উপস্হিত হয় সকাল ১০.৩০ মিনিটে। সকালের নাস্তার পর সংগঠনের সভাপতি জিকরুল আমিন জুয়েল প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কমিউনিটি লিডার মুলধারার রাজনীতিবীদ গিয়াস আহমেদ,উদ্ভোদক প্রধান উপদেষ্টা তৈয়েবুর রহমান হারুন,সাধারন সম্পাদক মো: রাশেদ মিয়া আহবায়ক মোসলেহ উদ্দিন খান সেলিম সদস্য সচিব ইমরান জিহাদি প্রধান সমন্বয়কারীলুৎফর রহমান সমন্বয়কারী খোন্দকার এফ করিম সিনিয়র সহসভাপতি নাজমা নাজনীন, উপদেষ্টা মোসলেহ উদ্দিন খান সেলিম, জাহিদুল ইসলাম, আহসান হাবিব, এ বি এম মাহবুব, ডা: ইউসুফ আল মামুন, ডা: মাসুদ শিকদার, মনিউর রহমান জাহাঙ্গীর,আব্দুস সালাম আজম, মাহমুদ আলম, ওমর ফারুক খসরু, কাজী আসাদুজ্জামান, কবি সালেহা ইসলাম, মো: নাসিম,ডঃ ফয়সাল খান, সাবেক সাধারন সম্পাদক মোঃ আবু সুফিয়ান ও সদানন্দ হালদার সহ কমিটির প্রায় সবাই কে সাথে নিয়ে বেলুন উড়িয়ে পিকনিকের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা তৈয়বুর রহমান হারুন। উদ্বোধনের পর পরই মনে হচ্ছিলো এ যেন একখন্ড মানিকগঞ্জ। গত পিকনিকের এক বছর পর আবার সবাই একসাথে পরিবার-পরিজন নিয়ে একত্রিত হতে পেরে একে অপরের বুকে জড়িয়ে ধরে এ যেন ঈদের আনন্দ উপভোগ করেন।সবাই একসাথে হবার পর সকালের সু-স্বাদু নাস্তা (পরাটা, সব্জি, সুজি ও ডিম)বিতরন করা হয়, নাস্তা স্পন্সর করেন উৎসব গ্রুপের ফাউন্ডার রায়হান জামান।নাস্তার পর পরই শুরু হয় বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা, খেলাধুলার যাবতীয় সামগ্রীর স্পন্সর করেন যথাক্রমে লুৎফর রহমান, খোন্দকার এফ করিম, এ বি এম মাহবুব, মনিউর রহমান জাহাঙ্গীর, জাহিদুল ইসলাম, রোখসানা খানম মালা, আবু সুফিয়ান, শহিদুর রহমান ছানা ও শিমু ভুইয়া। সজিব আহমেদ, জসিম উদ্দিন ও হাবিব সেখ এর মুহুর মুহু বাঁশির ঝংকারে ছোট বড় সবাই ছুটে যায় সবুজ ঘেরা মাঠে খেলায় অংশ গ্রহণ করতে।

আকর্ষনীয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ পরিচালনা করেন উপদেস্ঠা আব্দুস সালাম আজম তাকে সহযোগীতা করেন মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও আবু সুফিয়ান।প্রধান অতিথি গিয়াস আহমেদ খেলার উদ্ভোদন করেন। শুরুতেই ১-৭ বছরের বাচ্চাদের ৫০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে খেলাধুলার পর্ব শুরু হয়। এরপর ৮-১২, ১৩-১৮ বছরের ছেলে্ এবং মেয়েদের দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এছাডাও সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল খেলাধুলার কিছু কিছু ইভেন্ট যা সবাইকে সত্যিই এক অনাবিল আনন্দ দান করে। এর মধ্যে সব চাইতে আকর্ষনীয় খেলা ছিলো জামাই বৌ এর বল নিক্ষেপ এবং পিলো পাস।এতে প্রায় প্রায় ২০০জন মহিলা এ খেলায় অংশগ্রহণ করে।পিলো পাসের পুরস্কার স্পন্সর করেন ডঃ ফয়সাল খান এছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ ছিলো যেমন খুশী তেমন সাজোতে অংশ গ্রহণ। যাতে বয়সের কোন বালাই ছিলনা। এতে যুবা,বৃদ্ধসহ নতুন প্রজন্মের অনেকেই অংশগ্রহণ করে ভূয়শী প্রশংসাও কুড়িয়ে নেয়।এতকিছুর পরও সব খেলাকে পিছনে ফেলে সবার দৃষ্টি যেয়ে পরে রঙ্গিন ঘাঁসে ঘেরা বিবাহিত বনাম অবিবাহিত ফুটবল খেলা। আর এই ফুটবল খেলার টিশার্ট স্পন্সর করেছেন জনাব মোসলেহ উদ্দীন খান সেলিম এবং ডিজাইনারে অন্তর।সমিতির পিকনিকে সবাই কিছু উপহার নিয়ে বাসায় ফিরুক এই নিতী তে বিশ্বাস করে শিশুদের মাঝে শান্তনা পুরস্কার বিতরন করা হয়, স্বান্তনা পুরস্কার স্পন্সর করেন মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, লোন অফিসার। সংগঠনের জন্য সাউন্ড সিস্টেম স্পন্সর করেন মোহাম্মদ কামাল, সিনিয়র লোন অফিসার হোম সেন্টাল ক্যাপিটাল। খেলাধুলার পর পরই শুরু হয় দুপুরের বাহারী মজাদার সব খাবার।এত রকমারী খাবারের বাহার দেখে সবারই চোখ জুড়িয়ে যায়।এই খাবারের দায়িত্বে ছিল আহবায়ক মোসলেহ উদ্দিন খান সেলিম, জাহিদুল ইসলাম,আব্দুস সালাম আজম, নাজমুল হক,কানিজ ফাতেমা পারুল,আব্দুল মান্নান, কানিজ ফাতিমা এমি,খন্দকার এফ করিম, মোজাফফর, রওনক, বাঁধন, শাহীন আজাদ, কায়সার চিসতি, সামাদ হোসেন দেলোয়ার, শহিদুর রহমান ছানা, বাবুল সাহা, মোমরেজ খান, কুব্বাত বিশ্বাস, নাসির হোসেন, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সাইদুর রহমান রন্জু, টিপু সুলতান, আহসানুর রহমান, এমরান, আমিনুর ইসলাম, পলাশী সাহা, সজিব, শাম্মী আক্তার,

(বাকি অংশ ৪২পাতায়)

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

- Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
- Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

- Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
- We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care – we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI TOWER · BARI HOME CARE · BARI SUPERMARKET · BARI RESTAURANT · BARI PARTY HALL · BARI MEDIA · BARI CHARITY FOUNDATION · BARI & BARI · BARI ESTATE · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন

(শেষ পাতার পর)

শহীদ এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে মাইলস্টোন কলেজে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের শোকাবহ ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নী-রবতা পালন করা হয়। এরপর জুলাই অভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রধান অতিথি ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে অসংখ্য প্রাণহানি ও আহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন। ২০২৪ পরবর্তী বদলে যাওয়া বাংলাদেশ সংস্কার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী অর্থনীতির গণতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, দ্রুত বিকাশমান শিল্প ও সেবাখাত, তরুণ জনগোষ্ঠী, পরিশ্রমী এবং মেধাবী শ্রমের সহজলভ্যতা, দ্রুত প্রসারমান প্রযুক্তি সামর্থ্যসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উল্লেখ করে তিনি অর্থনীতির চাকা সচল রাখার নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি নাগরিক সমাজকে বাংলাদেশ প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকার উদাত্ত আহ্বান জানান।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউ-দ্দিন নোমান চৌধুরী তার বক্তব্যের শুরুতে জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদের স্মরণের পাশাপাশি অভ্যুত্থানে আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করেন এবং মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে অসংখ্য প্রাণহানি ও আহতের ঘটনায় তিনি শোক প্রকাশ করেন।

তিনি তার বক্তব্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসী বাংলাদেশি ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় ত্যাগের পাশাপাশি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসীদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক স্বাগত বক্তব্যে জুলাই অভ্যুত্থানে প্রবাসী ছাত্র-জনতার ভূমিকা গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেন। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, তা বাস্তবায়নে তিনি প্রবাসীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও কমিউনিটি সদস্যসহ বিপুল সংখ্যক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ উদ্যোগে।

এদিকে ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসে গত ২৫ জুলাই শুক্রবার জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ দূতাবাস অডিটোরিয়ামে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের গৌরবময় অধ্যায়ের দিনগুলোকে উপজীব্য করে আন্দোলন ও গণহত্যার পোস্টার ও আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়। গণহত্যার উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে যারা বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাদের অনেকেই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন দূতাবাসে, তারা গণঅভ্যুত্থানের স্থিরচিত্র ও ভিডিও দেখেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবী, প্রবাসী বাংলাদেশি ও দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

মাইলস্টোন স্কুলে নিহতদের স্মরণে জ্যামাইকায়

(শেষ পাতার পর)

আন্ত:ধর্মীয় প্রার্থনায় অংশ নেন বিভিন্ন ধর্মের প্রবাসীরা। উল্লেখ্য গত ২১ জুলাই মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তের ঘঁনায় ৩৫ জন নিহত ও আহত হন ১৬৫ জন। এই দুর্ঘটনায় দেশ ও প্রবাসের বাংলাদেশীদের মাঝে নেমে আসে শোকের ছায়া। এরই ধারাবাহিকতায় জ্যামাইকা ইন্টিগ্রেটেড বাংলাদেশী অফিসার্স নেওয়ার্ক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ও এনওয়াইপিডির বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন-বাপা সম্মিলিতভাবে এই প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের উপস্থাপনায় সমাবেশে সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমিউনিটির বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। বক্তাগণ দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, স্কুলের কোমলমতি সন্তানদের এ ধরণের অপমৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এজন্য বক্তাগণ বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অসতর্কতাকে দায়ি করেন। ভবিষ্যতে যাতে এধরণের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। বক্তাগণ একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটির মাধ্যমে দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটন ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সহায়তা প্রদানের দাবি জানান। সমাবেশে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাও-লানা মোঃ শহীদুল্লাহ। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকেও প্রার্থনা করা হয়। অন্যান্যের মাধ্যে বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা ইন্টিগ্রেটেড বাংলাদেশী নেটওয়ার্কের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী ভাইস প্রেসিডেন্ট পুলিশ অফি-সার মোঃ হালিম, সেক্রেটারি ডিটেকটিভ ও রাসেক মালিক, সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা পুলিশ অফিসার মামুন সরদার, সার্জেন্ট মেহেদী মামুন, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর সার্জেন্ট হাসান আহমদ পলাশ, কোষাধ্যক্ষ পংকজ রায়। জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান, উপদেষ্টা অধ্যাপিকা হোসনে আরা, শাহ-াবুদ্দিন সাগর, সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী, সহ সভাপতি কামরুল ইসলাম সনি, কোষাধ্যক্ষ আকতার বাবুল, প্রচার সম্পাদক সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, সদস্য জিল্লুর রহমান। এনওয়াইপিডির বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন- বাপার ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন প্রিন্স আলম, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ আহমদ প্রমুখ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন-রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর আরিফ হোসেন, এমপি মামুন, এজাজ। আহমদ ও টিভি অভিনেতা শাহেদ খান।

বিপ্লবের প্রথম বছর
রক্তাক্ত জুলাই-আগস্ট
গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদযাপন
৩ আগস্ট, ২০২৫
জ্যাকসন হাইটস, ডাইভারসিটি প্লাজা
দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা
আন্তর্জাতিক জুলাই-আগস্ট আন্দোলন প্রদর্শনী - তথ্যচিত্র ও ছবির প্রদর্শনী
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশ্ব মেলা - বক্তৃতা, দেশাত্মবোধক গান ও সংলাপ
জুলাই-আগস্ট ২০২৪ সালের আহত, প্রতিবন্ধী ও শহীদ শিক্ষার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
৩০০০+ আহত জুলাই যোদ্ধার সাথে সংহতি
স্বদেশ, সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের ঐক্য উদযাপন করুন
PATRIOTS OF BANGLADESH
Together We Rise. We Remember. We Resist.
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ), নাগরিক নেতা ও কর্মী, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসক, বৈষম্যবিরোধী ও মানবাধিকার কর্মী এবং NYPD

৫ আগস্ট দুপুরে বুঝতে পারি, শেখ হাসিনার পতন হবে

সাবেক আইজিপি মামুনের জবানবন্দিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য

ঢাকা : ২০১৮ সালের নির্বাচনে অনিয়ম, গুম, খুন এবং চলতি বছরের 'জুলাই আন্দোলন' নিয়ে মুখ খুলেছেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী মামুন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এক মামলায় দেওয়া পাঁচ পৃষ্ঠার জবানবন্দিতে তিনি বলেছেন, "৫ আগস্ট দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে বুঝতে পারি শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা ছাড়বে।" এ বছরের ২৪ মার্চ ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে চৌধুরী মামুন বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন আন্দোলন দমন, সরকারের সিদ্ধান্ত, বাহিনীগুলোর ভূমিকা ও নিজ অবস্থান। জবানবন্দিতে মামুন বলেন, ৪ আগস্ট বেলা ১১টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গণভবনে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বৈঠক হয়। এতে আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিন বাহিনীর প্রধান ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, বৈঠকে আন্দোলনের বিস্তার নিয়ে আলোচনা হলেও সরকারের পতন বা রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। তবে তিনি ও অন্য কর্মকর্তারা সরকারের দুর্বলতা তুলে ধরতে চাইলেও সরকার তা শুনতে প্রস্তুত ছিল না বলে মন্তব্য করেন।

সেই রাতেই আবার গণভবনে আরেকটি জরুরি বৈঠক হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, মন্ত্রীরা, তিন বাহিনীর প্রধান, র্যাব ডিজি, এবং চৌধুরী মামুন উপস্থিত ছিলেন। মামুন বলেন. "খোলামেলা আলোচনা হয়। ৫ আগস্টের সম্ভাব্য গণজমায়েত ও আন্দোলন মোকাবিলায় কৌশল ঠিক করা হয়।" বৈঠক শেষে রাত সাড়ে ১২টার দিকে সেনাবাহিনীর অপারেশন কন্ট্রোল রুমে উচ্চপর্যায়ের আরেক বৈঠকে বসা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় ঢাকার প্রবেশপথে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে এবং পুলিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে। চৌধুরী মামুন বলেন, ৫ আগস্ট সকাল ১০টা পর্যন্ত পুলিশ অবস্থান ধরে রেখেছিল। কিন্তু পরে দেখা যায় উত্তরা ও যাত্রাবাড়ি দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকায় প্রবেশ করছে। সেনাবাহিনী বাধা দেয়নি। বরং মাঠপর্যায়ের সেনা অফিসার ও সদস্যরা আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নেন। তিনি আরও জানান, দুপুর ১টার মধ্যে ঢাকার ভেতরে লাখো মানুষের ঢল নামে, রাস্তায় নেমে আসে মানুষ। তখন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় (পিএমও) থেকে নির্দেশ আসে মহাখালী এলাকায় জনস্রোত ঠেকাতে। আমি তখন বুঝে যাইড়্সরকার আর টিকবে না। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ১টার মধ্যে এসবির (বিশেষ শাখা) মাধ্যমে জানতে পারি, প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা ছাড়বেন। তিনি আরও জানান, শেখ হাসিনা ভারত যাবেন কি না, তা সেনাবাহিনী জানায়নি। ৫ আগস্ট বিকেলে হেলিকপ্টারে করে তেজগাঁও বিমানবন্দর হয়ে তিনি সেনাবাহিনীর অফিসার্স মেসে আশ্রয় নেন বলে জানান মামুন। জবানবন্দির শেষে চৌধুরী মামুন বলেন, "সরকারের নির্দেশে এবং কিছু অতিউৎসাহী পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে বলপ্রয়োগ, নির্বিচারে গুলি, নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের মাধ্যমে জনআন্দোলন দমন করা হয়েছে। এতে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়েছেন। সাবেক পুলিশ প্রধান হিসেবে আমি লজ্জিত, অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী।"

সাবেক আইজিপির জবানবন্দিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য : জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থান দমনে মারণাস্ত্র ব্যবহার নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন শেখ হাসিনার সময়ের সবশেষ পুলিশপ্রধান (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একটি মামলায় (মিস কেস) চলতি বছর ২৪ মার্চ ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে জবানবন্দি দেন তিনি। ৫ পৃষ্ঠার জবানবন্দিতে ভোটে অনিয়ম, গুম, খুন ও জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থান নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন তিনি। গত বছর ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর ২৩ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হন তিনি। জুলাই-আগস্ট আন্দোলন দমনের বিষয়ে জবানবন্দিতে চৌধুরী মামুন বলেছেন, '১৯ জুলাই থেকে প্রায় প্রতিরাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বাসায় বৈঠক হতো তাদের। বৈঠকে দুজন সচিব, এসবি প্রধান মনিরুল ইসলাম, ডিবির হারুন অর রশীদ, র্যাবের মহাপরিচালক, আনসারের ডিজি, এনটিএমসির জিয়াউল আহসানসহ অনেকে উপস্থিত থাকতেন। মূলত এ বৈঠক থেকে সবরকম নির্দেশনা ও পরামর্শ করা হতো।' জবানবন্দিতে সাবেক এই আইজিপি বলেন, 'কোর কমিটির এক বৈঠকে সমন্বয়কদের আটক করার সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছয় সমন্বয়ককে আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়। আন্দোলন প্রত্যাহারে তাদের মানসিক নির্যাতন ও চাপ দেওয়া হয়। কর্মসূচি প্রত্যাহারে গণমাধ্যমে বিবৃতি দিতে বলা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার প্রধান হারুনকে জনাব বলে ডাকতেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কেননা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর মনে করা হতো তাকে। আন্দোলন দমনে হেলিকপ্টার থেকে গুলির বিষয়ে জবানবন্দিতে মামুন বলেন, 'আন্দোলনকারীদের নজরদারি, গুলি করে ভীতিকর পরিবেশ তৈরির গোপন পরিকল্পনা হয়।

র্যাবের তৎকালীন মহাপরিচালক (ডিজি) হারুন অর রশিদের পরিকল্পনায় মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়।' জবানবন্দিতে তিনি আরও বলেন, 'আন্দোলন দমনে মারণাস্ত্র ব্যবহার এবং আন্দোলনপ্রবণ এলাকায় ব্লক রেইডের সিদ্ধান্ত হয় রাজনৈতিকভাবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে তাকে লেথাল উইপেন ব্যবহারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা জানিয়েছিলেন। ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান হাবিব এবং ডিবির সাবেক প্রধান হারুন অর রশিদ লেথাল উইপন ব্যবহারে অতি উৎসাহী ছিলেন।' এ ছাড়া সাবেক স্বরাষ্ট্রমমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ অনেকে মারণাস্ত্র ব্যবহারে পরামর্শ ও উসকানি দিয়েছিলেন বলেও জানান সাবেক আইজিপি। সরকার পতনের দিন ঘটনা জানিয়ে জবানবন্দিতে তিনি বলেন, '৫ আগস্ট বিকালে একটি হেলিকপ্টার আসে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। ওই হেলিকপ্টারে তেজগাঁও বিমানবন্দরে যান তিনি। এরপর সেখান থেকে সেনানিবাসে আশ্রয় নেন।' জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনার এক মামলায় গত ১০ জুলাই রাজসাক্ষী হয়েছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। সেদিন ট্রাইব্যুনালে তিনি বলেন, জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলাম, সব রহস্য উন্মোচন করব। এই মামলায় আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাজসাক্ষী হতে চাই। সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশের শর্তে রাজসাক্ষীর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

সর্বত্র শোকের ছায়া

(৩৮ পাতার পর)

এমন কিছু করতে চাই, যাতে আমার পরিবার গর্ব করতে পারে।"' দিদারুল এলাকায় প্রায় সবারই পরিচিত ছিলেন। মসজিদে নিয়মিত যেতেন। অনেকে যখন চাকরি খুঁজতেন, উনি তাঁদের বলতেন, ট্রাফিক এজেন্ট হিসেবে পুলিশে যোগ দিতে। কারণ, এই কাজ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তবে নিজের কাজ সম্পর্কে তেমন কিছু বলতেন না। দিদারুলের শ্যালক সালমান আহমেদ বলেন, 'আমরা ভাবতাম, তিনি এমন জায়গায় কাজ করেন, যেখানে বেশি ঝুঁকি নেই। তিনি সব সময় শান্ত থাকতেন। কাজটা খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু কখনো ভাবিনি, এমন কিছু ঘটতে পারে।' সন্ধ্যার নামাজের পর আরও অনেকে এসেছেন দোয়া করতে। পাশের বাড়ির প্রতিবেশী এম ডি শাহজাদা বলেন, 'গত বছর হজ করে এসে উনি আমাকে একটা নামাজের জায়নামাজ উপহার দিয়েছিলেন। এটা তাঁর জন্য গর্বের বিষয় ছিল। ওই হজ করার সময়ই তিনি ছুটি নিয়েছিলেন।' করিম বলেন, 'দিদারুল নিউইয়র্কে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাড়ি কিনেছিলেন, পুলিশে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন। অনেকেই ওকে দেখিয়ে বলত, "কীভাবে এমন করো?" তখন তিনি বলতেন, "এলাকার মানুষের সেবা করো, তাহলে তুমিও সফল হবে।" করিম আরও বলেন, 'পুলিশের পেশায় ঝুঁকি আছে। কিন্তু দিদারুল একজন বীরের মতো মারা গেছেন। তিনি সব সময় বলতেন, 'একদিন না একদিন সবাইকে কোনো না কোনোভাবে মরতেই হবে।' হয়তো এটাই ছিল তাঁর বিদায়ের পথ।'

দিদারুলকে 'বীর' বলল নিউ ইয়র্ক পুলিশ : নিউ ইয়র্ক সিটির একটি ব্যস্ত এলাকায় ভবনে গুলি চালানোর ঘটনায় নিহত ৪ জনের মধ্যে একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন ৩৬ বছর বয়সী দিদারুল ইসলাম। হত্যার কয়েক ঘণ্টা পর ঘুমন্ত ব্রঙ্কস এলাকার রাস্তায় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিনি বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। তার দুটি সন্তান ছিল এবং তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সঙ্গে তৃতীয় সন্তানের প্রত্যাশায় ছিলেন। দিদারুলের মৃত্যুর পর এক সংবাদ সম্মেলনে নিউ ইয়র্কের পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ বলেছেন, আমরা তাকে যে কাজ করতে বলেছিলাম, তিনি সেই কাজটিই করছিলেন। তিনি নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বেঁচে আছেন - একজন বীর। নিউ ইয়র্ক পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বিবৃতিতে বলেছে, কর্তব্যরত অবস্থায় মারা যাওয়া পুলিশ অফিসার দিদারুল ইসলামের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগ এবং সমগ্র নিউ ইয়র্কবাসীর শোকে শরীক। ৪৭তম প্রিসিঙ্কটের ৩৬ বছর বয়সী একজন স্বামী এবং বাবা দিদারুল নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগে সাড়ে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি তার স্ত্রী, দুই ছোট ছেলে এবং এক অনাগত শিশুকে রেখে গেছেন। নিউ ইয়র্ক পুলিশ আরও বলেছে, এই ভয়াবহ ঘটনায় তিনজন নিরীহ বেসামরিক নাগরিকেরও প্রাণহানি ঘটে। আমাদের হৃদয় ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারের সঙ্গে রয়েছে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ এই গভীর ক্ষতির সময়ে শোকাহত সকলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসার দিদারুলের সেবা এবং ত্যাগ কখনো ভোলা যাবে না। এদিকে ম্যানহাটন হাসপাতাল থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে শহরের মেয়র এরিক অ্যাডামস আরও বলেন, 'তিনি জীবন রক্ষা করছিলেন। তিনি নিউ ইয়র্কবাসীদের রক্ষা করছিলেন। তিনি এই শহরের আসল ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন।' মেয়র জানান, হামলার পর তিনি দিদারুলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি বলেন, 'তিনি তার বাবার একমাত্র ছেলে ছিলেন। আমি আমার সন্তান জর্ডানের কথা ভাবছি...। এত বড় ক্ষতি অকল্পনীয়।' কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লাস ভেগাস থেকে একজন বন্দুকধারী গাড়ি চালিয়ে একটি অফিস ভবনের বাইরে গুলি চালিয়ে চারজনকে হত্যা করে এবং নিজেকেও আত্মহত্যা করে। তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। দিদারুলই প্রথম মারা যান। দিদারুলের বেসমেন্টের ভাড়াটে ৪৯ বছর বয়সী শুয়েব চৌধুরী বলেছেন, তিনি পরিবারের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না (সে মারা গেছে)...। সে খুব ছোট ছিল। আমি তাকে দেখেছি...১২ ঘণ্টা পরে মারা গেল।' দিদারুলের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু ৩১ বছর বয়সী মারজানুল করিম বলেন, দিদারুল (নিউ ইয়র্কে) বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের তরুণদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি একজন অভিবাসী হিসেবে এসেছিলেন, একটি স্কুলে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি পরিবারকে সাহায্য করতে এবং আরও ভালো অবস্থানে থাকতে চেয়েছিলেন। মারজানুল করিম আরও বলেন, নিরাপত্তার কাজ করার সময় তিনি (দিদারুল) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সেই সময়, আমার মা তাকে বলেছিলেন, 'তুমি একটি স্কুলে নিরাপদ চাকরি ছেড়ে দিয়েছ...পুলিশ হওয়া বিপজ্জনক। তুমি কেন এমন করলে?' তিনি মাকে বলেছিলেন, তার পরিবারের জন্য এমন একটি উত্তরাধিকার রেখে যেতে চান, যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে।

বন্দুকধারীর গুলিতে নিউইয়র্কে নিহত দিদারুলের কুলাউড়ার বাড়িতে শোকের ছায়া : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বন্দুকধারী যুবকের গুলিতে নিহত দিদারুল ইসলামকে (৩৬) স্বজনেরা রতন নামেই ডাকতেন। পরিবারের সব সদস্য যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পৌর শহরের উত্তর মাগুরা এলাকায় 'নাঈমা নীড়' নামে দোতলা বাড়ির চারটি ফ্ল্যাটের একটি বাদে বাকিগুলো ভাড়া দেওয়া। প্রতিবেশী তাহেরা বেগম (৪৭) সম্পর্কে দিদারুলদের ফুফু। তিনিই বাড়িটি দেখাশোনা করেন। দিদারুলের অকালমৃত্যুতে তাঁদের পরিবারেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাহেরা বলছিলেন, 'রতনরা (দিদারুল) এক ভাই আর দুই বোন। সবাই নিউইয়র্ক থাকইন। বছরখানেক আগে বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী আর দুই সন্তানরে নিয়া আইয়া বেড়াইয়া গেল। ছুটি বেশি না পাওয়ায় সে (রতন) বেশি দিন থাকতে পারেনি। এক মাসের মতো ছিল। অন্যরা দুই মাস বেড়াইয়া যান। কত হাসিখুশি ছিল ছেলেটা (দিদারুল)। আপন ফুফুর চেয়ে বেশি ভালোবাসত। সকালে নিউইয়র্ক থাকি ফোন পাইলাম, ছেলেটা নাই। শুনিয়া বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ভালা ছেলেটা সবাইরে কান্দাইয়া দুনিয়া থাকি বিদায় নিল।' ২৯ জুলাই (মঙ্গলবার) দুপুরের দিকে উত্তর মাগুরা এলাকার দিদারুলদের বাসার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা যায়, ফাঁকা ঘরটি সোফা, টেবিল, খাট, আলমারিসহ বিভিন্ন ধরনের আসবাবে ভরা। টেবিলে ফ্রেমবন্দী দিদারুল ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কিছু ছবি রাখা। দিদরুলদের ফুফাতো ভাই (তাহেরা বেগমের ছেলে) স্নাতকপড়ুয়া আবদুল কাইয়ুম তালাবদ্ধ ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সব কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখান। সব সাজানো-গোছানো। কাইয়ুম জানান, দিদারুলদের মূল বাড়ি পাশের বড়লেখা উপজেলার ছিকামহল গ্রামে। তাঁদের বাবা আবদুর রব একসময় কুয়েতে ছিলেন। ২০০০ সালের দিকে তিনি উত্তর মাগুরায় জমি কিনে বাসা তৈরি করেন। ২০০৯ সালে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সপরিবার যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ওই বছরই (২০০৯) দিদারুল কুলাউড়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। এর আগেই বাসার তিনটি ফ্ল্যাট ভাড়া দেন। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রায় ১৫ বছর পর গত বছরের মার্চ মাসের শেষ দিকে দিদারুল দুই বোন বাদে পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে প্রথম দেশে বেড়াতে আসেন। আবদুল কাইয়ুম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর দিদারুল পুনরায় লেখাপড়া শুরু করেন। প্রায় তিন বছর আগে নিউইয়র্কের পুলিশ বিভাগে (এসওয়াইপিডি) কর্মকর্তা পদে যোগ দেন। সেখানে বসবাসকারী মামাতো বোনকে বিয়ে করেন। তাঁদের আট ও ছয় বছর বয়সী দুই ছেলে আছে। তাঁর স্ত্রী বর্তমানে সন্তানসম্ভবা। নিউইয়র্কে দিদারুলের স্বজনদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে তাহেরা বেগম বলেন, ঘটনার আগের দিন দিদারুল কাজ শেষে ফিরে মাত্র দুই ঘণ্টা বিশ্রাম নেন। জরুরি ফোন পেয়ে ম্যানহাটানে ছুটে যান। ঘটনার কিছু আগে ভিডিও কলে দুই বোনের সঙ্গে কথা বলেন। এটাই ছিল স্বজনদের সঙ্গে তাঁর শেষ কথা। দিদারুলদের বাসার নিচতলার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন কুলাউড়া সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক আবু জাফর সাদেক। দিদারুলকে তিনি পড়িয়েছেন। আবু জাফর বলেন, 'আগে পাশের একটি বাসায় ভাড়া থাকতাম। সে হিসেবে অনেক আগে থেকে রতনদের (দিদারুল) প্রতিবেশী। ছোটবেলা থেকে তাকে দেখছি। সে আর্টসের (মানবিক বিভাগ) ছাত্র ছিল। লেখাপড়ায়ও ভালো ছিল। ইংরেজি বা অন্য কোনো বিষয় না বুঝলে আমার কাছে ছুটে যেত। শিক্ষকদের খুবই সম্মান করত। নিউইয়র্কে যাওয়ার আগে তার অনুরোধেই এখানে (দিদারুলদের বাসা) ফ্ল্যাট ভাড়া নিই। নিউইয়র্কে পুলিশে চাকরির খবর শুনে খুব খুশি হয়েছিলাম। সম্ভাবনাময় ছেলেটার এমন মৃত্যু কেউই প্রত্যাশা করিনি। তার মৃত্যুতে সবাই কাঁদছে। সৃষ্টিকর্তা যেন তাকে পরপারে ভালো রাখেন।' দিদারুল ইসলামের পরিবার নিউইয়র্কের ব্রংকস এলাকায় থাকে। গত ২৮ জুলাই রাতে ম্যানহাটান পার্ক অ্যাভিনিউ এলাকার একটি বহুতল ভবনে তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন। একপর্যায়ে হঠাৎ শেন ডেভন তামুরা নামের ২৭ বছর বয়সী বন্দুকধারী এক ব্যক্তি সেখানে ঢোকেন। বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরিহিত ওই যুবকের সঙ্গে এআর-১৫ রাইফেল ছিল। ভবনে ঢুকেই তিনি এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন। এতে দিদারুলসহ চার ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন আরও দুজন। পরে বন্দুকধারী যুবক নিজের শরীরে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে মারা যান। দিদারুলের লাশ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ।

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

House for sell Jamaica Queens

Three family house 5 beds, 3 full baths, 2 half baths, finished basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries. House price 980k.
Queens village one family house 3 beds, 2 full baths, huge finished basement, car garage and driveway.
Close to all transportation and groceries.
House price 730k.
Please call: 917-593-9311

Security Camera

Security Camera | Total Cable "Reliable. Affordable!" | Clear Cable clearTV | Computer Sale & Repair | Printing Neon Signs OPEN

Remote system view from any where

Security Door Bell = $ 400
4 Camera Full Set = $ 900.00
8 Camera Full Set = $ 1200.00
1 year limited warranty

Tel: 941-822-3090
347-567-6560

Digital Security System & Networking Inc.
167-09 Hillside Ave. 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
letuchowdhury2009@yahoo.com

একটি বাংলাদেশী বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এখন অনলাইনে ব্রাউজ করুন
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH
Weeklybangladeshusa.com

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ,
ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন
নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা এভিনিউয়ে ১৭৬-০৬ এ ব্র্যান্ড নিউ বাড়ির দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুম আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: মি: দাউদ। ফোন: 929-613-5363
বি-০৬-০৮

Apt for rent

3 Br Apt for Rent In Jamaica hills by the Shagor restaurant, also 3 Br in kew garden and Jamaica south. Please contact RE Agent @ 347 - 741 -2969

এটিক ভাড়া

নিউইয়র্কের কুইন্স ভিলেজের 215 প্রেস এ বাস স্ট্যান্ডের খুব কাছে প্রাইভেট হাউজের এটিক শুধমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন। ফোন:-646-327-4762 । বি-০৫-০৭।

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২১১ স্ট্রিট ও ১০৬ এভিনিউতে একটি রুম, লিভিং, কিচেন ও আলাদা বাথরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ : 929-499-5091। বি#০৭-০৯

বেসমেন্টে ৩টি রুম ভাড়া

বেইজমেন্ট এ ৩টা আলাদা রুম ভাড়া দেওয়া হবে। গতিক এন্ড হাইল্যান্ডের মধ্য ১৬৭ স্ট্রিট জামাইক্যা হিলসাইড। শুধুমাত্র পুরুষের জন্য। phone call : **917 815 4629**

বাসা ভাড়া

৯৭ এভিনিউ এবং রেমিংটন স্ট্রিট জ্যামাইকায় ৩ বেড, ২ ফুল বাথ, সেপারেট কিচেন লিভিং,ডাইনিং, পার্কিংসহ বাসা ভাড়া হবে। ব্লকের কর্নারে Q8 বাস। সাটফিন ব্লুভার্ড স্টেশনের সন্নিকটে। ফোন : **347-948-2952** (সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা)

বেসমেন্টে ২ বেডরুম ভাড়া

Bellerose, 84 Ave, 248 Street, Hillside Ave এর এক ব্লকের মধ্যে Newly Construction with all new appliances 2 Bedrooms, Livings, Eat-in Kitchen, 1 Full Bath, Outside entrance ভাড়া হবে। ফোন : **347-200-0567**

বেসমেন্ট ফ্লাট ভাড়া

১০৪-৮৪ ১৬৫ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউ-ইয়র্ক ১১৪৩৩ এর বেসমেন্টে ২ রুম-বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯১-২২৪৬ (মেসেজ রাখুন), ৭১৮-৫৭০-৯৩৯৫
বি-০৪-০৬

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি, টিলি পার্ক এবং 'এফ' ট্রেন হি-লসাইডের সন্নিকটে দ্বিতীয় তলায় একটি রুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-255-4846, 347-259-2954
বি-০৮

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ছোট পরিবারের এক বাড়ির একটি রুম একজন কর্মজীবী মহিলা/ছাত্রী/ অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 929-400-0260
বি-০৬

রুম ভাড়া

জুলাই মাসের জন্য এলমহার্স্ট (M & R Train) সাবওয়ের ১ ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ১টি বড় ফার্নিশড রুম ভাড়া হবে। Contact: (347) 935 9410.

রুম ভাড়া

জ্যামাইকায় 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন ১৬৫ স্ট্রিটে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি বড় রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা ২ জন অধূমপায়ী ব্যাচেলের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮২-৩৪৮৩, ৩৪৭-২৯৯-২৮৩৩. বি-৫০-৫

ব্যাবসায়িক পার্টনার আবশ্যক

ফার্মে মুরগি বা ছাগল পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক। পার্টনারকে অবশ্যই ফার্মে থেকে মুরগি বা ছাগল পালতে হবে। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন:
(212) 392-5797

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** ।
বি-২৩-।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

আবশ্যক

আবশ্যক

রুটি বানানোর জন্য মহিলা আবশ্যক। ক্যাশে পে করা হবে। যোগাযোগঃ **212-392-5797**
বি-০৮-১০

আবশ্যক

শুধুমাত্র শনি ও রবিবারে ফার্ম থেকে ফসল তোলার জন্য লোক আবশ্যক। রাত্রে ফার্মে থাকতে হবে। ক্যাশে পে করা হবে। যোগাযোগঃ
845-320-2356
বি-০৮-১০

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

Store For Rent

Newly built 2 stores together or separate for rent. Each store is 1400 square feet.
176-14 Jamaica Avenue, Hollis, NY 11433.
Tel: Zaber- 646-752-7058. Colorado-646-403-6708
B-39-42

একটি ছেলের দেখাশোনার জন্য আবশ্যক

কুইন্স এলাকায় একটি বন্ধুসুলভ অটিস্টিক ছেলের জন্যে Respite কাজের মানুষ প্রয়োজন। যোগাযোগ: 718-291-7723.
বি-৪৭-৪৯
WANTED : Looking for a respite worker in Queens area for very friendly child with autism.
Interested persons are requested to contact **718 291 7723.**

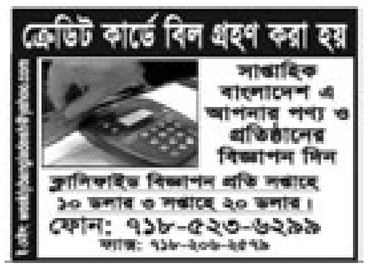

দোকান বিক্রি স্পেস ভাড়া

পারসন্স বুলেভার্ডে 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন একটি বড় দোকানের একটি অংশ যে কোনো বড় ব্যবসা করার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে, অথবা সম্পূর্ণ দোকান বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: **718-564-7121** বি-৩৫-৩৭

ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করি

আমি মো: ওয়ালিউল্লাহ, ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে অত্যন্ত দক্ষ। সব ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি। **যোগাযোগ: মো: ওয়ালিউল্লাহ; ফোন: ৯২৯-৬৩৬-৬৮১৬**
বি-১৫-১৮

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং দোকানে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।
ফোন: 917-310-8921
কল টাইম: দুপুর ১টা-বিকাল ৫টা

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

IT and Computer System Administrator Wanted

IT and Computer System Administrator (full time) required for Ritecare Medical Office P.C in 196 22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423, Call:**917-399-2374** or email **drhossain2014@gmail.com,** $105019 annual salary ($50.48p/hr). Must have Bachelor's (C.S.) & 12 months of experience and know Bengali, Hindi and Urdu. Duties include analyze business, data processing, user requirements, procedures, review computer system capabilities, research tools, create/maintain database of clients, implement SEO promote marketing, overlook desktop/ mobile app for appointments, medical records, billing etc."

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় 'এল' ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৫০-৯৬৭৮, ৭১৮-৩৩৫-৬৭০৮
ইমেইল: azadpjournalist123@gmail.com

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**

বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : ৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের। ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**

বি-২৪-২৭

বাসাবোতে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়

ঢাকার ১৩ নং দক্ষিণ বাসাবোতে সদ্য নির্মিত বাড়ির ৬ তলায় ১৩০০ বর্গফুটের ৩ বেডরুম, ৩ বাথরুম, ২টি বারান্দাসহ একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫২৬-৯৪৭৫

বি-২৪-২৬

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
ই-মেইল: weeklybangladesh@yahoo.com

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

حلال 100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

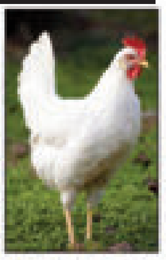
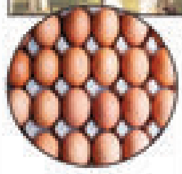

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

মাহফুজুর রহমান আদনান

সিইও, হযরত শাহজালাল রহ. ভেরিয়াস সার্ভিস

mahfuzadnan.usa@gmail.com

অফিস : 9293300588

সেল : 9292618340

আমরা ফুড স্টাম্প, ক্যাশ এসিসটেন্স, পাবলিক এসিসটেন্স, হোম কেয়ার, মেডিকেইড-মেডিকেয়ার প্রসেসিং সহ অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস সেবা অত্যন্ত যত্ন ও বিশ্বস্থতার সাথে প্রদান করে থাকি।

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।

▪ HEALTHFIRST ▪ WELLCARE ▪ HUMANA ▪ AETNA ▪ UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent

(718)310-0413
nymedicare@aol.com

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]

হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

NO UP FRONT- NO DOWN PAYMENT
NO ELECTRIC BILL HASSELS

GET SOLAR POWER
AT YOUR HOME

ACCORDPOWER
Green Solutions and Investments

আমরা বাংলায় কথা বলি
আপনার প্রয়োজন
আমাদের প্রচেষ্টা

130-30 31st Ave #707
Flushing, NY 11354
www.accordpowerinc.com

M +1 347 476 9749
CONTACT: LUTFUR RAHMAN
E Lutfur@AccordPowerInc.com

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।

যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিউনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC Licensed Real Estate Broker

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কানাডায়ও অবসর নেই : ববিতা

বিনোদন ডেস্ক : কিংবদন্তী অভিনেত্রী ববিতা। বছরের বেশিরভাগ সময় একমাত্র ছেলে অনীকের কাছে কানাডায় থাকেন। বর্তমানে সেখানেই অবস্থান করছেন। এ অভিনেত্রীর ৭২তম জন্মদিন। ১৯৫৩ সালে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহন করেন তিনি। তার আসল নাম ফরিদা আক্তার পপি। কিন্তু সিনেমায় আসার পর পরিচিতি পেয়েছেন ববিতা নামে। গত কয়েক বছর ধরেই বিশেষ এ দিনটি ছেলের সঙ্গেই পালন করার চেষ্টা করেন অভিনেত্রী। কিন্তু গত বছর অসুস্থতার কারণে ছেলেকে ছাড়া বাংলাদেশেই দিনটি কাটাতে হয়েছে। যেতে পারেননি ছেলের কাছে। এ বছর ছেলের সঙ্গেই জন্মদিন পালন করছেন। জন্মদিন নিয়ে এ অভিনেত্রী কখনোই বিশেষ কিছু করেন না। তবে কানাডায় কীভাবে দিনটি উদযাপন করবেন, জানতে চাইলে ববিতা বলেন, ‘এখন অনিকের ছুটি নেই। অর্থাৎ আজকের দিনে তাকে অফিস করতে হবে।

সত্যি বলতে, কানাডায়ও ঢাকার মতো অবসর নেই, সুযোগও নেই ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানোর। তবে অনিক অফিস থেকে ফিরে এলে আমরা মা ছেলে কোনো একটি সুন্দর জায়গায় ঘুরতে যাব। সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে, মুহূর্তটা ধরে রাখার জন্য ছবিও তুলব। এভাবেই কেটে যাবে এবারের জন্মদিন। তবে দেশের সবাইকে খুব মিস করব। আমি যখন ইউনিসেফ’র গুডউইল অ্যাম্বাসেডর ছিলাম তখন প্রতি বছর ছোট ছোট বাচ্চারা আসতো আমার বাসায়। তারা আমাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতো, অভিনয় করে দেখাতো, খুব ভালো লাগতো আমার। সেই সময়টার কথা খুব মনে পড়ে। যাই হোক, মনে পড়ছে সুচন্দা আপা, চম্পা আর আমেরিকায় থাকা আমার ভাইদের কথা। সবাইকে নিয়ে যদি জন্মদিন উপদযাপন করা যেত, কতইনা ভালো হতো! সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন সুস্থ রাখেন, ভালো রাখেন।’

ভক্তদের সাবধান করলেন সাদিয়া আয়মান

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) প্রযুক্তির অপব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অবয়ব ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা ছবি-ভিডিও, যা ছড়িয়ে পড়ছে অনলাইনে। ফলে প্রায়ই বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন তারকারা। এবার বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান। মঙ্গলবার দুপুরে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে সাদিয়া এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে ভক্তদের সচেতন করেছেন এবং যারা এসব ভুয়া কনটেন্ট তৈরি ও প্রচার করছেন, তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

তিনি লেখেন, কিছু কিছু পেজ আছে, যারা সেলিব্রিটিদের এআই (আর্টিফিশিয়াল

ইন্টেলিজেন্স) দিয়ে এডিট করা ছবি বানায়। আমার মনে হয়, ওরা আমার ছবি বানিয়ে ছড়াতে আরও বেশি মজা পায়।’ সাদিয়া উল্লেখ করেন, হ্যাঁ, তারা সম্ভবত এটা থেকে আয় করে। এটাই তাদের রুটি-রুজি হতে পারে। কিন্তু এতে ওদের নিচু মানসিকতার আর সস্তা মনভাবটাই বেশি ফুটে ওঠে। অভিনেত্রী আক্ষেপ করে বলেন, কিন্তু যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যের, ২০২৫ সালেও মানুষ কীভাবে এখনো ‘এআই’ চিনতে পারে না বা বোঝে না! তারা ওই ভুয়া ছবি বা ভিডিওতে গিয়ে আসল ভেবে মন্তব্য করে! সাদিয়া লিখেছেন, আরে ভাই-বোনেরা, এখন তো সময় হয়েছে একটু সচেতন হওয়ার! এসব ‘এআই এডিটেড ছবি ও ভিডিও’-কে সত্যি ভেবে বিশ্বাস করবেন না, আল্লাহর দোহাই লাগে!

বিরতি শেষে কাজে ফিরেছেন টেলর সুইফট

বিনোদন ডেস্ক : গত বছরটি ছিল মার্কিন গায়িকা টেলর সুইফটের জন্য বেশ ক্লান্তিকর। কারণ, ওই বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, প্রায় দুই বছরের ইরাস ট্যুর শেষ করেছেন তিনি। ক্লান্তিকর হলেও এটি ছিল টেলরের ক্যারিয়ারে সর্বকালের সবচেয়ে সফল মিউজিক্যাল ট্যুরগুলোর মধ্যে একটি, যা কোটি কোটি ডলার আয় করে। এরপর পপ তারকা তার কাজে ফিরে যাওয়ার আগে নিজেকে ‘রিচার্জ’ করার জন্য নেন লম্বা ছুটি। এই ছুটিতে তাকে সঙ্গ দিয়েছেন প্রেমিক ট্রাভিস কেলস। গত কয়েক মাস ধরে টেলরকে সময় দিয়েছেন ট্রাভিস। দুজনেই তাদের নিজ নিজ কাজে ফিরে যাওয়ার আগে বিরতির প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। এরপর আবার কাজে মন দিয়েছেন দুজনেই।

দ্য ইউএস সান-এর মতে, সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে শুটিং করতে দেখা গেছে এ গায়িকাকে। এতেই ধারনা করা হচ্ছে, টেলর অবশেষে বিরতি শেষ করেছেন এবং আবারও সংগীতে মনোনিবেশ করেছেন। ‘বৃহস্পতিবার টেলর লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি নতুন মিউজিক ভিডিওর শুটিং করছিলেন’- একটি সূত্র এমনটিই জানিয়েছে। ‘এটি এতটাই গোপন ছিল যে সেটে কাজ করা ব্যক্তিদের গানটি শুনতেও দেওয়া হয়নি, কেবল বিট শুনতেও দেওয়া হয়েছিল’- সেই ব্যক্তি নিউজপোর্টালটিকে আরও জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, টেলরের শেষ অ্যালবাম ছিল ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’, যা তিনি ২০২৪-এর ১৯ এপ্রিল প্রকাশ করেছিলেন। এটি ছিল তার একাদশ স্টুডিও অ্যালবাম। সূত্রটি বলছে, ‘যদিও তিনি ইরাস ট্যুর শেষ করে ট্র্যাভিসের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করছেন, তবুও তিনি এখনও কিছু প্রকল্পে কাজ করছেন, যা নিঃসন্দেহে ভক্তদের খুশি করবে’। এটা ঠিক যে, এই জুটি একান্তে অনেক সময় কাটিয়েছেন। কারণ তারা জানতেন দুজনেই কাজে ফিরে আসার পরে আর সুযোগ পাবেন না। ট্র্যাভিস সম্প্রতি তাদের কাজের বাইরের অ্যাডভেঞ্চারের কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। এটি একটি বিরল ঘটনা। কারণ তারা সাধারণত তাদের প্রেমকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখেন।

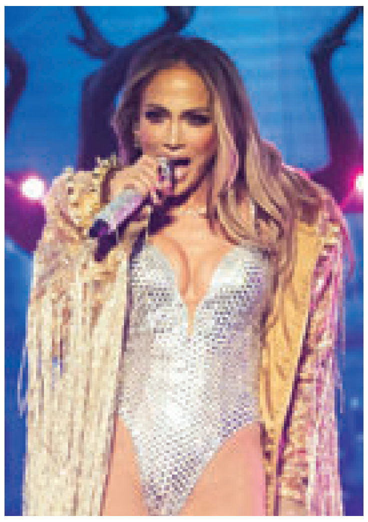

স্টেজে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে লোপেজ

বিনোদন ডেস্ক : লাইভ কনসার্টে পারফর্ম করার সময় হঠাৎ খুলে যায় পপ তারকা জেনিফার লোপেজের স্কার্ট। মুহূর্তেই সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। গত ২৫শে জুলাই রাতে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে এক জমকালো কনসার্টে পারফর্ম করার সময় এমন ঘটনা ঘটে। অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনায় বিব্রত হলেও মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেন লোপেজ। এমনকি নাচও থামাননি তিনি। পাশে থাকা এক সহশিল্পী স্কার্টটি পুনরায় তাকে পরিয়ে দেন।

‘ময়না’ নিয়ে হাজির হলেন কোনাল-বুবলী

বিনোদন ডেস্ক : হাল সময়ের ব্যস্ত ও দর্শকপ্রিয় চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। তার হাতে রয়েছে বেশ কিছু সিনেমা, যেগুলো মুক্তি পাবে সামনে। অন্যদিকে চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে নিয়মিত গান করছেন সোমনূর মনির কোনাল। বিশেষ করে প্লে-ব্যাকে বেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছেন তিনি। এবার নতুন খবর হলো, কোনালের ‘ময়না’ গানে এবার মডেল হয়ে এলেন বুবলী। গত ২৯ জুলাই ‘ময়না’ গানের মিউজিক ভিডিও প্রকাশ হয়েছে গানচিলের ব্যানারে। গানটির মিউজিক ভিডিওতে জমিয়ে নেচেছেন বুবলী। গানটি লিখেছেন আসিফ ইকবাল, সুর-সংগীত করেছেন কলকাতার আকাশ সেন। এই গান দিয়ে নতুন এক অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে গেছেন বুবলী। গানটি ‘গানচিল মিউজিক’-এর নতুন প্রজেক্ট ‘বাংলা অরিজিনালস’-এর প্রথম গান। বড় বাজেটে, ফিল্মি স্টাইলে নির্মিত এ গানটি গত ২৯ জুলাই প্রকাশের পর থেকে বেশ প্রশংসিত হচ্ছে। শুধু বুবলীই নন, এতে তার সঙ্গে নেচেছেন নির্মাতা-অভিনেতা শরাফ আহমেদ জীবনও। গান প্রকাশের একদিন আগে কোনাল ও গানটির পুরো টিমকে ভিডিওবার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাপ্পা মজুমদার, নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি, আঁখি আলমগীর ও ইমরানের মতো সংগীত তারকারা। গানটি প্রসঙ্গে কোনাল বলেন, বেশ সুন্দর একটি রোমান্টিক গান। গানটিতে মজা রয়েছে। প্রকাশের মাত্র অল্প সময়ের ভেতরেই গানটি থেকে অভাবনীয় সাড়া মিলছে। আমার বিশ্বাস গানটি সব ধরনের শ্রোতা-দর্শকদের কাছে ভালো লাগবে।

বলিউডে এমন কেউ নেই, যাকে মনের কথা বলতে পারি : প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের ঝলমলে দুনিয়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকে যে কঠিন বাস্তবতা তা নিয়ে এবার মুখ খুললেন বলিউড ও হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। খ্যাতি, গ্ল্যামার আর রঙিন আলোয় ভরা এই ইন্ডাস্ট্রির পেছনে যে কতটা নিঃসঙ্গতা কাজ করে, সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি। এক পুরনো সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের এক আবেগঘন সময় তুলে ধরেন প্রিয়াঙ্কা। জানান, ২০০৫ সালে যখন তিনি বোস্টনে ছিলেন, তখন তার বাবা অশোক চোপড়া লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাবার পাশে থাকার সেই দিনগুলো ছিল একদিকে মানসিকভাবে কষ্টের, অন্যদিকে বলিউডের চূড়ায় অবস্থান করেও একাকিত্বে ভোগার দিন। প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘বলিউডে আমার লক্ষাধিক পরিচিত মুখ আছে, কিন্তু এমন একজনও বন্ধু নেই যাকে রাতে ফোন করে মন খুলে কথা বলতে পারি।’খ্যাতি যত বেড়েছে, একাকিত্বও ততই গভীর হয়েছে বলে জানান এই ফ্যাশন তারকা।

সেই সময় প্রিয়াঙ্কার ক্যারিয়ারে ছিল একের পর এক হিট ছবি- ‘ব্লাফ মাস্টার’, ‘ডন’, ‘কৃশ’, ‘অন্দাজ’-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করে পেয়েছেন দর্শকপ্রিয়তা। শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চন, হৃতিক রোশন ও অক্ষয় কুমারের মতো সুপারস্টারদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁর ঝুলিতে। তিনি বলেন,’এই ইন্ডাস্ট্রিতে যত উপরে উঠবেন, তত বেশি একা লাগবে। মাঝে মাঝে মনে হতো, হয়তো একদিন একা একা মরে যাব, পাশে কেউ থাকবে না।’ তাঁর মতে, অনেকেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শেখেনি, যেটা আরও কঠিন করে তোলে সম্পর্কগুলিকে। বর্তমানে স্বামী নিক জোনাস ও কন্যা মালতীর সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলসে বসবাস করলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের বড় একটি অংশ এখনও ভারতেই পড়ে আছে। হলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করলেও, নিজের শিকড়ের কথা ভুলে যাননি তিনি।

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টার অর্থ বিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী।

নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসের প্রথম বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। গত ২৫ জুলাই শুক্রবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার অর্থবিষয়ক বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানে *(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)*

চাকরির খবর: ফেডারেল এয়ার মার্শাল সার্ভিসে চাকুরি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: ফেডারেল এয়ার মার্শাল সার্ভিসে লেবক নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। আবেদন গ্রহণ করা হবে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই চাকুরিতে সারাদেশের বিভিন্ন লোকেশনে শূন্যস্থান পূরণের *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

কুইন্সে জোহরান মামদানির ফান্ড রেইজিং ৩ আগস্ট

বাংলাদেশ রিপোর্ট : ডেমোক্রেট দলীয় নিউইয়র্ক সিটি মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির সমর্থনে ফান্ডরেইজিং ৩ আগস্ট রোববার বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা। কুইন্সের জ্যামাইকা হলিসে আয়োজিত এই ফান্ড রেইজিংয়ের মূল উদ্যোক্তা বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি। ফান্ড রেইজিংকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী কমিটিও গঠন করা *(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)*

মুনা কনভেনশন ৮-১০ আগস্ট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'টচবিয়ার্স অব ইসলাম, স্প্রেডিং দ্যা ফেইথ গ্লোবালী' শ্লোগানে এবারের আয়োজিত হচ্ছে মুনা কনভেনশন-২০২৫। নর্থ-আমেরিকায় মুসলমানদের সর্ববৃহৎ এই কনভেনশন আগামী ৮, ৯ ও ১০ আগস্ট ৩ দিনব্যাপী পেন-সিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়া শহরের ঐতিহ্যসিক পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। ২০ হাজারের অধিক ধর্মপ্রাণ *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

'বাংলাদেশিজ ফর জোহরান'র কমিটি গঠিত

নিউইয়র্ক: গত ২৬ জুলাই শনিবার জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এক সভায় নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বরোতে বসবাসরত *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে স্মল বিজনেস বিষয়ক কর্মশালা

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এবং এনওয়াইসি স্মল বিজনেস সার্ভিসেস-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই সোমবার বিকালে স্মল বিজনেস সার্ভিসেস কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির এলমহার্স্টের বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব ভবনে আয়োজিত এই *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

মধ্যরাতের অবতরণ

কাজী জহিরুল ইসলাম : কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত বারোটার ঘরে মিনিটের কাঁটা ঘন্টার কাঁটার ওপরে উঠবে। ক্যালেন্ডার হেলে পড়বে ১৮ অক্টোবরের দিকে। বিমান রানওয়ের মাটি ছুঁতেই সিটবেল্টের মেটাল-ফ্ল্যাপ খোলার শব্দে একটা হুলুস্থুল মিউজিক তৈরি হয়ে গেল। জান্নাত ও তার দল হিমশিম খাচ্ছে অসহিষ্ণু বাঙালি যাত্রীদের *(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)*

বাংলাদেশ সেমেটারির কাজ শুরু

এক লাখ কবরের প্রকল্প

বক্তব্য রাখছেন জাহিদ মিন্টু।

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে নিউইয়র্কে প্রায় এক লাখ কবরের 'বাংলাদেশ সেমেটারি'র কাজ আগামী ৩১ জুলাই শুরু হতে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে নিউইয়র্কের আপস্টেটে স্কটটাউনে প্রায় ১২৬ একর জমি নগদ অর্থে গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর ক্রয় সম্পন্ন হয়। নানা প্রতিকূলতা *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

বক্তব্য রাখছেন ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

মাইলস্টোন স্কুলে নিহতদের স্মরণে জ্যামাইকায় আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা

বাংলাদেশ রিপোর্ট: ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ও আহতদের স্মরণ করেছেন নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীরা। এজন্য তারা আয়োজন করেন বিশেষ প্রার্থনা সমাবেশ। গত ২৫ জুলাই, শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় ১৬৮ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিন্যুতে অনুষ্ঠিত *(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)*

নতুন মালিকানায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট

নিউইয়র্ক : নতুন মালিকানায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট। মুহাম্মদ কাদের শিশির হচ্ছেন নতুন মালিক। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত হোম *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

সিটির বহু অ্যাপার্টমেন্ট কার্যত হোমলেস শেল্টার!

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্থায়ী আবাসন নেই। অতি ছোট আয়তনের বাড়িতে তারা মেঝে ও সোফার ওপর শুয়ে রাত কাটায়। তারা হোমলেস বিবেচিত হলেও তাদের অবস্থা কোনোভাবেই হোমলেসদের চেয়ে কম নয়। ব্রুকলিনের এক অ্যাপার্টমেন্টে রাতের বেলায় ২৫ বছর বয়স্ক কিশ্বারলি *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

আল মামুর স্কুলের নতুন অধ্যক্ষ আতিয়া পাশা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল মামুর স্কুল। সম্প্রতি *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

বিপার বর্ণাঢ্য 'সঞ্চারী' অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বিপা'র ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো 'সঞ্চারী'। গত ১৯ জুলাই শনিবার জ্যামাইকার সেন্টার ফর আর্টস এন্ড লার্নিং সেন্টারে এটি বিপা'র নিয়মিত ধারাবাহিক অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়, *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

জেবিএফএ'র ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি ৪ আগস্ট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে কমিউনিটি কলেজে পড়ার সুযোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক স্টেটে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উচ্চশিক্ষাকে আরো সহজলভ্য *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

মুনা সাউথ জোনের লিডারশিপ ডিনার

নিউইয়র্ক: গত ২৭ জুলাই নিউইয়র্ক সাউথ জোনের আয়োজনে ব্রুকলিনের পাঞ্জাব পার্টি হলে মুনা *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স/মেডিকেড
৬৫ এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ভাই-বোনদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেড এবং অন্যান্য বেনিফিটের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা করা হয়।
যোগাযোগ করুন–
মোহাম্মদ কামাল হোসেন সরকার
ফোন : 718-316-0399
নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইসেন্সধারী এজেন্ট।

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্ল্যাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি (অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্ল্যাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
ফ্রি ডেলিভারী
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরনের মাছ পাওয়া যায়

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
আপনি অপেক্ষায় থাকতে প্রেসক্রিপশন পূরণের নিশ্চয়তা
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462. Tel: 718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
Commercial and Residential Real Estate Firm

স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com